দুর-রাতুল মোসাল্লিন

(নামাযীদের মুক্তো মণি)

Pdf By Syed Mostafa Sakib

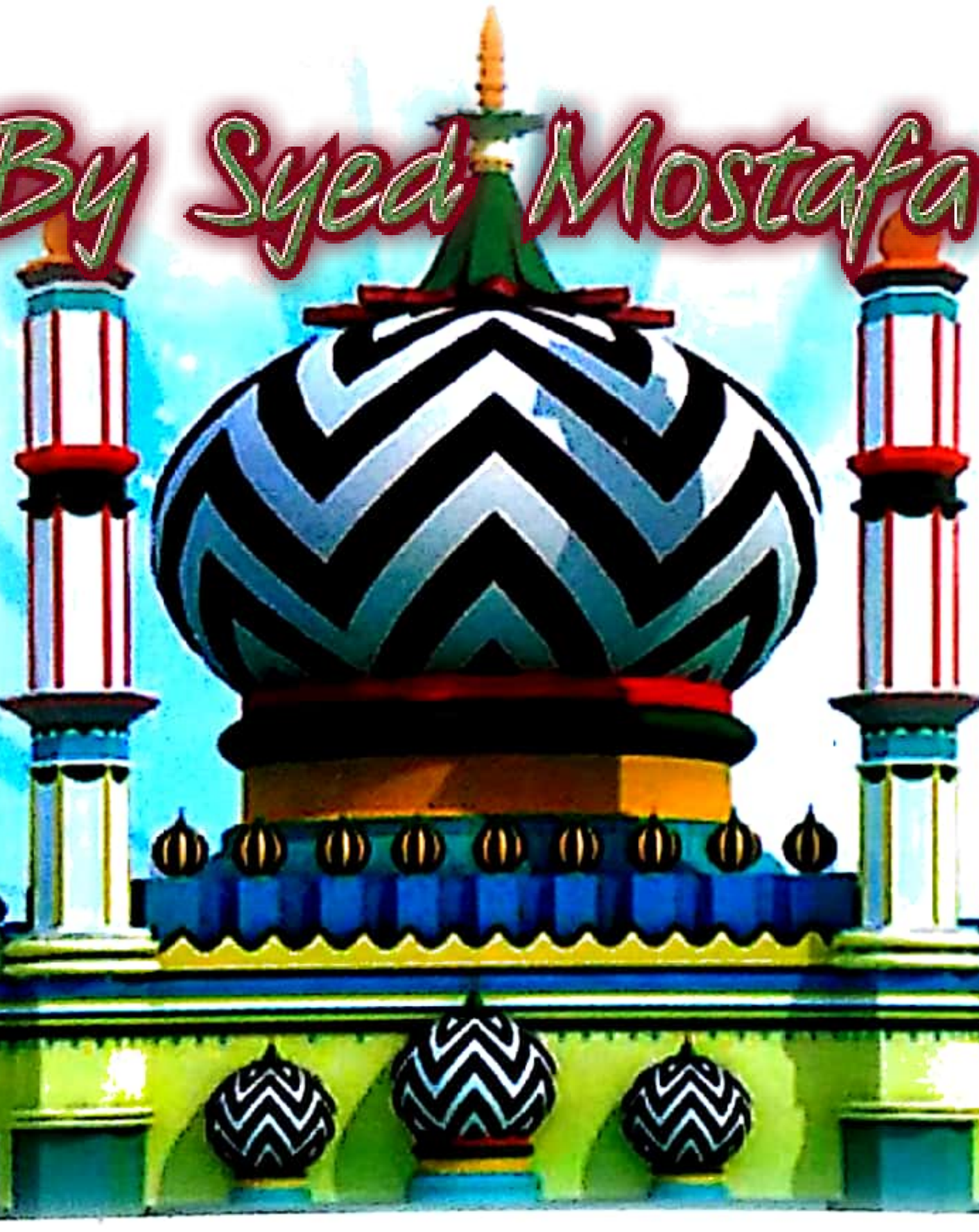

-ঃ লেখক ঃ-

পীর মোফাস্‌-সিরে কোরআন, মুফতি,

ডঃ শাকিল আহমাদ আসবি

pdf By Syed Mostafa Sakib

দুর্-রাতুল মোসাল্লিন

(নামাযীদের মুক্তো মণি)

-ঃ লেখক ঃ-

পীর মোফাস্-সিরে কোরআন, মুফতি,

ডঃ শাকিল আহমাদ আসবি

pdf By Syed Mostafa Sakib

বইয়ের নাম ঃ

দুর্-রাতুল মোসল্লিন (নামাযীদের মুক্ত মণি)

লেখক ঃ- পীর মোফাস্-সিরে কোরআন, মুফতি,

ডঃ শাকিল আহমাদ আসবি

অনুবাদক ঃ- আসবি পাবলিকেশন টিম।

কম্পোজিং ঃ- মজিবুর রহমান আসবি।

ডিজাইন ঃ- আব্দুল মোস্তাফা আসবি এবং ওয়াসিম আক্রাম আসবি।

প্রূফ রিডিং ঃ- আসফাক আহম্মেদ আসবি এবং জাকির শাহ্ নাওয়াজ আসবি(পাপ্পু)

অনুরোধকারী ঃ- মতিউর রহমান আসবি।

প্রকাশক ঃ- আসবি পাবলিকেশন, আসবি নগর, পোঃ- কাহালা, থানা- রতুয়া, জেলা- মালদা (পঃবঃ), পিন- ৭৩২২০৫

মোবাইল নং ঃ- ৯৭৩৪১৮০৪৭১/ ৮১০১৩৭৯৯৩৮

e-mail : aswipublication@gmail.com

ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ

২৭ শে রমযান, ১৪৩৮ হিজরী (ইং- ২২ শে জুন, ২০১৭)

(লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

হাদিয়া ঃ ১৫০.০০

DURRATUL MOSALLIN by :

Peer Dr. Shakil AhmedAswi.

Publised by : Aswi Publication, Aswi Nagar, Ratua, Malda (W.B.) - 732205

1st Edition : June,2017

Hadiya : 150.00

উৎসর্গ

আমি এই পুস্তকটি পবিত্র কোরান ও হাদিস থেকে একমাত্র আল্লাহ পাক ও তার পেয়ারা রাসুল সাল্লাল্লহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে রাজি করার জন্য রচনা করলাম ।

এই পুস্তক মুসলিম সমাজের মানুষের যে ভূল ভ্রান্তি আছে তা সংশোধনের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে সমস্ত শিক্ষক মন্ডলীর সোওয়াব পৌছিয়ে এবং আমার পীরো মুরসিদ হুযুর গোলাম আসিপিয়া রাহামাতুল্লা আলাইহে ও স্বীয় পিতা জনাব হযরাত সুফি মোহাঃ আবদুল লাতিফ ক্বাদরী আলাইহির রাহমা-এর রুহের মাগফেরাত কামনায় উৎস্বর্গ করলাম। যাদের বরকতে আমি শিক্ষা জগতের আলোকে আলোকিত হয়েছি।

আরও প্রকাশ থাকে যে, এই পুস্তকটি আমার স্নেহধন্য প্রিয় মুরীদ মোহাম্মাদ মোতাহারুল হক্ আসবী গ্রাম- হুকুমততলা, পোঃ - সহবততলা, থানা- মানিকচক, জেলা - মালদা, নিবাসী নিজের দাদু মাজেদ আলি বিশ্বাস ও দাদি লালমন বিবির ইশালে সোয়াবের জন্য উৎসর্গীত করিল ।

ইতি-

মোহঃ শাকিল আহামাদ আসবি

pdf By Syed Mostafa Sakib

লেখকের এক কলম

মহান আল্লাহ পাকের অসিম করুনায়, যিনি দাতা ও দয়ালু যিনি কেয়ামতের দিবসের মালিক যার বিনা হুকুমে বৃক্ষের একটি পাতাও পর্যন্ত নড়ে না। পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় ও সাতসমুদ্রের জলরাশিকে কালি বানানো হয় তবুও আল্লাহর প্রসংশা (বাণীসমূহ) লিখিয়া শেষ করা যাইবেনা ভবিষ্যতে শেষও হবে না তাই এক কথায় বলতে হয় আলহামদুলিল্লাহ্ বলার পর কোটি কোটি দরুদ পাক বর্ষিত হোক রাহমাতুল্লিল আলামিন নবী পাক রাসুলে কারিম সাল্লাল্লহো আলাইহে ওয়া সল্লামের প্রতি।

পশ্চিম বাংলার বুকে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামআত–এর বাংলা ভাষায় যত নামায শিক্ষা বই প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন লেখক তার সুনিপুন জ্ঞান রাশিদ্বারা মুসলিম সমাজের কল্যানের স্বার্থে রচনা করেছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে , কিন্তু আফসোসের বিষয় যে, লা মাযহাবী(ওহাবী)-রা বলে থাকেন হানাফী মাযহাবীদের যত বই-পুস্তক আছে তাহা দলিল ভিত্তিক নয়, সম্পূর্ণ কোরআন ও হাদীস বিরোধী। আমি ভাবলাম যে হানাফিদের এমন একটা নামায শিক্ষা বইয়ের প্রয়োজন যা লা মাজহাবিদেরকে খন্ডন করতে পারবে এবং তা দাবী রাখবে যে, তাহা সর্ম্পূণ দলিল ভিত্তিক ।

দুররে মোখতারের মধ্যে লিখিত আছে, ফিকাহ্র মাসলা সমুহকে নির্বাচন করার প্রাক্কালে ইমাম আজাম আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর দরবারের তৎকালীন প্রসিদ্ধ ৪০ (চল্লিশ) জন অলামায়েকেরামগনের সমাবেশ ঘটেছিল ।বৈঠকে হযরত ইমাম আজাম আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনুহু উক্তি করেছিলেন আমি ফিকাহ্র দরজা বন্দ করে দিয়েছি আপনারা এ ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ প্রদান করিবেন ।

প্রশিদ্ধ অলমায়ে কেরামগন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, আগামীতে কোন মাসলা-মাসায়েলের সম্মুখীন হলে কোন ওলামা অথবা যদি ইমাম আজাম আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর

দুর্-রাতুল মোসাল্লিন

স্মরন থাকে তাহলে সেটা ব্যাক্ত করা যাবে। তাহা ছারাও পবিত্র কোরান ও হাদীশ মাস ব্যাপী আলোচনার পর একমত হয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনিত হতেন সেটাকে ইমাম সাহেব আবু ইউসুফ-কে মাসলা গুলো ফেক্বাহর মধ্যে লিপিবদ্ধ করার জন্য হুকুম দিতেন। প্রকাশ থাকে যে ওসুলে ফেক্বাহর যে সমস্ত নিখুত মাসলা লিপিবদ্ধ আছে তাহলে সে যুগের প্রশিদ্ধ মুহাদ্দিস (হাদিশের ব্যাখ্যাকারি), মুকার-রাবীন (আল্লাহর প্রিয়), মহাক্কেকীন(গবেশক) গনের মাস ব্যাপী আক্লান্ত পরিশ্রম করার ফসল আর্থাৎ সকলের সম্মিলিত এক মতের রায়। যাহা ওসুলে ফিক্বাহাতে লিপিবদ্ধ। তাহলে এটা কী করে সম্ভব হয় ওসুলে' ফিক্বাহ কোরান হাদীশের বিরোধী, যাহা কোরান হাদীশের বাইরে একবিন্দুও লেখা সম্ভব নয়।

মীরাতুল নুমান গ্রন্থে আছে যে খাতিবে বাগদাদি বলেন, যে কোন এক সময় ওয়াকির নিকট জ্ঞানের অধিকারিগন জমা হয়ে তাদের মধ্যে কেউ কেউ মন্তব্য করেন এই মাসলাতে ইমাম আজাম আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু ভুল করেছেন। তৎখনাৎ ওয়াকি - বিন জাররাহ বলে ছিলেন কি করে ভুল করা সম্ভব ? যখন আবু ইউসুফ, ইমাম জাফর এর সময় কালে ইয়াহ-ইয়া বিন জায়েদা, আউস বিন আয়ান, হোবান এবং হাদিসের মধ্যে মোনদিল, অভিধানের মধ্যে কাশিম বিন আনান, দাউদ তায়ী, হযরাত ওয়ায়িল বিন আইয়াজ ভীষন ভাবে পরহেজগার এবং খোদাভীরু ছিলেন। এই ধরনের খ্যাত নামা লোক থাকা স্বত্বেও কী করে ভুল করতে পারেন ? আদৌ কল্পনা করা যায় না। যদি ভুল করতেন তাহলে ইনাদের মত লোক কতক্ষন ভুলের মধ্যে থাকতে দিতেন? সমস্ত হাদিশের ব্যাখাকারি গনের মধ্যে সরদার ইমাম বোখারীর রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর ওস্তাদ ইবনে মুবারাক বলেন, ইমাম আজাম আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু এর রায় হল তাফসীরে হাদীস।

এই থেকে প্রমানিত হয়েছে, ইমাম আজাম আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষন অর্থাৎ তার কথায় হল হাদিশের ব্যাখ্যা। এই জন্যে এই বই লিখতে বাধ্য হলাম। এই বই

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদ করতে আসবি পাবলিকেশন এর টিম সহযোগিতা করেছে।

এই বইয়ের শ্রেষ্ঠত্ব এটাই যে দলিল সহ প্রমান সহকারে প্রতিটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে, সুধী পাঠক মন্ডলী বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর মনসংযোগ সহকারে পাঠ করলে তবেই বুঝতে পারবেন এই বইটির মহত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বের কতটুকু দাবীদার। প্রচুর পরিশ্রম করে বাংলা ভাষায় পাঠকদের নিকট হাযির করা হল।

মানুষ মাত্র ভুলের পাত্র। আপনার আগ্রহী দৃষ্টি যেসব স্থানে হোচট খাবে তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী এবং অবশ্যই পরিবর্তনীয় কোনো অসংগতি দৃষ্টি গোচরে আসলে তা জ্ঞাত করাবেন পরবর্তী সংস্করনে তা সংশোধন করা হবে ইনশা-আল্লাহ।

পরিশেষে মহান খোদার দরবারে এটাই দোওয়া করি আল্লাহ পাক প্রিয় হাবিবের সাদকায় এই বইকে কবুল করে আমাদের সকলের নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিক। -আমিন, সুম্মা আমিন। বিযাহে সাইয়েদিল মুরসালীন।

ইতি

নাচীজ

মোহঃ-শাকিল আহমেদ আসবি

দুর্-রাতুল মোসাল্লিন

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
1	ইমান ও আকিদা	15
2	প্রথম কলেমা তাইয়েবা / দ্বিতীয় কলেমা শাহাদাত	16
3	তৃতীয় কলেমা তামজিদ / চতুর্থ কলেমা তাওহিদ	17
4	ইমানে মুফাস্-সাল	18
5	ইমানে মোজমাল / পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অযিফাসমূহ	19
6	কোরআন এবং সুন্নাত পালন করার নির্দেশ (হুকুম)	20
7	তাক্বলীদের উপর আস্থাশীল	21
8	শত শহিদের সওয়াব (পূণ্য)	23
9	বেহেশ্‌তে হুজুর সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গী	23
11	হুজুর সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসিয়াত	25
12	পাণির হুকুম	26
13	তাহারাতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব	27
14	তাহারাতের উপকারিতা ও ফজিলত	28
15	তাহারাতের প্রকারভেদ	28
16	নাজাসাত ও তার প্রকারভেদ	29
17	পাণির প্রকারভেদ এবং এর হুকুম	31
18	ঝুটা বা উচ্ছিষ্ট এবং ঘামের হুকুম ৪ প্রকার	33
19	ইস্‌তিন্‌জার বিবরণ(পেছাব পায়খানার বিবরণ)	34
20	প্রস্রাব ও পায়খানার আদাব	35
21	প্রস্রাব ও পায়খানায় প্রবেশের দোওয়া	36
22	পায়খানা থেকে বের হওয়ার দোওয়া	36
23	প্রস্রাব ও পায়খানার সংক্ষিপ্ত মাসআলা	36
24	প্রস্রাবের ছিটা থেকে বাঁচার নির্দেশ	39
25	নাপাক থেকে পবিত্র হওয়ার মাসআলা	39
26	কাপড়ে হায়েজের (রজ:শ্রাবের) রক্ত লাগলে কি করতে হবে	40
27	মণি ধোয়ার মাসআলা	40
28	দুধের বাচ্চার প্রস্রাবের মাসআলা	40
29	জুতা নাপাক হওয়ার মাসআলা	41
30	ঘুম থেকে ওঠার পর কী করণীয়	41

pdf By Syed Mostafa Sakib

31	কুকুরের ঝুটা / বিড়ালের ঝুটা / ওজু-এর সংঙ্গা	42
32	ওজুর ফজিলত / ওজুর ফরজ	43
33	ওজু করার সময়ের সুন্নাতসমূহ	44
34	ওজুর পূর্বে মেশওয়াক করার মাসআলা	45
35	মেশওয়াকের উপকারিতা	46
36	মেশওয়াক কি দিয়ে ও কিভাবে করবেন ?	46
37	ওজুর শুরুর দোওয়া	47
38	ওজু শেষ হওয়ার পর দোওয়া / ওজুর নিয়ত	48
39	ওজু ভঙ্গের কারণসমূহ / ওজু করার সঠিক পদ্ধতি	49
40	বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধোওয়ার সময় কী কী দোওয়া পাঠ করতে হয়	51
41	ওজু তিনটি শর্তে পূর্ণ হয়	52
42	পোশাক- তিনটি আমলের দ্বারা পূর্ণাঙ্গপ্রাপ্ত হয়।	52
43	সময়- সময়ের ব্যবহার	52
44	কিবলার প্রতি সম্মান তিনটি বিষয় দ্বারা করতে হয়	53
45	নিয়ত তিন প্রকার হতে হবে / গোসল ও ফজিলত	53
46	গোসলের প্রকার ভেদ	54
47	গোসলরে ফরজ তিনটি	54
48	যে যে কারণে গোসল ওয়াজিব হয় / গোসলের সুন্নাত	55
49	গোসলের নিয়ত / গোসলের পদ্ধতি	55
50	ফরজ গোসলের সতর্কতা	56
51	গোসলখানা অথবা বাথরুমে গোসল	56
52	অন্য জায়গায় গোসল / পুকুরে গোসল	57
53	নাপাকী গোসলের মাসআলা	58
54	সহবাসকারী মেয়েদের চুল ধোওয়ার ব্যাপারে মাসআলা	60
55	গোসলের সময় শরীরের কোন জায়গা শুকনো থাকার মাসআলা	61
56	অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ	61
57	গোসলের ওজু যথেষ্ট	62
58	নাপাকি অবস্থায় মেলামেশা ও মোসাফাহ্ জায়েজ	62
59	হায়েজা নারীর সঙ্গে সহবাস করা নিষেধ।	62
60	মজি, মনি ও ওদির মধ্যে পার্থক্য	63
61	মজি (তরল পাণির ন্যায়) বের হলে গোসল ওয়াজিব নয়	63
62	সুতিকার মাসআলা	64
63	হায়েজ অবস্থায় কোরআন পড়ার হুকুম নাই	64
64	ইস্তেহাযার রক্তের ব্যপারে মাসআলা	64
65	তায়াম্মুমের বর্ণনা	65
66	তায়াম্মুমের ফরজ সমূহ	66
67	তায়াম্মুমের সুন্নাত ও আদাবসমূহ	67
68	তায়াম্মুমের মুস্তাহাব সমূহ	67
69	তায়াম্মুম করিবার পদ্ধতি / হাত মারার নিয়মসমূহ	68
70	তায়াম্মুমের মাসআলা	69
71	তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণসমূহ	71
72	যে যে বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ	71
73	আজানের অর্থ	71
74	আজান ও একামত সংক্রান্ত কতকগুলি মাসআলা প্রমাণসহ	72
75	আজানের পদ্ধতি ও শব্দসমূহ	73
76	একামতের পদ্ধতি ও শব্দসমূহ	74
77	একামতে বসে শোনা	75
78	দেওবন্দীদের শত্রুতা	75
79	একামতের পর সুন্নাত	75
80	রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম মুবারাক শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলে চুম্বন দিয়ে চোখে বুলানো সাহাবীগণের সুন্নাত	76
81	পবিত্র কোরআন থেকে নামাজের প্রয়োজনীয় সুরাহ্ সমূহ	78
82	সুরাহ্ বাকারাহ্-এর ১ম রুকু	89
83	আয়াতুল কুরশি	91
84	নামাজ কি ?	93
85	নামাজ মু'মিনের জন্য উপহার	97
86	নামাজের শিক্ষাদাতা কে ?	100
87	নামাজ কেন পড়ি ?	101
88	নামাজ গোনাহ মাফকারী	104
89	নামাজ লজ্জাহীন খারাপ স্বভাব থেকে বিরতকারী	108
90	নামাজ বেহেস্তের চাবি	109
91	চাবির ছাঁচ কেমন হবে ?	110

pdf By Syed Mostafa Sakib

92	নামাজ মু'মিনের জন্য মে'রাজ	111
93	নামাজ মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্যকারী	116
94	নামাজের মধ্যে শিরক্	118
95	নামাজী কোন নামাযে জান্নাতে যাবে	122
96	খুশু কি ?	122
97	নামাজী কোন নামাযে জাহান্নামে যাবে	126
98	রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে নামাজ পড়েও জাহান্নামী	126
99	রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাজ শিক্ষাদান	130
100	প্রথম অবস্থা	130
101	দ্বিতীয় অবস্থা	134
102	তৃতীয় অবস্থা	135
103	চতুর্থ অবস্থা	138
104	পঞ্চম অবস্থা	139
105	ষষ্ঠ অবস্থা	141
106	সপ্তম অবস্থা	151
107	রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাজ	152
108	সাহাবাগণের নামাজ	153
109	মুনাফিকের নামাজ	155
110	নামাজ পড়ার দৃষ্টান্ত	156
111	নামাজ পড়া ও নামাজ কায়েমের পার্থক্য	157
112	নামাজ কায়েমের পথে বাধা ও তার প্রতিকার	161
113	ক্বলবে সুরা কেরাত না পড়ার কারণ	167
114	আহলে জেকের কে ?	169
115	নামাজ কায়েমের ধারা	170
116	মে'রাজ কায়েমের উপায়	172
117	জামাআতের ফজিলত ও গুরুত্ব	183
118	নামাযের শর্তসমূহ ও আরকানসমূহ	183
119	নামাযের নিষিদ্ধ সময়	185
120	যে সময় নামায আদায় করা মাকরূহ	185
121	যে সময় নফল নামায পড়া মাকরূহ	185

122	নিয়াত / তাকবীরে তাহ্মীরা	186
123	কেরাত / রূকু	186
124	সিজ্দা / সিজ্দার জায়গা	187
125	নামাযের ৩৪ টি ওয়াজিব	188
126	নামাযের সুন্নাতসমূহ	189
127	ক্বেয়ামের সময় সুন্নাত / রূকুর সুন্নাতসমূহ	190
128	সিজদার সুন্নাতসমূহ / মহিলাদের জন্য সন্নাত	191
129	কায়দা বা বসার সুন্নাত / সালাম ফিরানোর সময় সুন্নাত	192
130	নামাযের মুস্তাহাব সমূহ / তা'দিলে আরকান	193
131	তাকবির ও তাহ্রীমা ইহাও তিনটি শর্তে পূরণ হবে	194
132	ক্বেয়ামে দাড়ানোর মধ্যেও তিনটি শর্তাবলী	194
133	ক্বেরাত ঃ- সুরাহ্ পাঠ করাতেও তিনটি শর্তাবলী	194
134	উচ্চেস্বরে আমিন বলা নিষেধ	194
135	রূকু ঃ- এটাতেও তিনটি শর্ত পালন	196
136	রাফাদাইন প্রসঙ্গ	196
137	প্রথম তাকবীরের পর হাত না উঠানো সম্পর্কে আলোচনা	198
138	রাফাদাইন করা মানসুখ হয়েছে	199
139	রাফাদাইন না করা সাহাবাগণের ইয্মা	200
140	সিজদা	201
141	নামাযে বসার কায়েদাও তিনটি কাজের দ্বারা সম্পাদন হবে	201
142	তাশাহুদের মধ্যে বারবার আঙ্গুল নাড়ানো নিষেধ	201
143	হাজির-নাজির মান্য করা অপরিহার্য্য	202
144	নামায আদায় করার সঠিক পদ্ধতি	202
145	পুরুষদের ক্ষেত্রে সিজদার অবস্থান	205
146	মেয়েদের ক্ষেত্রে সিজদার অবস্থান	205
147	তাশাহুদ	206
148	দরূদে ইব্রাহীম	207
149	দোওয়া মাসুরা	208
150	তাশাহুদের(আত্তাহিয়্যাতো) বসার নিয়ম	209
151	নারী ও পুরুষের নামাযের পার্থক্য	210
152	পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের রাক'আত সংখ্যা	212
153	নিয়তের গুরুত্ব / পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নিয়ত	212

pdf By Syed Mostafa Sakib

154	বেতর নামাযের নিয়ত	218
155	দোয়া কুনুত	219
156	বেতর নামাযে দোওয়ায়ে কুনুত পড়ার প্রমাণ	220
157	জুম'আর বর্ণনা	221
158	জুম'আর খুতবার সুন্নাত সমূহ	222
159	জুম'আর প্রথম খুতবা	223
160	জুম'আর দ্বিতীয় খুতবা	224
161	জুম'আর প্রথম খুতবার অনুবাদ	226
162	জুম'আর দ্বিতীয় খুতবার অনুবাদ	227
163	জুম'আর নামাযের নিয়াত	229
164	কাযা নামাযের বর্ণনা / কাযা নামায পড়ার সময়	231
165	উমরী কাযার নিয়াত	231
166	কাযা নামায পড়ার নিয়ম / কাযা নামাযের নিয়াত	232
167	তারাবীহ্ নামাযের বর্ণনা	233
168	২০(বিশ) রাক'আত তারাবীর উপর সাহাবায়ে কেরামগণের ইযমা	235
169	রোগীর নামায	237
170	ঈদ্ ও বক্‌রীদ-এর নামায	239
171	ঈদ্‌গাহে নামাযের নিয়ম	240
172	ঈদের দিনের মুস্তাহাব বিষয়-মূহ	241
173	ঈদের নামাযে যাওয়ার আগে খাওয়ার হাদীস	241
174	ঈদ এবং বক্‌রিদ–এর নামাযের পূর্বে ও পরে কোন নামায নেই	242
175	ঈদুল ফেতর নামাযের নিয়াত	243
176	ঈদুল আযহার নামাযের নিয়াত	244
177	তাক্‌বীরে তাশ্‌রীক্	244
178	দুই ইদের নামায অতিরিক্ত তিন তাক্‌বীরের সহিত আদায় করার প্রমাণ- ইহা সহিহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত	244
179	ঈদ এবং বকরিদ নামাযের জন্য ইদগাহে প্রবেশ মহিলাদের নিষেধ	245
180	জানাযা নামাযের বর্ণনা	246
181	জানাযা নামাযের রূকুন বা ফরয্	246
182	জানাযা নামাযের সুন্নাত	246
183	জানাযা নামাযের নিয়াত	247
184	জানাযা নামায পড়ার নিয়ম	247
185	জানাযা নামাযের ইমাম কে হবে ?	248
186	মসজিদের মধ্যে জানাযার নামায পড়া মাকরূহ্ তাহ্‌রিমী	249
187	এক সঙ্গে কয়েকটি জানাযা হলে কীভাবে জানাযা নামায পড়া হবে ?	249
188	শিশু জীবিত জন্ম হোক বা মৃত্যু জন্ম হোক উভয়ের জানাযা সর্ম্পকে শরিয়তের হুকুম কি ?	249
189	মৃত্যুর মুখে পতিত ব্যক্তিকে কলেমা পাঠ করার হুকুম	250
190	মাই-ইয়াতকে গোসল করাবার নিয়ম	250
191	জানাযা নামাযের পর দোওয়ার দলিল	251
192	জানাযা নামাযের ৪ টি তাকবীরের প্রমাণ	251
193	জানাযার নামাযে প্রথম তাক্‌বিরে হাত উঠানো যাবে, বাঁকি তাকবিরে হাত উঠানো নিষেধ	251
194	মাই-ইয়াতের কাফনের নিয়ম	252
195	কাফন পড়ানোর নিয়ম / জানাযা উঠানোর বর্ণনা	253
196	মাস'আলা / কবর জিয়ারতের আদেশ	254
197	ইসালে সওয়াব অর্থাৎ নেকি পৌঁছানো	255
198	কবরকে চুম্বন দেওয়া খ্রীষ্টানদের তরিকা	256
199	কবর ও দাফনের নিয়ম	256
200	মাটি দেওয়ার নিয়ম	257
201	কবর জিয়ারতের নিয়ম	258
202	কেয়াম ও মিলাদের পর চল্লিশার জন্য দিন ধার্য্য করা জায়েয	258
203	কবরের মৃত্যু ব্যক্তিকে স্মরণ করানো	258
204	ফাতেহা ও ইশালে সওয়াব–এর নিয়ম	259
205	সফরের কসর নামাযের প্রমাণ	260
206	মুসাফিরের বিবরণ	261
207	মুসাফির হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন কত দূরত্ব হওয়া প্রয়োজন	261
208	নফল নামায সমূহের বর্ণনা	262
209	তাহি-ইয়্যাতুল মসজিদ	262
210	তাহি-ইয়্যাতুল মসজিদ-এর ফজিলত	263

pdf By Syed Mostafa Sakib

211	ইশরাক নামাযের নিয়ত	263
212	ইশরাক নামায কখন পড়তে হবে এবং তার ফজিলত	264
213	চাশ্ত নামায / চাশ্ত নামায়ের রাকাআত সংখ্যা	264
214	চাশ্ত নামাযের নিয়াত	264
215	সালাতুল তাসবীহ্ নামাযের নিয়াত	265
216	সালাতুত তাসবীহ্ আদায়ের নিয়ম	266
217	আউওয়াবিন নামাযের নিয়ত	267
218	আউওয়াবিন নামাযের নিয়ম ও ফজিলত	267
219	সালাতুল হায়াত নামাযের নিয়াত	267
220	সালাতুল হায়াত / নামায আদায়ের নিয়ম	268
221	ইস্তিখারা নামাযের নিয়ত	269
222	সালাতুল ইস্তিখারা	270
223	ইস্তিখারের দোওয়া / তাওবা নামাযের নিয়ত	270
224	তাওবা নামাযের ফজিলত ও বর্ণনা	271
225	শবে বরাতের নামাযের নিয়ত	271
226	শবে বরাতের নামাযের নিয়ম ও ফজিলত	272
227	শবে-মেরাযের নামাযের নিয়াত	272
228	শবে কুদরের নিয়াত / নিয়ত / আদায়ের পদ্ধতি	273
229	আশুরার নামায়ের নিয়াত / আশুরার নামায	275
230	কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কথা	275
231	লা মাযহাবিদের ভ্রান্ত আকিদা	278
232	শীয়া অঙ্গ সংগঠন কথিত আহ্লে হাদীস ও লা মাযহাবীদের প্রমাণসহ কিছু ভ্রান্ত আকিদা	279

ইমান ও আকিদা

১) উমদাতুল কারী শারহে বুখারী (বুখারীর ব্যাখ্যা) খন্ড- ১ পাতা ১০২ এর মধ্যে হাদিশ শারীফ উল্লেখ রয়েছে যার অর্থ হল , ঐ সমস্ত জিনিস কে অন্তর থেকে মেনে নেওয়ার নাম হল ইমান । যা রসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের নিকট থেকে নিয়ে এসেছেন।

২) তাসদিকুম বিমা যা আ বেহীন নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম যাহা কিছু আল্লাহর নিকট থেকে রাসুলে সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন এ সমস্ত বিষয় অন্তর থেকে মেনে নেওয়ার নাম ইমান।

কোরানের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ- ‘‘আউজু বিল্লাহি মিনাশ শায়তা-নির-রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম।‘‘

আয়াত ঃ-‘‘কুল ইন কানা আ-বা উকুম্ অ-আব না উকুম্ অ-ইখ ওয়া নুকুম্ অ-আয্ওয়া যুকুম অ-আসিরাতুকুম ওয়া-আমওয়া-লু নিক্তারাফ্তুমূহা অ-তিজ্বা-রাতুন্ তাখসা উনা কাসা-দাহা-অ মাসাকিনু তার দ্বৌ নাহা আহ্ব্বা ইলাইকুম্ মিনাল্লা-হি অ-রসুলিহি অ-জ্বিহাদিন্ ফী সাবীলিহী ফাতা রব্বাসু হাত্তা ইয়া তিয়াল্লা-হু বি আমরিহি; অল্লাহু লা ইয়াহঃ দিল ক্বওমাল ফা সিক্বীন। (সুরা তাওবাহ, ১০ পারা ৩৪ নং আয়াত)

অর্থ- আপনি বলিয়া দিন , যদি তোমাদের পিতাগণ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভাইগণ, তোমাদের পৌত্রীগণ, তোমাদের সগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের সেই ব্যবসা বানিজ্য যার ক্ষতি হবার তোমার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের পছন্দের বাসস্থান এসব বস্তু আল্লাহ ও তার রসুল এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট প্রিয় হয়, তবে পথ দেখ, আল্লাহ তার নির্দেশ আনা পর্যন্ত এবং আল্লাহ ফাসিক্বদেরকে সত পথ (হেদায়েত) প্রদান করবেন না।

ব্যাখ্যা- এই আয়াত থেকে প্রমানিত হল যে আল্লাহ ও তার (রসুল

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ভালোবাসার অপেক্ষায় পৃথিবীর নানা সম্পর্ক অগ্রহনযোগ্য।

আল্লাহ ও তার রসুল সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসা ইমানের দলিল ঃ-

আমার সুন্নি ভাইগন আল্লাহ তায়ালা নিজস্ব বান্দাকে নিজের সমস্ত জিনিসের অপেক্ষায় রাসুলের সঙ্গে ভালোবাসা রাখার হুকুম দিয়েছেন। আর কোন মুসলমান এমন নয় যে আল্লাহ ও তার রসূল সাল্লেল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ভালোবাসার দাবি করে না। বরং সমস্ত মুসলমান এই আয়াতের অনুসারে গ্রহনযোগ্য। আল্লাহ ও তার রসুল সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে বেশি কাউকে ভালোবাসে না। কিন্তু যে ব্যক্তি

মুসলমান হওয়ার দাবী করে আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেয়ে বেশী কাউকে ভালোবাসে না। আর সেই ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্পর্কে ভুল অনুসন্ধান করে, সেই ব্যক্তি ইসলাম থেকে বিতাড়িত হবে। অর্থাৎ মু সলমান হতে পারে না, কেননা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভালোবাসা ইমানের দলিল।

কলেমা সমূহ নিম্নে বর্ণিত হল-

প্রথম কালেমা তাইয়েবা-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

অনুবাদ ঃ- আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসুল।

দ্বিতীয় কালেমা শাহাদাত-

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

উচ্চারণ ঃ- আশহাদো আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়া আশহাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদোহু ওয়া রাসুলোহু।

অনুবাদঃ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লহার বান্দা ও রাসুল।

তৃতীয় কালেমা তামজিদ-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ- সুবহানাল্লাহে ওয়াল হামদো লিল্লাহে ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াল্লাহো আকবারো ওয়া লা হাউলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আজিম।

অনুবাদঃ- আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি সর্বাপেক্ষা মহান এবং শক্তি ও ক্ষমতাদাতা, একমাত্র তিনিই সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদাসম্পন

চতুর্থ কালেমা তাওহীদ-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহ্ দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকো ওয়া লাহুল হামদো ইয়োহ্-য়ি ওয়া ইয়োমিতো ওয়া হুয়া হাইয়্যুল লা ইয়ামুতো বে ইয়াদোহিল খাইরো ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর।

অনুবাদ:- আল্লাহ্ ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই, তাঁহার যাতের মধ্যে কেউ শরিক নেই, সকল রাজত্ব তাঁরই। সমস্ত প্রশংসার অধিকারী তিনিই। তিনি জীবিত ও মৃত্যু ঘটান। তিনি চিরঞ্জীব। অর্থাৎ কখনও মৃত্যু মুখে পতিত হবেন না। তাঁরই হাতে মঙ্গল রয়েছে। তিনি সব বস্তুর উপরে ক্ষমতাবান।

ইমানে মুফাস্-সাল্

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَ مَلَآئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ

خَيْرِهٖ وَ شَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

উচ্চারণঃ- আমানতো বিল্লাহি ওয়া মালায়িকাতিহিওয়াকুতুবিহি ওয়া রুসুলিহী ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি ওয়াল কাদ্‌রি খায়রিহী ওয়াশার্‌রিহী মিনাল্লাহী তায়ালা ওয়াল বাসিবাদাল মাউত।

অনুবাদ ঃ- আমি ইমান আনলাম আল্লাহোর উপর, তাঁর ফেরেস্তাকুলের উপর, তার কিতাবাদির উপর, তাঁর রসুলগণের উপর, কেয়ামত দিবসের উপর, তক্‌দিরের উপর-যার ভালো-মন্দ আল্লাহ্‌র তায়ালার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, আর মৃতুর পর পুণরুত্থানের উপর।

ইমানে মোজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَ صِفَاتِهٖ وَ قَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَ اَرْكَانِهٖ

اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ

উচ্চারণ ঃ- আমান্‌তু বিল্লাহি কামা হুয়া বি-আস্‌মা ইহি ওয়া সিফাতিহী ওয়া কাবিলতু জামিয়া আহ্‌কামিহী। ইকরারুন বিল্‌লিসান ওয়া তাসদিকুন বিল কাল্‌ব।

আনুবাদ ঃ- আমি আল্লাহ্‌র উপর ইমান আনলাম, যেভাবে তিনি নিজের নাম সমূহ ও আপন গুণাবলীর সাথে আছেন এবং আমি তাঁর সমস্ত বিধি-বিধানকে মৌখিক স্বীকৃতি সহকারে ও আন্তরের সত্যায়নের মাধ্যমে মেনে নিলাম।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অযিফাসমূহ ঃ

ফজর নামাযের পর- **" ইয়া আজিজু, ইয়া আল্লাহ্"** - একশতবার।
জোহর নামাযের পর- **"ইয়া কারীমু, ইয়া আল্লাহ"** - একশতবার।
আসরের নামাযের পর - **" ইয়া জাব্বারু, ইয়া আল্লাহ্"** - একশতবার।
মাগরিব নামাযের পর - **" ইয়া সাত্তারু, ইয়া আল্লাহ্"** - একশতবার।
এশার নামাযের পর - **" ইয়া গাফ্‌ফারু, ইয়া আল্লাহ্"** - একশতবার।
এবং প্রত্যেক ফরয্ নামাযের পর - **" ইয়া বাসিতু"** - ৭২ বার। এবং **আস্‌তাগ্ ফিরুল্লাহ** ৩ বার, **কালেমায়ে তামজিদ**-৩ বার, **ইয়া হাইয়্য ইয়া কাইয়ূম বি-রাহ্‌মাতিকা আস্‌তাগিজ**- ৩ বার, **লা হাউলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ** - ৩ বার, **আয়াতুল কুরশি** - ৩ বার, **দরুদ শারীফ** ১১ বার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ক্বোরান এবং সুন্নাত পালন করার নির্দশে (হুকুম)

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

(ওয়া আকমালতো-লাকুম দিনাকুমঃ । আল-মায়েদা, আয়াত- ৩)

অর্থ- আল্লহ পাক বলেন, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম।

এই পবিত্র আয়াত শারিফ ১০ হিজরীর, জীলহজ্ব মাসে আরাফাতের ময়দানে নাজীল (অবতীর্ণ) হয়। আয়াতটি অবতীর্ন হওয়ার তিনমাস পরেই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম পরিপুর্ণ দ্বীন অর্থাৎ সম্পুর্ণভাবে -উম্মোতের উপর ভার দিয়ে বন্ধুর সঙ্গে মিলনের উদ্দ্যেশে পরপারে পারি দেন এবং উম্মতগনকেই উপদেশ দেন-

'তারাকতো ফিকুম আমরাইন লান তাদেল্লু মাতামাসসাকুতম বেহীমা কিতাবুল্লাহ লাহী ওয়া সুন্নাতো রাসুলেহি (মোয়াত্তা ইমামমালেক)

হুযুর আকদাশ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম নির্দেশ করলেন আমি তোমাদের এমন দুটি জিনিষ প্রদান করে যাচ্ছি- যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা তাকে দৃঢ় ভাবে আকঁড়ে ধরে রাখবে-ততক্ষন তোমরা বিপদগামি হবে না -এক হল পবিত্র কোরাআন-মাযীদ, দ্বিতীয় হল হাদিস শারিফ।

সাহিহ বোখারি শারিফের মধ্যে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ''কুল্লু উম্মাতি ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা ইল্লা মান আবা কিলা-ওয়া মান আবা-ইয়ারাসুলুল্লা কালা মান আতাআনি দাখালাল জান্না ওয়া মান আসানি ফাকাদ আবা'' (বোখারি শরিফ)।

অর্থ- আমার সমস্ত উম্মাত জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু যে ব্যাক্তি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। জনৈক ব্যাক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম ! কে সেই ব্যাক্তি যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। হুযুর আকদাশ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম নির্দেশ করলেন, যে আমার অনুসরন করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল। আর যে নাফারমানি করল সে মুখ ফিরিয়ে নিল । হুযুর সাল্লাল্লাহো

আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশের অর্থ হল এটাই যে, হাদিশ এবং সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ব্যাক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার হকদার নয়।

সুতরাং দ্বীনী ইসলামীদের প্রত্যেকটি কাজে হুযুর আকদাশ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের দিকে দৃষ্টি রেখে তার উপর যেন আমল করে। ইনশাল্লাহ্ জান্নাত (বেহেশত) হাসিল হবে।

তাক্বলীদের উপর আস্থাশীল

ক্বোরানের আলোকে ত্বাকলীদ সম্পর্কে আলোচনা ।

সুরা লোকমান- وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ অত্তাবি সবীলা মান আনা-বা এলাইয়্যা আয়াত নং- ১৫ আয়াত।

অর্থ- তুমি পথ অনুসরন করো যে আমার পথ অনুসরন করেছে। যারা বিশেষ করে মুক্বাল্লেদীন (অনুসরন কারী) আহানফ- (ইমাম আজাম আবু হানিফাকে অনুসরন কারী এবং সমস্ত হানফি মতে অনুসরন কারিদের একত্রিত নাম হল আহানফ)- হানাফি মযহাব অনুসারিদের অনুকরন করা অপরিহার্য।

যারা অনুসরন করা থেকে বিরত দল তারা উক্ত আয়াতের মর্ম ও অর্থ বিস্তারিত ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ তায়ালা মানব জাতীকে সৃষ্টি করেছেন অনুসরন কারী হিসাবে। মানুষ স্বভাবতই একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল এক মানুষ আর এক মানুষের দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হয়। যে কোন মানুষকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয় আর নাহলে সে অচল আর এটাই হল আল্লাহ পাকের অন্যতম সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ।

দশম হিজরীতে আকবর বাদশাহ মানুষের মধ্যে কিছু মাসুম বাচ্চাদের কয়েক বছরের জন্য সমাজের বাইরে রেখেছিল। তাদেরকে যখন সমাজের মধ্যে নিয়ে আসা হল-তখন তাদের কথা-বার্তা, চাল-চলন, চরিত্র মনে হত পশুদের মতো, কারন তারা দীর্ঘদীন সমাজের বাইরে ছিল। সমাজের সৃষ্টিগত শিক্ষা অনুসরন করা থেকে অনেক দূরে ছিল। শিক্ষার সাফল্য থেকে বঞ্চিত ছিল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুরা তওবার মধ্যে ১১৯ আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ইয়াআইয়োহাল্লাজিনা আমানুততাকুল্লাহ ওয়া কুনু মায়াস সাদেক্বীন।

অর্থ- হে ইমানদার বিশ্বাসী বান্দাগন আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অনুসরন কর (তাদের সঙ্গে থাক)। সুরা নাহল আয়াত ৪৩ এবং সুরা আম্বিয়া আয়াত ২১ এর মধ্যে- ফাস্ আলু আহলাংয-যিকরে ইনকুন্তুম্ লা তা লামুন। অর্থ- জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের না জানা থাকে ।

''সুরা নিসা আয়াত নং ৫৯- ইয়া আইয়ো হাল্লাযিনা আমানু আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসুলা ওয়া উলুল আমরি মিন কুনতুম ।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

অর্থ- হে ইমানদার গন, নির্দেষ মান্য করো আল্লাহর এবং নির্দেষ মান্য করো রাসূলের এবং তাদেরই, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতাই অধিষ্ঠিত। সুক্ষ তত্ব- উলুল আমর এর ব্যাখ্যায় তাফসীর মারেফুল কোরানে এই আয়াত থেকে চিন্তা করলে এটা সহজেই অনুমেয় যে তাক্বলিদ বা অপরের কথা ও কাজকে অনুসরণ ছাড়া কোন উপাই নেই। মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই এভাবে মানুষ একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রেখে চলেছে। বাস্তবে মানুষের বুদ্ধিগত উন্নয়নের মুল সুত্রই হচ্ছে এই অনুসরন ও অনুকরন। আর এই বিশ্বাষ ও অনুসরন ও অনুকরনের নাম হচ্ছে তাক্বলীদ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সৈন্যদেরকে বিনা দিধায় কামান্ডরের নির্দেশ মানা, সরকারের বিভিন্ন সংস্থার কর্মবার্তাকে সরকারের নির্দেষ মান্য করা। এক কথাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরন ছাড়া কোন উপায় নেই। আমাদের মানসিক, শরীরিক, আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এই অনুসরন ও অনুকরন এর উপর নির্ভরশীল। অতএব সময় থাকতে সর্বাঙ্গ কোন একজন ইমামের তাকলীদ করতেই হবে।

বিঃদ্রঃ- নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লম ও তিনার সাহাবাকেরাম গনের রাস্তা হল মাযহাবে আহালে সুন্নাত ওয়াল জামাত।

শত শহিদের সওয়াব (পুন্য)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, 'মান তামাসসাকা বেসুন্নাতি ঈনদা ফাসাদি উম্মাতি ফালাহু আজরু মিয়াতে শাহিদা'। (মেশকাত শারিফ)

অর্থ- আমার উম্মাতের মধ্যে কলহ ও বিবাদ ঝগরার সময় যে ব্যাক্তি আমার সুন্নাতকে মজবুত করে ধরে রেখে তার উপর আমল করবে সে একশত শহিদের সওয়াবের অধিকারি হবে । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এই নির্দেশের অর্থ হল - যখন বেদ্বীন অথবা বদ আমলের চর্চা হবে এবং আমার সুন্নাত ও হাদিসের উপর আমল হবে না অর্থাৎ ছেড়ে দিবে। এই ধরনের বেদনা দায়ক মুহুর্তে যে আমার সুন্নাত ও হাদিসেকে ছেড়ে না দিয়ে বরং তা মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরবে মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল ইজ্জাত একটি সুন্নাতের উপর এভাবে আমল করার দরূণ তাকে শত শহিদের সওয়াব (পুন্য) দান করিবেন।

বেহেশতে হুজুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গী-

তিরমিযি শরিফের মধ্যে বর্ণিত আছে হযরত আনাশ রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ননা করেন যে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন 'মান আহাব্বা সুন্নাতি ফাকাদ আহাব্বানি ওয়া মান আহাব্বানি মা-ইয়া ফিল জান্নাতে' (তিরমিযি শারিফ)

অর্থ- যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসবে অর্থৎ আমার সুন্নাতের উপর আমল করবে, ঐ ব্যাক্তি আমাকে ভালবাসল । যে আমাকে ভালবাসল সে আমাকে বেহেস্তের মধ্যে তার সঙ্গি হিসাবে পাবে।

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় এটাই প্রমানিত হচ্ছে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি তিনি স্বয়ং এটার প্রতিপালন করে দেখিয়েছেন, এগুলোর প্রতি আমল করা এবং এগুলোকে ভালবাসা কেয়ামাতের দিন তার সুপারিশ ওয়াজেব হবে। সুতারাং প্রতিটি মোমিন মোমেনার উচিত সে তার প্রিয় আকা মাওলা

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লামের প্রিয় সুন্নাতকে স্বীয় জীবনের থেকে যেন বেশি ভালবাসে ও আমল করে।

আন্ আবি নাজী হিন আল ইরবা জীব নে সায়ি ইআতা রাদিআল্লাহু আনহু ক্বয়ালা ওয়া আজানা রাসুল্লিল্লাহি সাল্লেল্লাহু আলাইহেওয়াসাল্লাম মাওইজাতান বালিগাসতান ওজালাত মিনহাল কুলুবু অ জারাফাৎ মিনহাল ও অয়ুনু ফাকুন্না ইয়া রাসুল্লিল্লাহি সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কা আন্নাহা মাউ ইযাতু মোওয়াদ্দোদেয়ায়ে ফা আউসেনা ক্বায়ালা উসিকুম বে তাকা ওয়াল্লাহি আসজা ওয়াজাল্লা ওয়াসসাময়ে ওয়াত তায়াতে ওয়া ইন তা আম্মারা আলাইকুম আবদুন (হাবসি ইউন) ওয়া ইন্নাহু মাই ইয়াইস মিনকুম ফসা ইয়ারাখ তেলাফান কাসিরান ফা আলাইকুম বেসুন্নাতি ওয়া সুন্নাতিল খোয়ালাফা এর এআসেদিনাল মঃহাদিইনা আদদু আলাইহা বিন নাওয়া জিযে ওয়া ইয়াকুম ওয়া মোহাদাসাতিল উমুরে ফা ইন্না কুল্লা বেদাতিন দালালাতুন (রাবাহ আবুদাউদ ওয়াৎ তিরমিযি)

অর্থ- হাযরাত আবুইনাজি এরবাদ বিন সারিয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে- যে রাসুল্লিল্লাহি সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (একবার) আমাদের খুব মুল্যবান বক্তব্য দিলেন। শুনে ভয় পেল আর চোখ ভোরে আসলো। আমরা বললাম ইয়া রাসুল্লিল্লাহি সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এইতো মনে হচ্ছে বিদায় বক্তার শেষ বক্তব্য এই বার আপনি আমাদের আদেশ প্রদান করুন। এরপর হুযুর সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন আমি আল্লাহ কে ভয় করার এবং সুন্নাতের উপর আমল (অর্থাৎ আমির বলতে আওলিয়াগন) এর কথা শোনা ও আমল করার ওসিয়োত প্রদান করছি। যদি আমার কাছে কোন গোলাম (হাবসি) তোমার উপর হাবসি গোলাম আমির (আওলিয়াগন) হয়া যায় (মনে রেখ) তোমাদের মধ্যে যে (আমার পরে) জিবীত থাকবে ঐ বিভ্রান্তি দেখতে পাবে। ব্যাস তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং হেদায়াৎ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাসেদিনের পদ্ধতিগুলিকে শক্ত করে ধরে রাখবে। এবং দাঁত দ্বারা শক্ত করে ধরবে। দ্বীনের ধর্মের মধ্যে নতুন নতুন কাজ (বিদাতে সাইয়া) চালিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচো কারণ সমস্ত বিদাত

ওখান থেকে পানি নিয়ে অন্যত্র গোসল করবে।(সাইয়া) ভুল পথে নিয়ে যায়।

উপরের হাদিস থেকে ৪ টি বিষয় বোঝাগেল যে- ১) তাকোয়া, ২) আমির (আওলিয়াগন), ৩) সুন্নাত নাবাবি, ৪) খোলাফায়ে রাশিদিন এর সুন্নাত অর্থাৎ ৪ টি খলিফার সুন্নাতকে শক্ত করে ধরে মেনে চলতে হবে। উক্ত হাদিস থেকে বোঝাযায় যে বিভ্রান্তির সময় সত্যকে জানার জন্য সুন্নাতে নাবাবি, খোলাফায়ে রাশিদিনের ও আওলিয়াগনের কাসোটির উপর পরিক্ষা করতে হবে।

হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের অসিয়ত

'ওয়া আনিল ইরবাদিবনে শারিয়্যাত কালা সাল্লাবেনা রাসুলুল্লাহে সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম যাতা ইয়াওমিন সুম্মা আকবালা বেওয়াজহেহি ফাওয়া আজানা মাও-এজাতান বানিগাতান যারাফাত মিনহাল ওইয়ুনু ওয়া ওয়াজাবাত মিনহাল কুলবো ফাকালা রাজুলুন ইয়া রাসুল্লুল্লাহে কানা হাজেহি মাও-এজাতা মুওয়াদ্দেইন ফাআও-শিনা ফাকালা উসিকুম বেতাক ওয়াল্লাহে ওয়াস শামরে ওয়াতে তাআতে ওয়া ইন কানা আবদান হাবশয়ান ফাইন্নাহু মান ইয়ায়েসু মিনকুম বা-আদি ফাসাইরা এখতেলাফান কাশিরান ফা-আলাইকুম বেসুন্নাতি ওয়া সুন্নাতিল খোলাফায়ে-র-রাশেদিনাল মাহদিয়্যিনা তামাসসাকুবেহা ওয়া আদ্দু আলাইহা বিননাওয়াযেজে ওয়া ইয়্যাকুম ওয়া মুহদাসাতিল ওমুরে ফাইন্না কুল্লা মুহদাসাতিন বিদআতুন ওয়া কুল্লা বিদআতিন দালালাহ।(আবুদাউদ-তিরমিজি)

অর্থ'- ইরবাদ বিন সারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ননা করেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম একদিন নামাজ পড়ানোর পর পরই হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের দিকে তাকালেন এবং মুল্যবান বক্তব্য রাখলেন। বক্তব্য শুনে আমাদের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে গেল। অন্তরটা কেঁপে উঠল।

এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল-এ বক্তব্যটি এমন মনে হয় যে, এটাই শেষ বক্তব্য। অতএব, আমাদের অসিয়ত করুন- আকা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

অসিয়ত করছি যে, সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে এবং তোমাদের চেয়ে বড়দের কথা শুনবে এবং মানবে। যদি সে হাবসি গোলাম হয় তবুও তার নির্দশে মানবে। আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তাদের মধ্যে কঠিন মতভেদ দেখা দিবে - ঐ সময় তোমরা আমার সুন্নাত মজবুত করে ধরবে ও খোলাফায়ে রাশেদীনগণের অনুসরন অবশ্যই করবে। দাঁত দিয়ে যেমন কোন জিনিস মজবুত করে ধরা যায় তদ্রুপ আমার সুন্নাতকে তোমরা ঐ ভাবে ধরে রাখবে। নতুন নতুন কাজ থেকে বিরত থাকবে। কারন সমস্ত রকমের নতুন কাজ বেদাআত খারাপ ও গুমরাহি (পথভ্রষ্ট)। **(আবুদাউদ ও তিরমিজি)**

প্রিয় ইসলামি ভাই আকা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর এতায়াত করা, পায়রবি করা, অনুসরন করা এবং হুকুমে এলাহির পাবান্দি করা । যেমন আল্লাহ পাক হুকুম করেছেন- মাই ইয়োতির রাসুলা ফাকাদ আতাআল্লাহ, আল্লাহ্ তায়ালার হেদায়াত করার ফর্মুলা এইভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে লাভ করা যায়।

পানির হুকুম

নামাজ আদায় করার জন্য ওজু একান্ত জরুরী অর্থাৎ- বিনা ওজুতে নামাজ কবুল হয়না অতএব, ওজুর জন্য পানি পাক পবিত্র হওয়া দরকার এটাই শর্ত রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম পাক পবিত্র পানির পরিচয় এই ভাবে দিয়েছেন ইন্নাল মা-আ তহুরুন ইয়োনাজ্জেসত্ত্ব শাইউন' (তিরমিজি শারিফ)। নাপাক পানির মিশ্রনে যদি পানি থেকে বাদবু বা দুর্গন্ধ হয় তার স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায় রং যদি রুপান্তরিত হয়, তাহলে ঐ পানি নাপাক (অপবিত্র) হয়ে যায়। সমুদ্রের পানির ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন ''হুয়াত তহুরো মাউহু ওয়াল হিল্লো মাইসাতহু (নেসয়ী তিরমিযি) অর্থাৎ দরিয়া ও সমুদ্রের পানি পাক পবিত্র এবং তার মধ্যে মৃত জীব অর্থাৎ মাছ হালাল। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপবিত্রের ব্যাপারে বলেছেন, এ রকমের জমা হওয়া পানির মধ্যে গোসল করবে না **(মুসলিম শারিফ)**

তাহারাতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

তাহারাতের তাৎপর্য ও গুরুত্বঃ- **''তাহারাত''** হল আরবী শব্দ । এর আভিধানিক অর্থ হল পবিত্রতা। শরীয়াতের পরিভাষায় শরীরের বিশেষ অঙ্গসমুহ বিশেষ পদ্ধতিতে ধৌত করাকে তাহারাত বলা হয়। ভিন্ন মতে নাপাকি ও হাদাস দূর করাকে **''তাহারাত''** বলা হয়। ইসলামে তাহারাতের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম যদিও এমন এক দেশে প্রথম প্রকাশ পেয়েছে যেখানে পানির ব্যাবস্থা ছিল খুবই কম। তবুও ইসলাম বিশেষ অবস্থায় গোসল করাকে ফরজ সাব্যস্ত করেছে। স্বামী স্ত্রীর মিলনের পর উভয়ে যতক্ষন পর্যন্ত গোসল না করবে ততক্ষন পর্যন্ত অপবিত্র থাকবে ও নামায পড়তে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছে- **'' ওয়া ইন কুনতুম যুনুবান ফাত্তাহারু''** অর্থাৎ যদি তোমরা অপবিত্র হয়ে যাও তবে বিশেষ ভাবে পবিত্র হবে। (সূরা মায়েদা আয়াত ৬) নামায আদায় এর জন্য পরিধেয় বস্ত্র পাক হওয়া আবশ্যিক । ইসলামি শারিয়াত পবিত্রতাকে অপরিহার্য করেছে। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেছে -'' **ওয়াসায়া বাকা ফাত্তাঃ হারু''** অর্থাৎ তোমরা নিজের কাপড় পরিষ্কার রাখো। এই নির্দেশাবলি থেকে জানা যায় যে, ইসলামে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এমনকি একে ইমানের অর্ধেক বলা হয়েছে। রাসুল্লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন **''আত্তাহা রাতো নিশফুল ইমান''** অর্থাৎ পবিত্রতা ইমানের অর্ধাংশ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহারাতের উপকারিতা ও ফজিলত

তাহারাতে উপকারিতা অনেক। হযরতে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন, পবিত্রতার বদৌলতে মানুষ মহান মর্যাদার অধিকারী হয় । মানুষের অন্তরাত্মা পশুত্বের প্রভাবমুক্ত হয়ে ঈমানী আলোর উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এতে বান্দার গুনাহ্ মাফ হয়। আল্লাহ্র সন্তুষ্ঠি লাভ হয়। পবিত্রতা মানুষকে শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখে এবং কবরের আযাব থেকে রক্ষা করে। এতে শরীর ও মন সজীব রাখে। হৃদয়ে প্রফুল্লতা হাসিল হয়। ইবাদাতের স্বাদ অনুভূত হয়।

হাদীস শারীফে তাহারাতের অনেক ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : **''সালাতের চাবি হল তাহারাত''।**

তাহারাতের প্রকারভেদ ঃ-

তাহারাত দুই প্রকার।

১) তাহারাতে বাদানী ঃ- নিজের শরীরকে পানি দ্বারা পবিত্র করা। তাহারাতে বাদানী আবার দুই প্রকারের হয়, যথা- তাহারাতে কুবরা এবং তাহারাতে সুগ্রা। তাহারাতে কুবরা হল- নাপাকী অবস্থা হতে পবিত্র হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট নিয়মে গোসল করার নাম। যেমন- স্ত্রী সম্ভোগ, স্বপ্নদোষ ইত্যাদি। তাহারাতে সুগ্রা হল- যে সমস্ত অপবিত্র অবস্থা হতে শুধু ওজু করার মাধ্যমে পবিত্রতা হাসিল করা বলা যায়। যেমন- প্রস্রাব-পায়খানা, বায়ূ নির্গত হওয়া ইত্যাদি।

২) তাহারাতে রুহানী ঃ- সমস্ত গুণাহ্ থেকে তওবা করা . (অনুশোচনা করা)।

নাজাসাত ও এর প্রকারভেদ

''নাজাসাত'' এর অর্থ অপবিত্রতা । পবিত্রতার বিপরীত । মানুষ বা জীব জন্তুর শরীর থেকে যে ময়লা বা নাপাক বস্তু বের হয় , একে শরীয়তের পরিভাষায় নাজাসাত বলা হয়।

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দীসে দেহলভী রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু বলেন , নাজাসাত বলতে এমন বস্তুকে বোঝায় যাকে সুস্থ প্রকৃতির মানুষ অপবিত্র মনে করে তা পরিহার করে এবং কাপড়ে লাগলে ধুয়ে ফেলে । যেমন - মল-মূত্র, রক্ত ইত্যাদি।

নাজাসাত ২প্রকার নাজাসাতের হাকীকী ও নাজাসাতের হুকমী।

১) নাজাসাতে হাকীকী - নাপাকীর এমন এক অবস্থা যা দেখা যায় এবং যা সাধারণত মানুষের মনে ঘৃনার উদ্রেক করে এবং যে সব নাপাকী থেকে মানুষ নিজের শরীর, জামা কাপড় ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিস পত্রের থেকে রক্ষা করতে চায়। যেমন - মল, মূত্র, মদ, বীর্য, রক্ত ইত্যাদি।

২) নাজাসাতে হুকমী - নাপাকী এমন এক অবস্থা যা দৃশ্যমান নয় । বরং শরীয়তের মাধ্যমে তা জানা যায় । যেমন ওজু হীন অবস্থায় থাকা, গোসলের প্রয়োজন হওয়া। নাজাসাতের হুকমীকে হাদাসও বলা হয়। উল্লেখ্য যে, উভয় প্রকারের নাপাকী হতে শরীর পাক থাকা অব্যশ্যক।

নাজাসাতের হাকীকী আবার দুই প্রকার, নাজাসাতের গালীযা এবং নাজাসাতে খাফীফা।

নাজাসাতে গালীযা- মানুষের মল-মূল, রক্ত, মুখভর্তি বমি, বীর্য, মদ, হারাম পশুর পেশাব পায়খানা ও দুধ, শূকরের গোশ্ত, পশম, হাড়সহ সবকিছু, হালাল পশুর পায়খানা এবং হাঁস, মুরগী, পনকৌড়ি ও তিতিরের পায়খানা, পশুর রক্ত। ক্ষতস্থান থেকে নির্গত পুঁজ অথবা অন্য কোন তরল পদার্থ ইত্যাদি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তরল নাজাসাতে গালীযা শরীর বা কাপড়ে লাগলে তা এর দিরহাম তথা হাতের তালুর পরিমাণ মাফ। বর্ণিত পরিমাণের অতিরিক্ত হলে উভয় ক্ষেত্রেই তা ধৌত করা ব্যতিরেকে পাক হবে না।

নাজাসাতে খাফীফা : নাজাসাতে খাফীফা নাজাসাতে গালীযার তুলনায় হাল্কা ও লঘু। নাজাসাতে খাফীফা যে স্থানে লাগে তার এক চতুর্থাংশ পরিমান হলে তা মাফ। কাপড়ের যে স্থানে নাপাকী লাগে তার এক চতুর্থাংশ যেমন কাপড়ের আঁচল, জামার হাত, ইত্যাদি অথবা শরীরের যে স্থানে নাপাকী লাগে তার এক চতুর্থাংশ যেমন হাত পা ইত্যাদি।

গরু-মহিষ ইত্যাদি পশুর পেশাব, কাক, চিল ইত্যাদি হারাম পাখির মল, হালাল পাখির পায়খানা যদি দুর্গন্ধযুক্ত হয়।
নাগাসাতের হুকমী- নাজাসাতে হুকমী দুই প্রকার , হাদাসে আসগার বা ছোট নাপাকী ও হাদাসে আকবার বা বড় নাপাকী।

হাদাসে আসগার বলতে ঐ সব অবস্থাকে বুঝায় যার করনে ওজু থাকে না।

হাদাসে আসগারের হুকুম- হাদাসে আসগার থেকে পবিত্র হতে হলে ওজু করতে হবে । পানি পাওয়া না গেলে অথবা পানি ব্যবহার ক্ষতিকারক হলে তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্র হওয়া যায়। উক্ত হাদাস অবস্থায় নামায আদায় করা যাবেনা। কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। তবে বিনা ওযুতে অর্থাৎ হাদাসে আসগার অবস্থায় মৌখিক ভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা যায়।

হাদাসে আকবারের হুকুম- হাদাসে আকবার বলতে ঐ সব অবস্থা বোঝায় যার কারনে গোসল ফরয হয়। এ হাদাস থেকে পবিত্র হতে হলে গোসল করতে হয়। গোসল করা সম্ভব না হলে তায়াম্মুম দ্বারাও পাক হওয়া যায়। হাদাসে আকবার অবস্থায় নামায আদায় করা যাবে না। কুরআন স্পর্শ করা যাবে না।

এমনকি মৌখিক কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে না ও মসজিদে প্রবেশ করাও যাবে না।

নাজাসাতে হাকিকী থেকে পবিত্র করার পদ্ধতি- ধাতু নির্মিত বস্তু যেমন তলোয়ার, ছুরি, চাকু, সোনা, রূপা, তামা, পিতল, কাঁচ, আয়না, চিনামাটি ইত্যাদি যা নাজাসাতে শোষণ করতে পারে না; নাপাক হয়ে গেলে মাটি দিয়ে ঘষে মেজে নিলে তা পবিত্র হয়ে যাবে। এমন ভাবে ঘষে মেজে বা মুছে নিতে হবে যেন নাজাসাতের কোন চিহ্ন বা গন্ধ না থাকে। উপরিউক্ত জিনিসগুলি নক্শাখচিত হলে সে ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য নয় এসব জিনিসপত্রে যদি নাক্সাখচিত হয় যেমন অলংকার অথবা নাক্শী থালাবাটি, তাহলে তা পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। শুধু ঘষলে অথবা ভিজা কাপড় দিয়ে মুছে ফেললে পবিত্র হবে না। ধাতু নির্মিত থালাবাটি অথবা অন্যান্য জিনিস পত্র যেমন - চাকু, ছুরি, চিমটা, মাটি, প্রভৃতি আগুনে দিলে পাক হয়ে যায়।

চাটাই, চৌকি, টুল, বেঞ্চ এ ধরনের জিনিসের উপর ঘন বা তরল নাগাসাত লেগে গেলে শুধু মুছে ফেললে পবিত্র হবে না, পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

পানির প্রকারভেদ ও এর হুকুম

পানি স্বভাবত পবিত্র। কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন, **''ওয়া আন যালনা মিনাশ সামায়ি মা আন তাহুরা''** অর্থ আমি আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি (সূরা ফুরকান ২৫ আয়াত ৪৮) তাই যতক্ষন পর্যন্ত পানি নাপাক হওয়ার প্রমান না পাওয়া যাবে ততক্ষন পর্যন্ত তা পবিত্র বলে গন্য হবে। পবিত্রতা অর্জনের দিক থেকে পানি ৫ প্রকার-

১) তাহির ঃ- এমন পানি যা নিজে পাক ও অন্য বস্তুকেও পাক-পবিত্র করে এবং যার দ্বারা ওযু, গোসল, করা

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাকরুহ্ নয়, যেমন - বৃষ্টি, নদী, সমুদ্র, পুকুর, নালা ইত্যাদি সে পানি মিঠা হোক বা লোনা, শিশিরের হোক অথবা বরফের হোক।

২) মুতাহের - এমন পানি নিজে পাক ও অন্য বস্তুকে ও পাক করে তবে তার তার দ্বারা ওজু ও গোসল করা মাক্রুহ্। যেমন বিড়াল বা কোন প্রানী পানিতে মুখ লাগিয়েছে যার উচ্ছিষ্ঠ মাকরূহ।

৩) গায়রে মুতাহের- এমন পানি যা নিজে পাক তবে অন্য বস্তুকে পবিত্র করে না । এ পানি দ্বারা ওজু ও গোসল যায়েয নয়, যেমন ব্যবহৃত পানি। অর্থ যা হাদাস (নাপাকী) দূর করার জন্য বা আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে ,শরীর হতে পৃথক হোয়ার মাত্রই পানি ব্যাবহৃত হয়ে যায়। সুতরাং এমন পানি দিয়ে ওজু ও গোসল যায়েজ হবে না। তবে এমন পানি শরীর বা কাপড়ে লাগলে তা নাপাক হবে না।

৪) নাপাকি পানি- যেমন প্রবহমান পানিতে নাপাকী পড়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি করলো যে , পানি রং, গন্ধ এবং স্বাদ বদলে দিলে, বা আবদ্ধ অনেক পানি কিন্তু নাপাকী পড়ার কারনে সবদিকের পানির রং , গন্ধ এবং স্বাদ বদলে গেছে অথবা অল্প আবদ্ধ পানি তাতে যদি সামান্য নাজাহাত পড়ে এবং তার দ্বারা পানির রং, গন্ধ এবং স্বাদে কোন পরিবর্তন না আসে তথাপি সেসব পানি দিয়ে ওজু ও গোসল জায়িয হবে না এবং তা দিয়ে কোন নাপাক বস্তু পবিত্র করা যাবে না।

৫) মাশকূক পানি ঃ- এমন পানি যা দিয়ে ওজু -গোসল যায়েজ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ থাকে । যেমন - যে পানিতে গাধা বা খচ্চর মুখ দিয়েছে , সে পানির হুকুম এইযে, এ পানি নিয়ে ওজু করার পর তায়াম্মুমও করতে হবে। উল্লেখ্য যে

ঝুটা বা উচ্ছিষ্ট এবং ঘামের হুকুম ৪ প্রকারঃ-

১) পাক- যেমন মানুষ ও হালাল পশুর উচ্ছিষ্ট।

২) মাকরূহ- যেমন বিড়ালের উচ্ছিষ্ঠ।

৩) নাপাক- যেমন শূকর ও অন্যান্য হারাম পশুর উচ্ছিষ্ট।

৪) মাশকূক- যেমন গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট।

পানির সাথে যদি কোন পবিত্র জিনিস মিশে যায় এবং তা দ্বারা পানির রং, ঘ্রাণ অথবা স্বাদ বদলে যায়, যেমন স্রোতের পানির সাথে বালু মিশে গেলে অথবা জাফরান বা সাবান পড়ে পানিতেতার কিছুটা রং এসে গেলে অথবা এ ধরনের আরো কোন পবিত্র জিনিস পড়ে গেলে , এসব অবস্থায় পানি পবিত্র থাকবে এবং তরল থাকার শর্তে তা দিয়ে উযূ ও গোসল জায়িয হবে। আর যদি আগুন দিয়ে পবিত্র পানিকে জ্বাল দেওয়ার পর পানির গুনাবলী পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে এ পানি দ্বারা উযূ ও গোসল জায়িয হবে না।

স্রোতের পানিতে যদি অপবিত্র জিনিস মিশে যায় এবং তা দ্বারা পানির রং, ঘ্রাণ অথবা স্বাদ না বদলে যায় তা দিয়ে তাহারাত হাসিল করা জায়িয।

বড় পুকুর যার একদিকে পানি নাড়া দিলে অন্য দিকে নড়ে না , এধরনের পুকুরের একদিকে নাপাকী পড়লে অন্যদিক দিয়ে তাহারাত হাসিল করা জায়েয।

যে জীবের দেহ প্রবহমান রক্ত না থাকে যেমন মাছি, মশা, ভোমর, বিচ্ছু প্রভৃতি তা পানিতে পড়ে. মরে গেলে অথবা মরে যাওয়ার পর পানিতে পড়লে সে পানি পবিত্র থাকে এবং তা দিয়ে উযূ ও গোসল জায়িয।

পানিতে বসবাসকারী জীব যদি পানিতে মরে, যেমন মাছ, কাকড়া, ব্যাঙ ইত্যাদি তাহলে পানি পবিত্র থাকবে।

যে পানি গাছ বা ফল-ফলাদি থেকে বেরহয় যেমন আখের রস, ফলের রস, ডাবের পানি ইত্যাদি দ্বারা ওযূ ও গোসল জায়িয

pdf By Syed Mostafa Sakib

নেই।

পবিত্র পানিতে ব্যাবহৃত পানি মিশে গেলে এবং ব্যবহৃত পানি পরিমাণে বেশি হলে সমস্ত পানি ব্যাবহৃত পানি বলে গন্য হবে এবং তা দিয়ে ওজু ও গোসল জায়িয হবে না।

যে জীবের দেহে প্রবহমান রক্ত থাকে এমন জীব যদি অল্প পানিতে পড়ে মরে যায় অথবা মরে যাওয়ার পর পানিতে পড়ে সে পানি অপবিত্র হয়ে যাবে তা দিয়ে ওজু ও গোসল করা যাবে না।

ইস্‌তিন্‌জার বিবরণ (পেশাব-পায়খানার বিবরণ)

পেশাব-পায়খানার পর পবিত্রতা অর্জনকে **'ইস্‌তিন্‌জা'** বলা হয়। শরীআতে ইস্‌তিন্‌জার উপর বিশেষ তাকীদ প্রদান করা হয়েছে । ইস্‌তিন্‌জায় অবহেলা করাকে বড় গুনাহ্ এবং কবরে আযাবের কারণে বলে হাদীসে শরীফে উল্লেখ রয়েছে।

হযরত ইবনে্ আব্বাস রাদিআল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় : বললেন এ দুজন মুর্দার উপর আযব হচ্ছে, কোন কঠিন কারনের জন্য নয়। এদের মধ্যে একজন পেশাবের পর ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করতো না (হাদীসের শেষ পর্যন্ত)

পেশাব-পায়খানার পর আবশ্যকমত মাটির ঢিলা , নেকড়া, টুয়লেট পেপার ইত্যাদি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা সুন্নাত। শুধু পানি দিয়েও পবিত্রতা অর্জন করা যায়। পানি না পেলে ঢিলা দিয়েও ইস্‌তিনজা করা ও জায়িয আছে ।

মলদ্বার বা প্রশ্রাবদ্বার ভালোভাবে পরিষ্কার করা সুন্নাত । অবশ্য ৩টি বা ৫টি প্রয়োজনে ৭টি অর্থাৎ বেজোড় সংখ্যাক ঢিলা ব্যবহার করা মুস্তাহাব

পেশাব করতে বসার সময় হাঁটুর উপরের কাপড় খুলে বসা উচিত নয়। পেশাব করার সময় এর ছিটা যাতে কাপড়ে বা শরীরে না লাগে সে ব্যপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে ।

পেশাব-পায়খানার জন্য নির্ধারিত স্থানে যাওয়ার পূর্বে নিম্নে দুয়া পড়া উত্তম :

''ইন্নি ওয়াষ জাহাতু ওয়ায হিয়া লিল্লাযি ফাতারাস সামাওয়াতি''

প্রথমে বাম পা দিয়ে পেশাব-পায়খানার স্থানে প্রবেশ করবে এবং সম্ভব হলে বাম পা এর উপর ভর করে বসবে। পায়খানা ইস্‌তিনজার পর ডান পা আগে দিয়ে বের হয়ে নিম্নের দুয়াটি পড়বে : **''আলহামদু লিল্লাহিল লাযি আজহাবা আনিইল আজা ওয়া আ ফা নি''**

পেশাব-পায়খানার সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করা, কোন গর্তে পেশাব করা, ছায়াদানকারী বা ফলবান গাছের নিচে, নদী ও পুকুরের তীরে এবং লোক চলাচল পথে পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহ।''

বিনা কারন ছাড়া দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ।

প্রস্রাব ও পায়খানার আদাব

প্রস্রাব ও পায়খানায় যাবার সময়ের দোওয়াঃ- হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা বর্নানা করেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন পায়খানায় গমন করতেন তখন এই দোওয়া পাঠ করতেন- **আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজবেকা মিনাল খুবসে ওয়াল খাবায়েস** (বোখারি ও মুসলিম শারিফ) অর্থ- হে আল্লাহ আমি আশ্রয় চায়ছি তোমার কাছে দুষ্ট পুরুষ জ্বীন ও দুষ্ট নারী জ্বীন থেকে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন পায়খানায় জ্বীন ও শয়তানের আশ্রয় স্থল। কেউ যখন পায়খানায় পায়খানা করতে যাবে তখন বলবে হে আল্লাহ আমি আশ্রয় চায়ছি তোমার কাছে দুষ্ট পুরুষ জ্বীন ও দুষ্ট নারী জ্বীন থেকে। (আবু দাউদ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বুঝাগেল জ্বীন ও শয়তানের পায়খানার ঘরে হাযির হয়ে মানুষ আসার অপেক্ষায় বসে থাকে। কারন পায়খানার ঘরে মানুষ কাপড় খুলে বসে এবং আল্লাহর স্বরন থেকে উদাসিন থাকে। এই জন্য প্রতিটি মুসলমান নর নারীর উচিৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক পায়খানায় যাবার সময় দোওয়া পাঠ করা উচিৎ। পায়খানায় যাবার সময় দোওয়া পাঠ করে প্রথমে বাম পা তার পরে ডান পা রেখে প্রবেশ করবে। জঙ্গলে কিংবা ফাকা ময়দানে পায়খানা করতে বসলে কাপড় সামটে নিয়ে বসবে কাজ সেরে প্রথমে ডান পা বাড়িয়ে চলে আসবে।

পেশাব ও পায়খানায় প্রবেশের দোওয়া ঃ-

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল খুবশে অল খাবায়েশে"। "হে আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে যাবতীয় পুরুষ ও স্ত্রী শয়তানদের থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (দলিল সহিহ্ বোখারী-৬৩২২, সহিহ মুশলিম ১/২৮৩)

÷পায়খানা থেকে বের হওয়ার দোওয়াঃ- হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা বর্নানা করেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন পায়খানা ঘর থেকে বের হতেন তখন এই দোওয়া পাঠ করতেন- গুফরানাকা

অর্থ- পরওয়ার দেগার তোমার কাছে বকশিস চায়ছি। (তিরমিজি ও ইবনে মাজা) এই দোওয়াটিও পাঠ করার প্রমান আছে হাদিস পাকে হুযুর পাঠ করতেন আলহামদো লিল্লাহিল্লাযি আযহাবা আন্নিল আযা ওয়া আফানি (ইবনে মাজা) প্রশংসা মহান আল্লাহ পাকের যিনি দুর করেছেন আমার খারাপ জিনিস গুলো আর আমাকে বিপদ মুক্ত করেছেন। দুটি দোওয়ায় পাঠ করা উচিৎ।

প্রস্রাব ও পায়খানার সংক্ষিপ্ত মাসলা

১) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন যখন তুমি পায়খানা করতে যাবে তখন পশ্চিম দিকে মুখ বা পিঠ করে বসবেনা। এই হাদিস পাক থেকে ফোকাহ বিদগন বলেছেন পশ্চিম দিকে

মুখ বা পিঠ করে বসা হারাম, করলে গুনাহ হবে। (তিরমিজি শারিফ)

২) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন গোবর, হাড্ডি, কয়লা দিয়ে এস্তেনজা করা নিষেধ। (তিরমিজি শারিফ) হযরাত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে তিরমিজি ও নেসায়ি রেওয়াতে উদ্ধৃত-রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন গোবর, হাড্ডি দ্বারা কুলুপ করবেনা। কারন ওটা জ্বীনদের খোরাক। আবু দাউদ শারিফে আছে কয়লা দ্বারা কুলুপ করবে না। (বাহারে শারিয়াত)

৩) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন তোমরা দুটি অভিশপ্ত কাজ থেকে বাঁচো সাহাবায়ে কেরামগন জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওই অভিশপ্ত কাজ দুটি কী কী?

জাওয়াবে বললেন লোকেরা যে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করে সেই জায়গায় পেশাব পায়খানা করবে না। যে গাছের ছায়া আছে সেই ছায়ায় পেশাব পায়খানা করিওনা (মুসলিম ও আবু দাউদ পাতা নাং ৫)।

৪) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ডান হাত দিয়ে কুলুপ করিওনা। (বোখারি শারিফ-নাসায়ী খন্ড নং-১ পাতা নং-৯)

৫) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম তিনটি পাথর (ঢিলা) দ্বারা কুলুপ করার হুকুম (নির্দেশ) দিয়েছেন। (তিরমিজি শারিফ)

৬) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন তোমরা পায়খানা করতে যাবে এতদুরে গিয়ে বসবে যেন কেউ তোমাকে না দেখতে পায়। (আবু দাউদ শারিফ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭) আব্দুল্লাহ বিন সারজিল থেকে বর্নিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা গর্তের মধ্যে পশ্রাব করিওনা। (আবু দাউদ ও নাসায়ী শারিফ) গর্তের মধ্যে প্রস্রাব করা এই জন্য নিষেধ করেছেন যে সর্প, বিচ্ছু বা অনান্য হিংশ্র জন্তু জানোয়ার প্রস্রাব করা কালীন ক্ষতি করে দিতে পারে। গর্ত থেকে বেরিয়ে দংশন বা আক্রমন করে দিতে পারে। প্রস্রাব করার কারনে কোন প্রানীর ক্ষতিও হতে পারে। গাছের ছায়ার নীচে এই জন্য বারন করেছেন পথিক ক্লান্ত হয়ে গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে। সেই জায়গায় প্রস্রাব করলে বসার অসুবিধা হবে বা আরাম করতে পারবে না।

৮) ইমাম আহমাদ ও আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ আবু সাইদ রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ননা আছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি দুই জন লোক পায়খানা করতে যায় পায়খানা করা কালীন কাপড় খুলে বসে যদি গল্প করে আল্লাহ তায়ালা
তাদের উপর আযাব নাযেল করেন। (আবু দাউদ শারিফ)

৯) প্রস্রাব করা কালীন লজ্জাস্থানকে ডান হাত দিয়ে ধরা এবং ডান হাত দিয়ে ঢেল ব্যাবহার কারা নিষেধ করেছেন।

১০) কোন ব্যাক্তিকে যদি পেশাব পায়খানা বেগ পায় তাহলে প্রথমে পেশাব পায়খানার কাজ সেরে তার পরে নামাজ আদায় কর। (আবু দাউদ শারিফ)

১১) পেশাব পায়খানা বেগ থামিয়ে নামাজ পড়া নিষেধ কারন এতে শরীরের খারাবি হয়। শরীরের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন উভয়ের ক্ষতি এবং নামাজ মাকরুহ তাহরিমী হবে। ফেকাহ বিদগন বলেন, পেশাব পায়খানা বেগ নিয়ে নামাজ আদায় করলে নামাজ মাকরুহ তাহরিমী হবে। যে নামাজ মাকরুহ তাহরিমী হবে সেই নামাজ পুনরায় আদায় করা ওয়াজেব। (ফোতওয়া স্বামী)

প্রস্রাবের ছিটা থেকে বাঁচার নির্দেশ

সহিহ বোখারী ও সহিহ মুসলিম শরীফে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুটি কবরের পাস দিয়ে যাবার সময় বললেন এই দুটি কবর বাসির আযাব হচ্ছে কারন খুব একটা বড় নয় একজন প্রস্রাবের ছিটা থেকে বাঁচত না অন্য জন চুগোল খোর। (বাহারে শারিয়াত ২য় খন্ড ১১১ পাতা)

উক্ত হাদিসের দ্বারা বুঝা গেল, প্রস্রাবের ছিটা থেকে খুব সাবধান থাকতে হবে যেন শরীরে না লাগে। আবু মুসা রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণনা
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম একদিন এক দেওয়ালের কাছে নরম জমিতে প্রস্রাব করেন (যেন ছিঠা না পড়ে) এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ প্রস্রাব করার ইচ্ছা প্রকাশ করবে তখন তা নরম জমি দেখে তার উপরে করবে। (আবু দাউদ)।

যারা প্রস্রাবের ছিটা থেকে বাঁচার চেষ্টা করে না নিজের কাপড়কে নাপাকির হাত থেকে বাঁচায় না প্রস্রাব করার পর কুলুখহীন অবস্থায় উঠে পড়ে এবং প্রস্রাব জামা-কাপড়ে লেগে যায়, এই ভাবে যারা প্রস্রাবের ছিটা থেকে বাঁচার চেষ্টা করেনা তাদের উদ্দেশে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন প্রস্রাবের ছিটা থেকে না বাঁচার অবশ্যই গুনাহ ও আযাব হবে। প্রস্রাবের ছিটা থেকে বাঁচার জন্য কঠিন ভাবে সচেতন হতে হবে। পাক-পবিত্রতা হয়ে থাকার চেষ্টা করতে হবে অন্য হাদিসে হুজুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন পাক পবিত্রতা অর্থাৎ প্রস্রাব থেকে বা নাপাকি থাকার কারনে প্রায় কবরে আযাব হবে।

নাপাক থেকে পবিত্র হওয়ার মাসলা

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ননা করেন এক মুর্খ গাওয়ার মসজিদের মধ্যে প্রস্রাব করে দেয়, লোকেরা তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন একে ছেড়ে দিতে ও জায়গাটাকে পরিস্কার করতে বললেন, ওর প্রস্রাবের উপর জলের ধারা গড়িয়ে দাও। (বোখারি ১ম খন্ড পাতা ৩০)

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাপরে হায়েজের (রজঃশ্রাবের) রক্ত লাগলে কী করতে হবে

আসমা বিনতে আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহা বর্ণনা করেন হুজুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে এক মহিলা এসে বলেন যদি কাপড়ে রজঃশ্রাবের রক্ত লেগে যায় তাহলে কী করা যাবে? প্রত্তুরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন সাবান দিয়ে পরিস্কর করে জল দ্বারা ধৌত করে নিবে ঐ কাপড় পড়ে নামাজ পাঠ করা যাবে। (মুসলিম ও বোখারি শারিফ ১ম খন্ড পাতা নং-৪৫ অধ্যায় মজলিশ বরকত)

মনি ধোওয়ার মাসলা

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত আমি হুজুরের কাপড় ধৌত করে দিলাম এবং হুজুর ঐ কাপড় পড়েই নামায পড়ার জন্য গেলেন ধোয়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। (বোখারী ও মুসলিম শারীফ)

উম্মুল মোমেনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহা বলেছেন আমি রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলইহে ওয়া সাল্লামের কাপরের শুকনো মনি কচলিয়ে তুলে দিতাম এবং হুযুর সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলইহে ওয়া সাল্লাম ঐ কাপড় পড়েই নামাজ পাঠ করতেন। (মুসলিম শারিফ)

ব্যাখা ঃ- হানাফী মাশআলা মণি থেকে কাপড় পাক করার জন্য তিন বার পাণি দ্বারা ভালোভাবে ধৌত করতে হবে । এটা এরকম যে, প্রথম বার নাপাক কাপড়টি ভালোভাবে ধৌত করে সেটার সমস্ত জল নেংড়াতে হবে। দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয় বার অনুরূপ নিয়মে করলে সেটা পাক হবে। এভাবে তিন বার ধৌত করার পরও যদি তাতে দাগ রয়ে যায় তবুও সেটা পাক হয়ে যাবে।

দুধের বাচ্চার প্রস্রাবের মাসলা

উম্মে কায়েস রাদিয়াল্লাহ আনহা নিজের দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে (যে খাদ্য খেতে শেখে নি) সঙ্গে নিয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলইহে ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হলেন হুযুর সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলইহে ওয়া সাল্লাম সেই দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে কোলে নিলেন বাচ্চা •রাসুলে খোদা

সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলইহে ওয়া সাল্লামের কাপরের উপরে প্রস্রাব করে দিল, হুযুর সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলইহে ওয়া সাল্লাম জল আনিয়া কাপড়ের উপর ঢেলে দিলেন । এত জল বাহিয়েছেন যাতে জলের সঙ্গে প্রস্রাব বেড়িয়ে গেছে তাই দ্বিতীয়বার আর ধৌত করেন নাই। যেহেতু কাপড় পাক হয়ে গেছে ধৌত করেননি কথার অর্থ এটা নয় যে হুযুর পানি দিয়ে ধৌত করতে মানা করেছেন।

রাবিয়া বিনতে হারিস বলেছেন- হযরত হোসাইন বিন আলি রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু হুযুর সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলইহে ওয়া সাল্লামের কোলে প্রস্রাব করেছেন (তিনি তখন দুগ্ধ পোষ্য অবস্থায় ছিলেন) আমি বললাম, হুযুর সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলইহে ওয়া সাল্লাম আমি অন্য কাপড় নিয়ে আসি যেটা আপনি পরিধান করবেন আর প্রস্রাব করা কাপড়টা আমাকে দিন আমি ধৌত করব । হুযুর পাক সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলইহে ওয়া সাল্লাম বললেন মেয়েদের (বাচ্চা) প্রস্রাব করা কাপড় ধৌত করতে হবে। আর ছেলেদের (বাচ্চা) প্রস্রাব করা কাপড়ে শুধু প্রস্রাব করা স্থানটি ধৌত করলেই হবে। যেহেতু ছেলেদের প্রস্রাবের দুর্গন্ধের চেয়ে মেয়েদের প্রস্রাবের দুর্গন্ধ অতিরিক্ত। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)

এই কথাটি মেশকাত শরীফের হাদিসের মধ্যে আছে দুগ্ধ পোষ্য বাচ্চার প্রস্রাব নাপাক । যেরুপ অন্য লোকের প্রস্রাব নাপাক, যেমন মুক ভরা বমিও নাপাক।

জুতা নাপাক হওয়ার মাসলা

হযরাত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহা বলেছেন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলইহে ওয়া সাল্লাম বললেন তোমাদের মধ্যে যখন কোন লোকের পথ চলার সময় জুতায় যদি নাপাক কিছু লেগে যায় তাহলে মাটি তাকে পাক করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। অর্থাৎ মাটির (জমিনের) উপর ভাল ভাবে রগড়িয়ে নিলে জুতা পাক হয়ে যাবে।

ঘুম থেকে উঠার পর কী করনীয়

হযরাত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহো বলেছেন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলইহে ওয়া সাল্লাম বলেন- তোমরা ঘুম থেকে উঠার পর প্রথমে তিনবার হাত পরিস্কার করে নাও কারন ঘুমন্ত অবস্থায় কোথায় কোথায় হাত রেখেছে বা হাত পড়েছে সে তা জানো না। (আবু দাউদ শারিফ পাতা-১৪ অধ্যায় ফয়সল)

নোটঃ- হাতে যদি নাপাক কিছু লাগে তাহলে হাত ধৌত করা ওয়াজেব । ওজুর পাত্রতে হাত দেওয়ার আগে হাত ধৌত করা সুন্নাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কুকুরের ঝুটা

যখন তোমার কোন পাত্রে কুকুর মুখ দেয়, তাহলে বাসনে যেটা থাকে সেটা ফেলে দাও এবং বাসনটি সাতবার ধুয়ে পরিস্কার করে নাও।(নুয্হাতুল কারী,কিতাবুল ওজু)

সাবাক ঃ- উক্ত হাদিস হতে বোঝা গেলো কুকুর পাত্রে মুখ লাগালেই পাত্রটির মধ্যে যা আছে সবই নাপাক।

বিড়ালের ঝুটা

বিড়ালের ঝুটা (এঁঠো) মাকরুহ্।

মৃত জন্তুর চামড়া

হযরাত মায়মুনা রাদিয়াল্লাহ আনহা বলেছেন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, মৃত জন্তুর চামড়া আগুনের দ্বারা ঝলসালে পাক হয়ে যাবে। (আবু দাউদ)

ওজু এর সংঙ্গা

ওজু শব্দের আভিধানিক অর্থ হল স্বচ্ছতা বা পরিচ্ছন্নতা। এর পরিভাষিক অর্থ হল - পবিত্র পানি দিয়ে শরীয়তের পদ্ধতিতে হাত, মুখ, পা প্রভৃতি ধৌত করা।

নামাযের জন্য ওজু করা ফরজ বা আবশ্যিক। তাই, নামাযের পূর্বে অবশ্যই ওজু শরীয়তী পদ্ধতিতে করতে হবে। কেননা, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন -**"ইয়া আইয়ো হাল্লাযিনা আমানু ইজা কুমতুম ইলাস্-সালাতি ফাগসিলু উজুহাকুম ওয়া আয়-দি'ইয়াকুম ইলাল মালাফিকি ওয়ামসাহু বিরুউসিকুম ওয়া আরজুলাকুম ইলাল কা'বাইন।"**

অর্থঃ-''হে ইমানদারগণ ! যখন তোমরা নামাযের জন্য তৈরী হবে তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে, এর পর তোমাদের মাথা মাসেহ করবে ও পা দুটিকে গাঁট পর্যন্ত ধৌত করবে। -(আল কোরআন- মায়দাহ-৬) এ প্রসঙ্গে রাসুল পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন ''ওজু ছাড়া নামাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কবুল করেন না''-(সুনানে আবুদাউদ- ৫৯)। তাছাড়াও তিনি বলেন - ''নামাযের চাবি হল ওজু।''- (আবু-দাউদ, তিরমিযী)।

ওজুর ফজীলত

ওজু ফজীলত বা সওয়াব প্রসঙ্গে রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লম অনেক ফজীলত বর্ণনা করেছেন যা হাদীশে পাওয়া যায় যেমন। রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লম বলেন- ''কেয়ামতের দিনে আমার উম্মতকে এমন অবস্থয় ডাকা হবে যে, ওজুর প্রভাবে তাদের হাত, পা এবং মুখমন্ডল উজ্জ্বল থাকবে। তাই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে চায় সে যেন ওজু করে''- (সহীহ বুখারী- ১৩৬, সহীহ মুসলিম, আহমাদ)।

হযরত ওসমান বিন আফফান রাদিআল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লম বলেন- যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ ভাবে ওজু করল তার শরীর থেকে গুনাহ্ সমূহ ঝড়ে যায় অথবা তার নখের তলা থেকে গুনাহ্ বের হয়ে যায়। (সহিহ মুসলিম শরীফ হাদিশ ২৩২)

যখন কোন মুসলিম ওজু করে, যখন সে তার দু'হাত ধোয়, তার দু'হাত যে খারাপ আমল করেছে তা মিটিয়ে দেখা হয়। যখন সে চেহারা ধোয়, তার দুচোখ দেখারা দ্বারা যে পাপ হয়েছে তা মিটিয়ে দেওয়া হয়। যখন সে মাথা মাসাহ্ করে, তার দু'কান শোনার দ্বারা যে পাপ করেছে তা মিটিয়ে দেওয়া হয়। এরপর যখন সে দু'পা ধোয় , তার দু'পা চলার দ্বারা যে পাপ হয়েছে তা মিটিয়ে দেওয়া হয়। এরপর যখন সে নামাযে দাঁড়ায় (তার অন্যান্য কোন গুনাহ না থাকলে) তা অতিরিক্ত সোয়াব হিসেবে গন্য হয়। (আততারগীব ১ম খন্ড ১৫৫ পৃ)

ওজুর ফরজ

ওজুর ফরজ চারটি।

১। আঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে কুনইসহ দুই হস্ত ভালোরূপে ধৌত করা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২। কপালের উপরিভাগে চুলের উৎপত্তিস্থল হইতে থুতনির নিম্নদেশ এবং এক কর্ণমূল হইতে অপর কর্ণমূল পর্যন্ত মুখোমন্ডল ধৌত করা।

৩। মস্তকের এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা, অর্থাৎ মুছিয়া লওয়া।

৪। দুই পায়ের গিরার উপরিভাগ হইতে নিম্নের সমস্ত অংশটুকু উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলা।

যাহার দাড়ি ঘন, তাহার দাঁড়ির এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরজ। পাতলা দাড়ি হইলে ফরজ নহে। ওজুর নির্দিষ্ট স্থানগুলি একবার ধৌত করা ফরজ এবং অবশিষ্ট দুইবার ধৌত করা সুন্নত।

ওজু করার সময়ের সুন্নতসমূহ

১) ওজুর নিয়ত করা। যেমন, *আমি নামাজের জন্য যথোপযুক্ত পাক পবিত্র হওয়ার উদ্দেশ্যে ওজু করছি*।

২) ***বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম*** বলে ওজু আরম্ভ করা। কোনো কোনো বর্ণনায় ওজুর বিসমিল্লাহ এভাবে বর্ণিত আছে-

উচ্চারন ঃ বিসমিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীমি হামদু লিল্লাহি আ*লা দীনিল ইসলাম।

৩) দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা।

৪) উত্তম রূপে মেসওয়াক করা।

৫) যদি মেসওয়াক না থাকে তবে আঙ্গুল দিয়ে দাঁত মাজা।

৬) তিনবার কুলি করা।

৭) তিনবার নাক পরিস্কার করা।

৮) প্রত্যেক অঙ্গকে তিনবার করে ধৌত করা।

৯) মুখমন্ডল ধৌত করার সময় দাড়ি খিলাল করা।

১০) হাত পা ধৌত করার সময় হাত ও পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা।

১১) একবার সমস্ত মাথা মাসেহ করা অথবা মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করা।

১২) মাথা মাসেহ করার সাথে সাথে কর্ণদ্বয় মাসেহ করা, ওজুর

অঙ্গসমূহ ধৌত করা, অন্য অঙ্গ শুকাবার পূর্বে পরবর্তী অঙ্গ ধৌত করা তাজীমের সাথে ওজু করা, প্রথমে ডান দিক থেকে ওজুর অঙ্গ ধৌত করা।

১৩) ঘর থেকে ওজু করে নামাজের জন্য বের হওয়া। (বুখারী)

১৪) কামেল তরীকায় ওজু করা। (পরিপূর্ণ সুন্নত তরীকায় ওজু করাই কামেল তারীক্বা) (মুসলিম)

১৫) যখন শীত বা ঠান্ডা ইত্যাদির কারনে ওজু করতে মন চায়না তখনও সুন্দর ভাবে ওজু করা। (তিরমিযী)

১৬) ওজু করার পর কালিমা শাহাদাত পাঠ করা। উচ্চারন ঃ আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

১৭) যে সময় ওজু করতে মন না চায় সে সময়েও খুব উত্তমরূপে ওজু করা।

১৮) যে সময় নফল নামাজ আদায় করা মাকরূহ সে সময় ব্যতীত যখনই ওজু করা হয়, তার পরপরই দুই রাকয়াত তাহিয়্যাতুল ওজু নামাজ আদায় করে নেওয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

ওজুর পূর্বে মেসোয়াক (দাঁতন) করার মসলা

তিবরানী শারিফে বর্নিত আছে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোন নামাজ পড়ার জন্য যেতেন না যতক্ষন তিনি মেসোয়াক (দাঁতন) না করতেন।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখনই বাহির থেকে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতেন তখন প্রথমে দাঁতন করতেন। (সাহীহ মুসলিম)

আবু নঈম জাবের রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, মেসওয়াককারী (দাঁতনকারী) ২ রারাত নামাজ ৭০ রাকাত বিনা মেসওয়াককারী (দাঁতনকারী) নামাজ পড়ার থেকে উত্তম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত আলি রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ননা আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন- বান্দাহ যখন মেসোয়াক (দাঁতন) করে নেয় আবার নামাজে দাড়িয়ে যায়, ফেরেস্তা তার পিছনে দাঁড়িয়ে ক্বেরাত শ্রবন করে আবার তার কাছাকাছি হয়ে যায় এমনকি তার মুখ নামাজির মুখে রেখে দেয়।

মাসায়েখ কেরামগন বলেন, মেসোয়াক (দাঁতন) করার অভ্যাস্ত ব্যাক্তি মৃত্যুর সময় কালেমা পড়ার সৌভাগ্য লাভ করবে। (বাহারে শারিয়াত ২য় খন্ড পাতা- ১২)

মেশওয়াকের উপকারিতা ঃ-

প্রত্যেক নামাযের পূর্বে নবী করিম সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেশওয়াক ব্যবহার করতেন। মেশওয়াক নিয়মিত ব্যবহার করলে মুখের ভেতরে জীবানু ধ্বংস হয় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। এক গবেষণায় দেখা গেছে মূখে এমন কিছু জীবানুর সৃষ্টি হয় যা প্রচলিত ব্রাশ ও পেষ্ট-দ্বারা দূর হয় না বরং মেশওয়াকের মাধ্যমে শুধু সেই জীবানু গুলোকে ধ্বংশ করা যেতে পারে। গুরু নানক বলতেন, মেশওয়াক গ্রহন কর অথবা রোগ গ্রহন কর।

মেশওয়াক কি দিয়ে ও কিভাবে করবেন ?

মেশওয়াক তিন রকম গাছের হয়। যথা, আরাক বা পিলু, আনাম বা জায়তুন এবং বুতম বা নিম জাতীয় গাছ। তবে, রাসুল সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উত্তম মেশওয়াক হল জায়তুনের।

এই ব্যপারে সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন - "ইহা (জায়তুনের) মুখকে সুগন্ধ করে ও পৃথক করে, ইহা আমার মেশওয়াক ও পূর্বের নবীদের মেশওয়াক।" (তাবরানী আওসাত) রসুল সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মেশওয়াক বা দাঁতন ধরে মুখের মধ্যে রগরাতেন, তখন মুখ থেকে আঃ আঃ বা উঃ উঃ শব্দ করতেন। (সাহিহ্ বোখারী)। মেশওয়াক বা দাঁতন করার গুরুত্ব ইসলামের দৃষ্টিতে অনেক বেশী। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মেশওয়াকের

গুরুত্ব রয়েছে।

হাদিস শরীফে আছে-

১) রসুল সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন পবিত্রতা হল চার প্রকারের যথাঃ গোফ ছাঁটা নাভির নিচের চুল কামানো , নখ কাটা, মেশওয়াক বা দাঁতন করা। (তাবরানী)

২) রসুলসাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "মেশওয়াক করে যে নামাজ পড়া হয় তার সওয়াব ঐ নামাজের চেয়ে ৭০ গুন বেশী যে নামাজে মেশওয়াক করা হয় না"। (বাইহাকী)

৩) রসুল সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- " আমি উম্মতের জন্য কষ্টকর না জানলে এশার নামাজকে দেরী করে পড়তে এবং প্রতিটি নামাজের সময় মেশওয়াক বা দাঁতন করতে নির্দেশ দিতাম।" (সহিহ বোখারী , সহিহ মুশলিম, মিশকাত।)

৪) রসুল সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "মেশওয়াক বা দাঁতন করার মধ্যে রয়েছে পবিত্রতা এবং আল্লাহ্ রব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি।" (আহ্মদ, নেসায়ী, মেশকাত।)

৫) রসুল সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত ও দিনে যখনই ঘুম হতে উঠতেন তখনই মেশওয়াক বা দাঁতন করতেন। (আবূ দাউদ।)

ওজুর শুরুর দোয়া

উচ্চারন ঃ বিসমিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীমি ওয়ালহামদু লিল্লা-হি আলা দীনিল ইসলামি। আল-ইসলামু হাক্কুওঁ ওয়াল কুফরু বাতিলুন, আল-ইসলামু নূরুওঁ ওয়ালকুফরু জুলুমাতুন।

অর্থ ঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার নামে আরম্ভ করিতেছি। আল্লাহ তাআলার (প্রশংসাসহ) কৃতজ্ঞতা এহেতু যে, ইসলাম ধর্ম পাইয়াছি। ইসলাম ধর্ম সত্য এবং কুফরী মিথ্যা। ইসলাম জ্যোতিপূর্ণ, কুফরী অন্ধকারময়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওজু শেষ হওয়ার পর দোয়া

উচ্চারন - আশ্হাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দহু ওয়া রাসুলুহু।

অনুবাদ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে , আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি একক এবং তাঁর কোন শরীক নেই । আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে , মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসুল'' (ইবনে মাজাহ্-৪৭০)

এছাড়াও এই দোয়ার সাথে তিরমিযীতে নিচে অংশ টুকুও বর্ণিত আছে-

উচ্চারন- আল্লাহুম্মাজ্ আলনী মিনাত্ তাউয়াবীনা ওয়াজ আলনী মিনাল মুতাত্বহ্ হিরীন।

অনুবাদ- হে আল্লাহ্ আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তরভূক্ত করুন (তিরিমিযী-৫৫)

এছাড়াও শুরা কদর,ও পড়া যায়।

ওজুর নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّاءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَ اِسْتِبَاحَةِ الصَّلٰوةِ وَ تَقَرُّباً اِلَى اللّٰهِ تَعالٰى

উচ্চারন ঃ নাওয়াইতু আন আতওয়াদ্দাআ লিরাফইল হাদাসি ওয়াস্তিবাহাতাল লিসসালাতি ওয়া তাকাররুবান ইলাল্লা-হি তাআলা।

অর্থ ঃ অপবিত্রতা দূর করার ও বিশুদ্ধভাবে নামাজ পড়া এবং মহান আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য ওজু করিতেছি।

ওজু ভঙ্গের কারনসমূহ

১। বাহ্য বা প্রসাব দ্বার দিয়া কোনো কিছু বাহির হইলে।
২। মুখ ভরিয়া বমি হইলে।
৩। চিৎ বা কাৎ হইয়া নিদ্রা গেলে।
৪। মাতাল হইলে।
৫। ক্ষতস্থান হইতে কীট, পোকা, রক্ত বা পুঁজ বাহির হইলে বা সূঁচবিদ্ধ হওয়াতে রক্ত গড়াইয়া পড়িলে।
৬। কোনো বস্তুতে ঠেস দিয়া ঘুমাইলে ঐ বস্তুটি সরাইয়া লইলে যদি নিদ্রিত ব্যক্তি পড়িয়া যায়।
৭। জ্ঞানহারা হইলে (নামাজ পড়িতে পড়িতে নিদ্রায় জ্ঞানশূন্য হইলে নহে)।
৮। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি নামাজে উচ্চস্বরে হাসিলে।
৯। উত্তেজিত অবস্থায় কাপড় ছাড়া লজ্জা স্থানে হাত দিলে ওজু ভঙ্গ হয়।

ওজু করার সঠিক পদ্ধতি

রাহামাতে আলাম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামার ওজু। ওজুর প্রথমে বিসমিল্লাহ অবশ্যই পাঠ করার প্রয়োজন। কারন হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন-লাওযুয়া লিমানলাম ইয়াজকুরিসমীল্লাহে আলাইহে। (তিরমিজি)

বঙ্গানুবাদ- যে ব্যাক্তি ওজু করার প্রথমে বিসমিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহার নাম না পাঠ করে তার ওজু সম্পুর্ন হবে না। এবার দুই হাতের কব্জা সম্পুর্ন তিনবার ধৌত করিতে হইবে। প্রথমে ডান হাতের তার পরে বাম হাতের কব্জা ধৌত করিতে হইবে। দুই আঙ্গুলের পেঁট যেন শুকনো না থাকে। এবার মুখের মধ্যে পানি ভরে তিনবার কুল্লি করতে হবে। (মুখের ভিতরের সমস্ত অংশ যেন ভিজে যায়) এই ধরনের কুল্লি ওজুর সময় সুন্নাতে মোয়াক্কেদাহ এবং গোসল করা কালিন ফরজ। তারপর হলকুমে তিনবার গড়গড়াসহ কুল্লি

pdf By Syed Mostafa Sakib

করতে হবে। তার পর নাকের নরম অংশ পর্যন্ত তিনবার পানি পৌছান ইহাও গোসলের মধ্যে ফরজ ওজুতে সুন্নাতে মোয়াক্কেদাহ বামহাতের কনিষ্টা ও বৃদ্ধা দুই আঙ্গুল নাকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে কচলাইতে হবে। বিসমিল্লাহ বলিয়া ওজু আরম্ব করিলে সমস্ত শরির পবিত্র হয়। অন্যথায় বিসমিল্লাহ ছাড়া ওজু আরম্ব করিলে যে অংশ ধৌত করিবে শুধু সেই অংশটি পাক হবে। (দারকতনি বায়হাকি)

নাক ধোওয়ার পর তিনবার মুখমন্ডলের উপর পানি দ্বারা ধৌত করিতে হবে। মুখে দাড়ি থাকিলে ভাল ভাবে পানিদ্বারা ভিজাইতে হবে। দাড়ির গোরায় যেন শুকনো না থাকে। মনে রাখতে হবে মুখ মন্ডল ধৌত করার পর কপালের চুলের গোড়া পর্যন্ত মুখের চিবুকের নিচে এক কান থেকে অপর কান পর্যন্ত পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে। এবার ডান হাতের কনুই পর্যন্ত তারপর বাম হাতের কনুই পর্যন্ত তিনবার করে ধৌত করতে হবে। এরপর মাথার মাসাহ করতে হবে, মাথার মাসাহ করার পদ্ধতি হল প্রথমে দুই হাতের তালু পানি দ্বারা ভিজিয়ে দুই হাতের তালু এবং দুই হাতের শেষ তিনটি আঙ্গুল অর্থাৎ মধ্যমা, অনামিকা কনিষ্টা এই তিনটি আঙ্গুল মাথার অগ্রভাগ থেকে পশ্চাৎ দিকে একবার ফিরাতে হবে। (দুররে মুখতার) তারপর তর্জনী আঙ্গুল যাকে শাহাদাত আঙ্গুল বলে। তার পেট দ্বারা দুই কানের লতির উপর দিকে মাসাহ করিবে এবার হাতের দুই পিঠ দ্বারা ঘাড়ের পশ্চাৎ ভাগ মাসাহ করতে হবে। অনেক লোক গলায় হাত ফিরায় ইহা সম্পুর্ন রুপে নিষেধ (বিদাত) । এর পর দুই পায়ের প্রথমে ডান পা তারপর বাম পাযের গোড়ালি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করিবে।

দাড়ি খেলাল করতে হবে। আঙ্গুল গুলো দাড়ির মধ্যে ভালভাবে প্রবেশ করাবে। মনে রাখতে হবে যে পা ধৌত করার প্রাক্কালে হাতের কনিষ্টা আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে খেলাল করতে হবে। প্রতিটি অংশ ধোওয়ার সময় ডানদিক থেকে শুরু করিতে হবে, তাহা নাহলে ওজু হবে না।

ইমাম মালেক ও নেসায়ী আব্দুল্লাহ সানাজি রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্নিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন,

যখন কোন মুসলমান বান্দাহ ওজু করে তখন কুল্লি করার ফলে তার মুখের গুনাহ মাফ হয়। এই রুপে নাক ধৌত করার ফলে নাকের গুনাহ মাফ হয়। মুখমন্ডল ধৌত করার ফলে তা চেহেরার গুনাহ মাফ হয়। হাত ধৌত করার ফলে হাতের গুনাহ মাফ হয়। এমনকি হাতের নখের পর্যন্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায় এইরুপ ভাবে মাথার মাসাহ করার ফলে মাথার গুনাহ এবং কান পর্যন্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। উভয় পা ধোওয়ার ফলে পায়ের গুনাহ মাফ হয়। এমনকি পায়ের নখের পর্যন্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। যে বান্দাহ কামেল ওজু বানায় তার আগ্র পশ্চাতের গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন। শীতের সময় যে বান্দাহ কামেল ওজু বানায় তার দ্বিগুন সাওয়াব হয়। (তিবরানি)

আমেরুল মোমেনিন ফারুক আযাম ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ননা আছে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন যে ব্যাক্তি ওজু সমাপ্তের (কামেল ওজু) পাঠ করে- আশহাদো আললাইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহাদাহু লাশারিকালাহু ওয়া আশহাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদোহু ওয়া রাসুলহু। তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। (মুসলিম শারিফ)

এবার **বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধোওয়ার সময় কী কী দোওয়া পাঠ করতে হয়** - তা লেখা হল। (বাহারে শারিয়াত ২য় খন্ড পাতা- ২১)

১) কুল্লী করার সময়ের দোওয়াঃ- আল্লাহুম্মা আ-ইন্নী আলা তিলাওয়াতিল কুরানি ওয়া যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা।

২) নাখের মধ্যে পানি দেওয়ার সময়ের দোওয়াঃ- আল্লাহুম্মা আরিহনি রায়হাতাল জান্নাতী ওয়ালা তুরিহনী রায়হাতান ন্নারী।

৩) মুখমন্ডল ধৌত করার সময়ের দোওয়াঃ- আল্লাহুম্মা বাইইদ ওয়াজহী ইয়াওমা তাবইয়াদদুল উজুহু ওয়া তাসওয়াদ্দুল উজহু।

৪) ডান হাত ধৌত করার সময়ের দোওয়াঃ-আল্লাহুম্মা আতিনি কিতাকি বিইয়ামিনি ওয়া হাসিবনী হিসাবাই ইয়াসিরা।

৫) বাম হাত ধৌত করার সময়ের দোওয়াঃ- আল্লাহুম্মা লাতুতিনী কিতাবি বিশিমালি ওয়ালামিউ ওয়ারায়ী জাহরী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬) মাথার মাসাহ করার সময়ের দোওয়াঃ- আল্লাহুম্মা আজিল্লানী তাহতাজিল্লা আরশিকা ইয়াওমা লাজিল্লা ইল্লা জিল্লু আরশিক।

৭) কর্ণদ্বয় মাসাহ করার সময়ের দোওয়াঃ- আল্লাহুম্মাজ আল জান্বি মাগফুরাউ ওয়া তিজারাতি লানতাবুরা।

এইসব দোওয়া যদি মুখস্ত না থাকে তাকে তবে প্রতিটি অঙ্গ ধোওয়ার সময় দরুদ শারিফ পাঠ করলেও চলবে। এক্ষেত্রে ওজু সম্পাদন করার পর কী কী পাঠ করতে হবে তাহা লিপিবদ্ধ হল। আল্লাহুম্মাজ আলনি মিনাত তাওয়াবিনা ওয়াজ আলনি মিনাল মুতাতাহ হেরিন। তারপর দ্বিতীয় কালেমা শাহাদাত এবং সুরা ক্বদর পাঠ করিতে হয়। (বাহারে শারিয়াত ২য় খন্ড পাতা-২২)

বি:দ্র:- তিনটি কাজের দ্বারা ওজু সম্পুর্ন হয় ১) নং স্বীয় অন্তরকে হিংসা ঘৃনা থেকে পাক করা। ২) নং স্বীয় শরীরকে গুনাহ থেকে পাক করা। ৩) নং পানি বরবাদ না করা এবং নিজের শরীরকে ওজু করার সময় খুব ভাল করে ধোওয়া। ওজুর পানি যদি বেঁচে যায় তাহলে দাড়িয়ে পান করতে হবে-ইহা অসুখের পক্ষে ঔষধ স্বরুপ।

১) ওজু তিনটি শর্তে পুর্ন হয়:-

১ম- আত্মার পবিত্রতা-হিংসা কুমন্ত্রনা থেকে বিরত রাখা।

২য়- স্বীয় শরীরকে পাপকার্যাদি থেকে পবিত্র রাখা।

৩য়- অতিরিক্ত পানি অপচয় থেকে বিরত থাকা অথচ ওজুর সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ খুব ভাল ভাবে ধৌত করা।

২) পোষাক:- তিনটি আমলের দ্বারা পূর্নাঙ্গ প্রাপ্ত হয় ।

১ম হালাল উপার্জনের সঙ্গে জড়িত থাকতে হবে।

২য় কাপড়কে নাপাকি বস্তু থেকে পাক রাখতে হবে। অর্থাৎ পোষাকের মধ্যে যেন কোন নাপাক বস্তু না থাকে।

৩য় সুন্নাত মোতাবেক কাপড় পড়িধান করিতে হবে। আবার কাপড় পরে যদি কোন অহংকার ভাব প্রকাশ পায় তাহলে সেই পোষাক বর্জনীয়।

৩) সময়:- সময়ের ব্যাবহার-

১ম সময়কে নির্দষ্ট সময়ে পাওয়ার জন্য চন্দ্র, সুর্য ও

তারকারাজীর সাহায্য গ্রহন করতে হবে।

২য় আমাল শ্রবনের মাধ্যমে সঠিক সময়ের নির্ধারন।

৩য় অন্তর যেন নামাজের সময়ে প্রহর হলেই নামাজ আদায় করার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়।

৪) কিবলার প্রতি সম্মান তিনটি বিষয় দ্বারা করতে হবে।যথা:-

১) মুখমন্ডল কাবার দিকে হতে হবে।

২) অন্তরমহল আল্লাহার নৈকট্য লাভের আশায় আল্লাহার দিকে খেয়াল হয়।

৩) কোমলতা, নম্রতা অর্থাৎ অতি বিনয়ের সঙ্গে এক কথায় নিজেকে অপরাধীর ন্যায় মনে করে নামাজে দ্বারানো।

৫) নিয়ত তিন প্রকার হতে হবে।যথা:-

১) কোন নামাজ আদায় করার জন্য দন্ডায়মান হয়েছ তা জানতে হবে।

২) অন্তরের মধ্যে বিশ্বাস রাখতে হবে যে আমি আল্লাহর দরবারে দাড়িয়েছি আল্লাহ আমাকে দেখছেন। নিজেকে ভীত সন্ত্রাস ভাবতে হবে।

৩) আল্লাহ তায়ালা অন্তরযামি। মনে ভাবতে হবে আল্লাহ পাক মনের অন্তর নিহিত খবর জানেন কাজেই পার্থিব জীবনের সমস্ত অন্যায় কাজ থেকে দুরে থাকতে হবে।

গোসল ও ফজিলত

"হে ইমানদারগণ তোমরা যখন নেশা গ্রস্থ অবস্থায় থাক, তখন নামাযের নিকটে যেওনা। তোমরা যে সব কথা বলছো তা যতক্ষন নিজে না বুঝতে পার। আর ফরয গোসলের প্রয়োজনে যতক্ষন গোসল করে না নাও।" (সুরাহ্ নিসার)

স্বপ্ন দোষ অথবা স্বামী-স্ত্রীর মিলনে শরীর বেশি পরিমানে দুর্বল হয়। শরিয়তে স্বপ্ন দোষ অথবা স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পরে গোসল করা ফরয করা হয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাযরাতে ওসামাবিন উমাইর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন - রসুলে পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- '' লা ইয়াক বালুল্লাহো সানাতান ইল্লা বেতু-হুরিন'' অর্থ- আল্লা তায়ালা কারো নামাযকে পবিত্র ছাড়া কবুল করে না। (ইবনে মাজা ১ম খন্ড ২৪ পাতা)

গোসলের প্রকারভেদ

ফরয গোসলঃ-

১) জানাবাতের পরের গোসল, ২) হায়েয বন্ধ হোয়ার পরের, ৩) নিফাসের রক্ত বন্ধ হওয়ার পরের গোসল।

সুন্নাত গোসলঃ-

জুম্মার দিন জুম্মার নামযের জন্য, ২ ঈদ এর নামাযের জন্য, হজ্ব অথবা উমরার এহেরামের জন্য এবং হাজি দের জন্য আরাফার দিনে- দুপুরের পর।

মুস্তাহাব গোসলঃ-

যেমন ইসলাম গ্রহনের জন্য, বালিক হওয়ার পর (বালিক হওয়ার লক্ষন পাওয়া না গেলে এই যুগে ছেলে মেয়ের বয়স ১৩-১৪ হওয়ার পর) , মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে ও সংজ্ঞা হীনতা দূর হওয়ার পর, মুরদা কে গোসল দেওয়ার পর, শবে বারাতে ও শবে কদরে, মদীনা শরিফ প্রবেশ কালে, মুযদালিফায় অবস্থানের জন্য ১০ তারিখ সুবহে সাদিকের পর, মক্কায় প্রবেশ কালে, তাওয়াফে যিয়ারাতের জন্য, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহনের নামাযের জন্য, ইস্তিসকার নামাযের জন্য, ভয় এর নামাযের জন্য, দিনে ও স্বাভাবিক অসভাবিক অন্ধকার বা প্রচন্ড ঝড়ের জন্য এবং তাওবার নামাযের জন্য ইত্যাদি।

গোসলের ফরজ তিনটি -

১। কুলি করা,
২। নাকে পানি দেওয়া
৩। সমস্ত শরীর ভালোরূপে ধৌত করা। স্ত্রীলোকের গহনার ছিদ্রে এবং

নীচে পানি প্রবেশ না করিলে গোসল সিদ্ধ হইবে না।

যে যে কারনে গোসল ওয়াজিব হয়

১/ ইহ্তিলাম : সহবাস ব্যতিরেকে কামভাব সহ পুরুষ বা মহিলার বীর্য বের হলে স্পর্শ দ্বারা হোক, দেখার দ্বারা হোক , স্বপ্নদোষ হোক, হস্তমৈথুন হোক, শোয়া অবস্থায় হোক বা জাগ্রত অবস্থায় হোক, গোসল করা ওয়াজিব।

২/ স্ত্রী সহবাস : স্ত্রী সহবাস করলে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের উপর গোসল ওয়াজিব হবে। বীর্য বের হোক বা না হোক।

৩/ হায়িয বন্ধ হলে।

৪/ নিফাস বন্ধ হলে।

গোসলের সুন্নত

গোসলের সুন্নত ছয়টি।

১। হাত ধৌত করা
২। শরীরের নাপাকী ধুইয়া ফেলা
৩। লজ্জাস্থান ধৌত করা
৪। সর্বশরীর তিন বার ধৌত করা
৫। গোসল শুরুর আগে ওজু করা
৬। গোসল শেষ হইলে অন্য স্থানে যাইয়া পা ধৌত করা।

গোসলের নিয়ত

উচ্চারন ঃ নাওয়াইতুল গোসলালি রাফ-ইল জানা-বাতি।
অর্থ ঃ আমি নাপাকী দূর করবার জন্য গোসলের নিয়ত করছি।

গোসলের পদ্ধতি ঃ-

গোসলের নিয়ত করে প্রথমে হস্তদ্বয় কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করতে হবে। তারপর লজ্জাস্থান ধৌত করতে হবে, তাতে নাপাকী লেগে থাকুক কি না থাকুক। আর যদি কোন স্থানে নাপাকী লেগে থাকে তাহলে তা ধৌত করা অপরিহার্য। অতঃপর নামাযের মতো ওজু করতে হবে কিন্তু পা ধুতে হবে না। তবে যদি চৌপায়া খাট অথবা পাথরের উপর

pdf By Syed Mostafa Sakib

দাঁড়িয়ে গোসল করা হয়, তাহলে পাদ্বয় ধুয়ে নিতে হবে। এরপর সমস্তশরীরে পাণি তেলের মতো ছিটিয়ে নিতে হবে। এরূপে তিনবার ডান কাঁধে, তিনবার মাথায় এবং সমস্ত শরীরে পাণি প্রবাহিত করতে হবে। অতপর গোসলের জায়গা হতে একটু সরে দাঁড়াতে হবে, এবং পূর্বে পা না ধুয়ে থাকলে তা ধুয়ে নিবে। অতপর সমস্ত শরীর হাত দ্বারা রগড়াতে হবে।

গোসলের সময় যা যা করা যায় না ঃ-

১) কোন রকমের কথাবার্তা বলা। ২) কোনোরূপ দোওয়া বা দরুদ শারীফ পাঠ করা।৩) কিবলামূখী হওয়া সারা শরীরের চুল পরিমাণ অংশ অধৌত রাখা।

ফরজ গোসলের সতর্কতা

হযরত আলি রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণীত হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লাম বলেন যে- কেউ জানাবাতের (স্ত্রী সহবাসের পর) গোসল করলে যদি ১টি পশম (চুল) বরাবর জায়গা শুকনো থাকে তবে শরীর নাপাক থেকে যাবে। এমত অবস্থায় তাকে চরম সাজা (আযাব) প্রদান করা হবে। (আবু দাউদ দায়েমি)

টিকা:- হুজুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লাম এমন কঠিন কথা বলার উদ্দেশ্য হল যে সহবাস কারিকে খুব ভাল ভাবে চেষ্টাকরে গোসল করতে হবে। শরীরকে ভাল করে কচলিয়ে ধৌত করতে হবে। প্রতিটি চুলের নীচে যেন কোন যায়গা শুকনো না থাকে।

গোসলখানা অথবা বাথরুমে গোসল

এখানে (নিচে) যেমন ধারাবাহিকভাবে নিয়ম-কানুন লেখা হয়েছে তা একের পর এক আমল করার চেষ্টা করুন। আগে পিছে করবেন না।
বাথরুমে ঢুকুন। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করুন।
দু হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নিন। (সুন্নাত)
গোসলের নিয়েত করুন। (সুন্নাত)
পড়ুন ঃ নাওয়াইতুল গোসলালি রাফয়িল জানাবাতে।
অর্থাৎ ঃ আমি নাপাকী দূর করার জন্য গোসল করছি।

শরীরে বা কাপড়ে নাপাক জিনিষ লেগে থাকলে বাম হাত দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। (সুন্নাত)

পুকুরে গোসল

শরীর ও কাপড়ের নাপাকী ধুয়ে ফেলুন। (সুন্নাত)
শরমগাহ ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন। (সুন্নাত)
এবার ওজুর নিয়মে ওজু করুন। (সুন্নাত)
গড়াগড়া করে কুলি করুন। (সুন্নাত)
নাকের শক্ত হাড় পর্যন্ত পানি পৌছান। (সুন্নাত)
ওজুর বাকী কাজ নিয়ম মাফিক শেষ করুন।
একবার পানির মধ্যে ডুব দিন। (ফরজ)
সম্পূর্ন শরীর ভালোভাবে হাত বা কাপড় দিয়ে ঘসে ফেলুন। যেন শরীরের কোনো জায়গায় একচুল পরিমান শুকনো না থাকে। শুকনো থাকলে ফরজ গোসল আদায় হবে না।
আরও দুবার ডুব দিন। (সুন্নাত)
উঠে শরীর মুছে ফেলুন। (সুন্নাত)

বিঃ দ্রঃ :- উলঙ্গ হয়ে গোসল করবেন না। করা হারাম। গোসলের সময় মেয়েরা বুকের ও মাথার কাপড় আলগা রাখবেন না। রাখা হারাম। গায়ের ঘাম না শুকালে গোসল করবেন না। করা মাকরুহ। শরীরের কোনো স্থানে আলকাতরা, মোম, মাছের আইশ, আটা, চুন বা নেল পালিশ থাকলে সেখানে পানি না পৌছান পর্যন্ত গোসল শুদ্ধ হবে না।

অন্য জায়গায় গোসল

কেউ না দেখে এমন আড়াল জায়গায় গোসল করুন। (সুন্নাত)
পানির ছিটা শরীরে না লাগে এমন জায়গায় বসুন।
উপরের লেখা কাজগুলি সেরে নিন।
উলঙ্গ হয়ে গোসল করবেন না। করা হারাম।
বিসমিল্লাহ বলে ডান কাধে পানি ঢালুন। (সুন্নাত)
এরপর বাম কাধে পানি ঢালুন। (সুন্নাত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাথার উপরে পানি ঢালুন। (সুন্নাত)
শরীরের সব যায়গায় যাতে পানি পৌছে সে দিকে লক্ষ্য রাখুন। চুল, গোঁফ অথবা ভ্রু ঘন হলে চেষ্টা করে এ সবের গোড়ায় পানি পৌছে দিন। (ওয়াজিব)
দাড়ীর গোড়ায় পানি পৌছায়। (ফরজ)
(কারন সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ধোয়া (ফরজ)।

মনে রাখুন ঃ বগল ও নাভীর নীচের লোমরাজি ৪০ দিনের বেশী সময় রাখা মাকরুহ তাহরমী। এ সময়ের আগেই সাফ করুন। (সুন্নাত)
মেয়েদের চুলের বেনী থাকলে তা খুলে চুলের গোড়ায় পানি পৌছান। (ওয়াজিব)
শরীরে সকল অঙ্গ মর্দন করুন । (সুন্নাত)
শরীরের কোন স্থান যাতে শুকনো না থাকে। সে দিকে বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখুন। শুকনো থাকলে ফরয গোসল আদায় হবে না।
উপরের নিয়মে আরও দুবার সমস্ত শরীরে পানি পৌছান। (সুন্নাত)
গোসল শেষে সম্পুর্ণ শরীর মুছে ফেলুন। (সুন্নাত)
এর পর পা দুখানা ধুয়ে ফেলুন। (সুন্নাত)

নাপাকির গোসলের মাসআলা-

খোদা তায়ালা সাহাবায়ে কেরামগনের প্রতি অসংখ্য রহমত নাযেল করেছেন। যারা অনেক চেষ্টা করে রাসুল্লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শিক্ষা করেছেন এবং প্রচুর পরিশ্রম করে, দিল উজার করে, অন্তরের মধ্যে ভালবাসার প্রেরণা দিয়ে স্বীয় মুসলমান ভাইদের পর্যন্ত এই বিষয়ে পৌছিয়ে দিয়েছেন। কারন হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 'বাল্লেগু আন্নি ওয়া লাও আয়াতান, আমার কাছ থেকে লোকের কাছে পৌছিয়ে দাও। যদ্যপি তা একটি আয়াত হোক না কেন (মেশকাত) মহাজের (মাক্কা থেকে মদীনায় হিযরত করা লোক) ও আনসার (মদীনার বাসিন্দা যারা) দের মধ্যে নাপাকির গোসলের (জানাবাতের) মতানৈক্য দেখা দেয় এবং এ ব্যাপারে

বাহাস (তর্ক বিতর্ক) শুরু হয়ে যায়। একদল বলিতেছিল গোছল ফরজ হয়ে যাবে যদি পুংলিঙ্গ বিপরীত লিঙ্গে প্রবেশ করিয়ে দেয়, বীর্যপাতের শর্ত নয়। দ্বিতীয় দল বলিতেছিল যে, উভয় লিঙ্গ একত্রিত হওয়ার পর বীর্যপাত হলে গোসল ফরজ। উভয়ের মতবাদ কোন ফয়সালা না হওয়ায় তারা সিদ্ধান্ত নিল এ ব্যাপারে উম্মুল মমেনিন মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ তয়ালা আনহার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা হোক। সিদ্দিকা তাহেরা বড় আলেমা এবং ফাজেলা নারী ছিলেন। মদীনা মানোয়ারায় উনার ফোতওয়া চলত। সাহাবায়ে কেরামগন প্রাশই উনার দরবারে মাসলা ফায়সলার জন্য গমন করতেন। সুতরাং তারা গিয়ে তাই করলেন অর্থাৎ হযরত উম্মুল মোমেনিনের কাছে হাযির হলেন হযরাত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম সামিপে উপস্তিত হয়ে এই মাসলার ব্যাপারে অবগত করালেন। (তিরমিযি ইবনেমাজা) হুজুর আলাইহিস সালাম বললেন, উভয়ের লিঙ্গ একত্রিত হলে অর্থাৎ সম্ভোগকালীন যা ব্যাবহার করা হয়। এবং ব্যবহার করলে গোছল ওয়াজেব হয়ে যায়। মাসলায়ে এটাই প্রমানিত হল দুটি লিঙ্গ পরস্পর এক মেরুতে একত্রিত হলেই গোসল ওয়াজেব বির্য সথলন শর্ত নয়।

মেয়েদেরও এহতেলাম (স্বপ্নদোষ) হয়। হুজুর পাকের বিবি উম্মে সালেমা রাদিয়াল্লাহ আনহা বর্ননা দিচ্ছেন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বললাম হে আল্লাহার রাসুল অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা জাল্লাজালালহু-হক সত্যকে পছন্দ করেন কোন আড়াল বা গোপন করেননা। মেয়েদের কি গোসল দরকার যেহেতু মেয়েদেরও স্বপ্নদোষ হয়। হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ যখন পানি দেখবে অর্থাৎ মনির নিকাশ-এই কথায় উম্মে সালেমা রাদিয়াল্লাহ আনহা মুখ আড়াল করে নিলেন আর বললেন ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম মেয়েদেরও কি এহতেলাম (স্বপ্নদোষ) হয় ?প্রতুত্তরে বললেন হাঁ হয়।

(মুসলিম শারিফ,আবু দাউদ পাতা ৩১)

pdf By Syed Mostafa Sakib

তুমি কি এতুটুকু জানো না যে পুরুষের ন্যায় মেয়েদেরও মনি হয় । মানুষের জন্ম পুরুষ ও নারীর উভয়ের মনির (শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর দ্বারা) হয়। শুয়ে থেকে যদি পুরুষের মনি বের হয়, স্বপ্ন দোষ হয় তাহলে মেয়েদেরও মনি বের হয় তাকে স্বপ্নদোষ করিয়ে দেয়।

নোট:- এখানে এই ধরনের প্রশ্ন উম্মে সালেমা রাদিয়াল্লাহ আনহা উপস্থাপন করার কারন হল এই যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিকিান আল্লাহর সাখলে শয়তানি ওয়াস-ওয়াসা থেকে পাক পবিত্র। এই জন্য উনাদের স্বপ্ন দোষ হত না যেহেতু সাধারন মুসলমানদের স্বপ্ন দোষ হয় এবং শয়তানি অসর হয়। তাহলে এটাই প্রমান দ্বারা বুঝা গেল যে পুরুষ ও নারী ঘুম থেকে উঠে যদি তাঁর কাপরে যদি মনির চিহ্ন দেখতে পায় তাহলে তার উপর গোসল ফরজ হয়ে যাবে। আবার যদি স্বপ্ন দোষের কথা মনে হয় কিন্তু কোন চিহ্ন না দেখতে পায় তাহলে গোসল ফরজ হবে না। সন্ধেহ করার কোন প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ নিজের ইচ্ছায় গোসল করা দরকার। গোসল করার অভ্যাস থাকলে করবে।

এই জন্য উনাদের স্বপ্ন দোষ হত না যেহেতু সাধারন মুসলমানদের স্বপ্ন দোষ হয় এবং শয়তানি অসর হয়। তাহলে এটাই প্রমান দ্বারা বুঝা গেল যে পুরুষ ও নারী ঘুম থেকে উঠে যদি তাঁর কাপরে যদি মনির চিহ্ন দেখতে পায় তাহলে তার উপর গোসল ফরজ হইয়া যাবে। আবার যদি স্বপ্ন দোষের কথা মনে হয় কিন্তু কোন চিহ্ন না দেখতে পায় তাহলে গোসল ফরজ হবে না। সন্ধেহ করার কোন প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ নিজের ইচ্ছায় গোসল করা দরকার। গোসল করার অভ্যাস থাকলে করবে।

সহবাসকারী মেয়েদের চুল ধোওয়ার ব্যাপারে মাসআলা:-

উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহ আনহা বলেন আমি বললাম হে আল্লাহর রাসুল আমি একজন নারী নিজের মস্তকের কেশরাশী খুব মজবুত করে খোপা বেঁধে নেই। আমি কি অপবিত্র গোসলের সময় মাথার খোপা খুলে দিব? হুজুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লাম বলেন, না ওটা খোলার কোন অবশ্যকতা নেই তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট হবে যে, তিন বালতি পানি স্বীয় মস্তকে

ঢেলে দাও আবার তোমার সারা শরীরে পানি বাহিয়ে দাও বাস তাহলে তুমি পাক হয়ে যাবে। (মুসলিম শারিফ)

বি:দ্র:- খোপার কেশের (চুলের) গোড়ায় পানি পৌছাঁন জরুরী এই হুকুম শুধু নারীদের মাথার কেশের ব্যাপারে পুরুষ লোক এই ভাবে করতে পারবেনা।

হযরাত আলী উল মুরতাজা রাদিয়াল্লাহ আনহু মস্তকের গোড়ার কেশ শুকনো থাকার ভয়ে মস্তক মুন্ডন করে রাখতেন যাতে না কেশ থাকবে না শুকনো থাকার ভয় থাকবে।

কিন্তু ঐ নারিরা যারা চুলের খোপা খুব মজবুত করে বেঁধে নেয় জানাবাতের গোছলের সময় ইচ্ছা করে খুলতে পারে অথবা নাও খুলতে পারে। মাথায় তিন বালতি পানি ঢেলে বাকি শরীর ভাল ভাবে ধৌত করে গোছল করবে। আর যাদের খোপা বাধা থাকবে না -খোলা চুল থাকবে, খুব ভাল করে পানি দিয়ে গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত ধৌত করে পবিত্রতা অর্জন করবে।

গোসলের সময় শরীরের কোন জায়গা শুকনো থাকার মাসয়ালা

হযরত আলি রাদিয়াল্লাহ বর্ননা করেন, একদা কোন এক ব্যাক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চাইলেন হুযুর আমি অপবিত্রতার গোসল সমাপন্তে ফজর নামাজ আদায় করার পর দেখতে পেলাম নখ পরিমান এক জায়গায় পানি পৌছায়নি অর্থাৎ শুকনো থেকে গেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তুমি ভিজা হাতে ঐ শুকনো জায়গায় পৌছিয়ে দিতে তাহলে যথেষ্ট হয়ে যেত। (ইবনে মাজা)

বুঝা গেল গোসলের করার সময় যদি অপবিত্র ব্যাক্তি (অর্থাৎ নাপাকি গোসল সম্পাদনের সময়) কোন জায়গা শুকনো থেকে যায়। আর যদি নামাজ পড়ার পুর্বে যদি ভিজা হাত শুকনো যায়গায় ফিরিয়ে দেয় তাহলে তা নাপাকী দূর হয়ে যাবে।

অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ

Pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহ আনহা বর্ননা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন আমি হায়েযা নারী এবং অপবিত্র অবস্থায় কোন পুরুষকে মসজিদে আসার জন্য অনুমতি দেয়নি। এমন কি আপবিত্র অবস্থায় কোরান পাঠ করা ও স্পর্শকরা নিষেধ, তবে শ্রবণ করতে পারবে।প্রয়োজনে কোরানের উপর যুসদান (কভার) থাকলে তা স্পর্শ করতে পারবে।

গোসলের ওজু যথেষ্ট

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহ আনহা বর্ননা করেন রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম গোসলের পর পুনরায় দ্বিতীয় বার ওজু করতেন না। অর্থাৎ গোসলের প্রথমে যে ওজু করতেন সেই ওজুর দ্বারাই নামাজ সমাপ্ত করতেন দ্বিতীয় বার ওজু করতেন না। কিন্তু মহিলা দের ওজু করতে হবে।

নাপাকি অবস্থায় মেলা মেশা ও মোসাফাহ জায়েজ

হাযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহু বলিতেছেন এক বার আমি নাপাকি অবস্থায় রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম হুযুর আমার হাত ধরে ফেললেন, আমি হুযুরের সঙ্গে হয়ে গেলাম। হুযুর এক জায়গায় বসে গেলেন আমি চুপি চুপি ওখান থেকে উঠে বাড়িতে গিয়ে গোসল সমাপ্ত করলাম। হুযুর তখনও সেখানে বসে ছিলেন। এবার আমি হুযুরের কাছে আগমন করলাম, হুযূর বললেন কোথায় গিয়েছিলেন হে আবু হোরায়রা তখন আমি সমস্ত ঘটনা ব্যাক্ত করলাম। তা শ্রবন করে হুযুর বললেন সুবহানাল্লাহ অবশ্যই মোমিন নাপাক হয় না। (সাহিহ বোখারি) ইন্নাল মোমেনা লা ঈয়ান জাসু।

হায়েজা নারীর সঙ্গে সহবাস করা নিষেধ

হায়েজা অবস্তায় (রজঃস্রাব কালীন) স্ত্রীর সঙ্গে যৌনসম্ভোগ করা খুব শক্ত গুনাহ। আল্লাহ তায়ালা কোরান পাকের মধ্যে নির্দেশ দিয়েছেন- হায়েজা ওয়ালি নারীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক বন্ধ করে দাও অর্থাৎ তার

সঙ্গে সহবাস (যৌনসম্ভোগ) করবে না। যদি কেউ এই গুনাহার নিকটবর্তী হয়ে যায় তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করতে হবে হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে ব্যাক্তি হায়েজা ওয়ালি নারীর সঙ্গে মেলামেশা (সহবাস) করবে তার উচিৎ অর্ধেক দিনার দান করতে হবে। (তিরমিজি শারিফ) মনে রাখতে হবে ১দীনার সারে চার মাসা সোনার হয়। অর্ধেক দীনার বলতে সোওয়া দু মাসা হবে। বর্তমান সময়ে সোওয়া
দু মাসার মুল্য সাদকা করতে হবে। তিরমিযী শারিফে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ননা করেছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন যখন রক্ত শুকনো হবে অর্থাৎ শুকনো রক্তের সময় যদি সহবাস করে যা মাসিকের প্রথম অবস্তায় দেখা দেয়। তাহলে ১দীনার সাদকা করতে হবে। আবার পুরা পুরি মাসিক চলা কালীন যদি সহবাস করে তাহলে তাকে অর্ধেক দিনার সাদকা করতে হবে।

মজি (তরল পানির ন্যায়) বের হলে গোসল ওয়াযেব নয়

সাইয়েদেনা হাযরাত আলি রাদিয়াল্লাহ আনহু খুব শক্তিশালি যুবক ছিলেন এবং প্রায় মজি নির্গত হত। এই সময় এই ব্যাপারে তিনি মাসলা জানতেন না যে, মজি নির্গত হলে গোসল ওয়াজেব হবে কিনা আবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর জামাতা এই লজ্জায় মাসলা জানার জন্য শরম করতেন। তাই তিনি তার দোস্ত মেকদাদ রাদিয়াল্লাহ আনহু কে বললেন এই মাসলা জানার জন্য যেন হুজুরকে বলেন। মেকদাদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হুযুরের কাছে অবগত হওয়ার পর ঘটনাটি জানালেন এত শ্রবনে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন-মজি নির্গত হওয়ার পর গোসলের অবশ্যকতা হয় না। (অয়াজেব নয়) কিন্তু ওজু সম্পাদন করে নামাজ পড়তে হবে।

মজি, মনি ও ওদির মধ্যে পার্থক্য

মজি- বদ্ধ পানি যা স্ত্রী সম্ভোগের পুর্বে শির্ষমুন্ডে দেখা যায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

কামউত্তেজনার পূর্বে বের হয়। তাকেই মজি বলে।

মনি- স্বামি-স্ত্রী যৌনসম্ভোগ করার পর যা বের হয় যার দ্বারা সন্তান সন্তাতী জন্ম হয় তাকেই মনি বলে। এবং এটা হওয়ার পর গোসল অবশ্যই ফরজ হয়ে যাবে।

ওদি- যখন সাদা পানি যাহা কেবল প্রস্রাবের পুর্বে ও পরে নির্গত হয়। এটা বের হলে গোসল জরুরী নয়।

সুতিকার মাসলা

যে নারীর সাদা স্রাবের মত পানি বের হয় যাকে সুতিকা বলে তার জন্য গোসল জরুরি নয়। ধাতুমতি নারীর সঙ্গে চুমু খাওয়া ও তার সঙ্গে একত্রে খানা খাওয়া জায়েজ ।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছেন যখন নারী হায়েজা হত অর্থাৎ ঋতুমতি হত তখন ইহুদিরা তাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করত না- কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিলেন ঋতুমতি নারীর সঙ্গে সমস্ত রকমের কাজ কাম কর শুধু সহবাস ছাড়া (মুসলিম শারিফ) খানা, পরা, উঠা বসা, মিলামিশা তাকে স্পর্শ করা একত্রে শয়ন করা সব জায়েজ শুধু যৌন সম্ভোগ বাদ রাখতে হবে। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ আনহা ঘটনার বিবরন দিয়ে বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে হুকুম করতেন- (হায়েজের যে কাপড় বাধতে হয়) ইজার বাঁধতে। আমি ইজার বাঁধতাম। হুজুর আমাকে গলায় গলায় মিলাতেন অথচ আমি হায়েজ অবস্থায় থাকতাম। **(বোখারী ও মুসলিম)।**

হায়েজ অবস্থায় কোরান পড়ার হুকুম নাই

ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ননা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন হায়েজ অবস্থায় এবং নাপাকি অবস্থায় কোরান পাক থেকে যেন কিছু পাঠ না করে। (তিরমিজি)

ইস্তেহাযার রক্তের ব্যাপারে মাসলা

ইস্তেহাযার রক্ত ঐ রক্তকে বলা হয় হায়েজ হওয়ার পর যদি

খাকি রং কিংবা জরদ রং (সবুজ ধরনের) রক্ত বের হয় সেটাই হল ইস্তেহাযা। এটা এক প্রকার অসুখ। যখন মহিলারা তাদের হায়েজের নির্দিষ্ট দিন পুর হয়ে যাবে (অবশ্য সব মেয়েদের ক্ষেত্রে হায়েজের সময়সীমা নির্দিষ্ট থাকে না) গোসল সমাপ্তকরে নামাজ ও সব এবাদাত শুরু করে দিবে কারন হায়েজের রক্তের সঙ্গে ইস্তেহাযার খুনের এক সম্পর্ক নয়। অতএব ইস্তেহাযার অবস্তয় এবাদাত করা যাবে।

হাযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা থেকে বর্নিত ফাতেমা রাদিআল্লাহ আনহা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন ইয়া রাসুলুল্লাহ আমায় ইস্তেহাযার রক্ত আসে আর আমি পবিত্র হয়না (ইস্তেহাযার রক্তের কারনে) তবে আমি কি হায়েজের রক্তের ব্যাপারে যে পদ্ধতি সেই নিয়োমেই থাকবো নাকি নামাজ ছেড়ে দিব? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রত্তুরে বললেন না ইস্তেহাযার রক্ত এক প্রকার ব্যারাম আছে এবং এটা হায়েজের রক্ত নয়। অতএব হায়েজের রক্ত যখন তোমার জারী থাকবে তখন নামাজ পড়া থেকে বিরত থাক। হায়েজের মেয়াদ পুর্ন হওয়ার পরপরই তুমি গোসল সমাপ্ত করেনামাজ শুরু করে দিবে। (বোখারি ও মুসলিম শারিফ) ইস্তেহাযা হলে পবিত্র নারীর ন্যায় হায়জের পরে মুদ্দত পুরো হওয়ার পরে গোসল করে নামাজ শুরু করতে হবে। হাঁ একথা অবশ্যই স্মরন রাখতে হবে প্রতি নামাজের সময় ওজু তাজা করতে হবে। রাসুলে খোদা সাহিহ বোখারির মধ্যে উম্মে হাবিবা বিনতে আব্বাস এক ইস্তেহাযার নারীকে বলেছেন প্রতি নামাজের সময় তাজা ওজু করবে।

তায়াম্মুমের বর্ণনা

"তায়াম্মুম" শব্দের অর্থ হলো-সংকল্প করা।

শরীয়তের দৃষ্টিতে এর পারিভাষিক অর্থ হলো :- "পানি না পাওয়া গেলে, ওজু বা গোসলের পরিবর্তে পাক মাটি দ্বারা ত্বাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন করা।"

"তায়াম্মুম" এর ব্যাপারে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- "তোমারা যদি কেউ অসুসথ থাকো কিংবা সফরে থাকা অথবা

pdf By Syed Mostafa Sakib

পায়খানা থেকে আসো নতুবা স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করে থাকো, অতঃপর পানি না পাও, তাহলে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো।'' (আল কোরআন-মায়েদা ঃ ৬)।

এ ব্যাপারে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- *সব মানুষের উপর আমাদেরকে তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্য দান করা হয়েছে। আমাদের কাতারকে ফিরিস্তাদের কাতারের মতো করা হয়েছে, আমাদের জন্য সারা পৃথিবীকে মসজিদ করা হয়েছে এবং আমাদের জন্য পানি পাওয়া না গেলে মাটিকে পবিত্রতা অর্জনের উপকরন করা হয়েছে।* -(সহীহ মুসলিম-৫২৬, মিশকাত)।

১। শরয়ী এক মাইলের মধ্যে পানি পাওয়া না গেলে;
২। পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকিলে;
৩। কূপ হইতে পানি তুলিবার কোনো ব্যবস্থআ না থাকিলে;
৪। সঞ্চিত পানি খরচ করিলে নিজে কিংবা বাহনের পশু পিপাসার্ত হওয়ার আশংকা থাকিলে;
৫। হিংস্র জন্তু বা সত্রুর ভয়ে পানির নিকট পৌছিতে অক্ষম হইলে;
৬। পানি খরিদ করিতে অসমর্থ হইলে;
৭। ওজু করিয়া ঈদের বা জানাজার নামাজের জামাআত না পাইবার ভয় হইলে;

তায়াম্মুমের ফরজ সমূহ

তায়াম্মুমের ফরজ তিনটি। ১। নিয়ত করা, ২। পুরা মুখোমন্ডল মাসেহ করা, ৩। (দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মারিয়া) উভয় হস্ত কুনইসহ মাসেহ করা।

বিঃ দ্রঃ .ঃ- ওজুতে যেরূপ কুলি করিতে, নাকে পানি দিতে ও পা ধুইতে হয়, তায়াম্মুমে সেরূপ কিছুই করিতে হয় না। গোসল এবং ওজুর জন্য একবার তায়াম্মুম করিলেই চলিবে, কিন্তু নিয়ত ভিন্ন ভিন্নভাবে করিতে হইবে। যে সমস্ত কারনে ওজু নষ্ট হয় সে সমস্ত কারনে তায়াম্মুমও নষ্ট হয়। পানি পাওয়া গেলে বা ব্যবহার করার শক্তি লাভ করিলেও তায়াম্মুম নষ্ট হয়।

তায়াম্মুমের সন্নাত ও আদাবসমূহ

(১) বিসমিল্লাহ বলা (২) উভয় হাত জমিতে মারা। (৩) আঙ্গুল সমূহ প্রশস্ত রাখা। (৪) উভয় হাত ঝেড়ে ফেলা অর্থাৎ এক হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির তালু অপর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির তালুর উপর এমনভাবে মারবে যাতে তালুর আওয়াজ বের হয়। (৫) জমিনের উপর হাত মেরে টেনে আনা। (৬) প্রথমে মুখোমন্ডল অতঃপর হাত মুসেহ করা। (৭) উভয় হাত পর পর মুসেহ করা। (৮) প্রথমে ডান হাত অতঃপর বাম হাত মুসেহ করা। (৯) দাঁড়ি খিলাল করা। (১০) আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা। যদি বালি লেগে থাকে।

আর যদি বালি বা মাটি না লাগে যেমন পাথর জাতীয় বস্তুর উপর হাত মেরেছে যার উপর বালি নেই তখন খিলাল করা ফরজ। হাত মুসেহ করার উত্তম পদ্ধতি এই যে, বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ছাড়া চার আঙ্গুলের পেট বা নিম্নভাগ ডান হাতের পিট বা উপরিভাগে রাখবে এবং আঙ্গুলের অগ্রভাগ হতে কুনই পর্যন্ত নিয়ে যাবে। অতঃপর যেখানে হতে বাম হাতের তালু দ্বারা ডান হাতের পিট স্পর্শ করে গিরা পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির তালু দ্বারা ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পিট মুসেহ করবে। এভাবে ডান হাত দ্বারা বাম হাত মুসেহ করবে। এক মুহূর্তে যদি পূর্ণ তালু এবং আঙ্গুল মুসেহ করে তায়াম্মুম হয়ে যাবে। কুনই থেকে আঙ্গুলির দিকে টেনে নেওয়া হোক অথবা আঙ্গুলি থেকে কুনই বা উরুর দিকে নেওয়া হোক তায়াম্মুম হয়ে যাবে। তবে প্রথম অবস্থায় খিলাফের সুন্নত বা সুন্নতের পরিপন্থি হবে। মুসেহ করার সময় যদি শুধু মাত্র তিন আঙ্গুল কাজে লাগায় তখনও হয়ে যাবে আর যদি এক বা দুই আঙ্গুল দ্বারা মুসেহ করে তায়াম্মুম হবে না। যদিও বা সমস্ত অঙ্গে আঙ্গুল ফেরানো হয়।

মাসলা- তায়াম্মুম করার পরপর দ্বিতীয় বার তায়াম্মুম করবে না।

মাসলা- খিলালের জন্য মাটিতে হাত মারার প্রয়োজন নেই।

তায়াম্মুমের মুস্তাহাব সমূহঃ-

যে ব্যক্তির প্রবল ধারণা যে, শেষ সময়ে পাণি পাওয়া যাবে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

এমন ব্যক্তির জন্য শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা মুস্তাহাব। আর যদি পাণি পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহা হলে তায়াম্মুম করে মুস্তাহাব ওয়াক্তে নামায আদায় করা।

তায়াম্মুম করিবার পদ্ধতি

প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়িয়া মনে মনে নিম্নলিখিত নিয়ত করিবে ঃ

উচ্চারন ঃ নাওয়াইতু আন আতাইয়াম্মামা লিরাফইল হাদাসি ওয়াল জানাবাতি ওয়াসতিবাহাতাল লিসসালাতি ওয়া তাকাররুবান ইলাল্লাহি তাআলা।

অর্থ ঃ অপবিত্রতা দূর করিতে, শুদ্ধভাবে নামাজ পড়িতে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার নৈকট্যলাভের জন্য আমি তায়াম্মুম করিতেছি।

তৎপর উভয় হাতের তালু পবিত্র মাটি জাতীয় বস্তুর উপর মারিয়া একটু আগে পিছে ঘর্ষন করিবে। পরে হাত দুইটি একটু ঝাড়িয়া ফেলিবে এবং ঐ মাটিমাখা হস্ত দ্বারা সমগ্র মুখোমন্ডল একবার এমনভাবে মাসেহ করিবে যেন কোনো অংশ বাকী না থাকে। ওজুর মতো তায়াম্মুমেও একইভাবে মুখ মাসেহ করিতে হয়। তৎপর একবার হস্তদ্বয় মাটিতে মারিয়া একটু ঝাড়িয়া বাম হাতের তালুর কতকাংশ দ্বারা ডান হাতের এক পাশ কনুইয়ের উপর পর্যন্ত মুছিবে। পরে বৃদ্ধা ও তর্জনী অঙ্গুলির ফাঁকে যদি ধুলা লাগিয়া না থাকে তবে মাটিতে আর একবার হাত মারিয়া দুই হাতের অঙ্গুলিসমূহ পরস্পর খেলাল করিবে। হাতে আংটি কিংবা চুড়ি থাকিলে তাহা খুলিয়া বা নাড়িয়া লইবে।

হাত মারার নিয়ম সমূহ

মাসলা ঃ আঙ্গুলের মধ্যে ফাঁক রেখে মাটিতে হাত মেরে একবার সামনের দিকে একবার পিছনের দিকে নেওয়া। অতঃপর হাত তুলে নিয়ে এমন ভাবে ঝাড়বে, যেন আলগা ধুলা ঝরে পড়ে যায়। (আলগীরী)

তায়াম্মুমের মাসলা

মাসলা : যার ওজু নেই অথবা গোসলের প্রয়োজন অথচো পানি ব্যবহারে সক্ষম নয় এমতাবস্থায় ওজু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। পানি ব্যবহারে সক্ষম না হওয়ার কতিপয় কারন হতে পারে যা নিম্নরূপ।

১) যে ব্যক্তি এমন রুগ্ন যে, ওজু অথবা গোসল করলে রোগ বৃদ্ধির আশংকা রয়েছে বা বিলম্বে সুস্থ হওয়ার আশংকা হয় অথবা এরূপ হতে পারে যে, সে পরিক্ষা করেছে যখনই ওজু কিংবা গোসল করে তখনি তাঁর রোগ বৃদ্ধি পায়, অথবা কোনো অভিজ্ঞ মুসলিম চিকিৎসক (যিনি প্রকাশ্যে ফাসিক নয়) তার জন্য পানি ক্ষতি বললে এমতাবস্থায় তায়াম্মুম বৈধ।

নিছক ধারনানির্ভর রোগ বৃদ্ধি পাবে এ ভয়ে তায়াম্মুম বৈধ হবে না। এমনি ভাবে অমুসলিম, কাফির, অথবা অনভিজ্ঞ সাধারন ডাক্তারের মতামত গ্রহন যোগ্য হবে না।

পানি যদি রুগ্ন ব্যক্তির জন্য ক্ষতির কারন না হয় কিন্তু ওজু কিংবা গোসলের ক্ষেত্রে নরাচরা ক্ষতির কারন হয় অথবা নিজে ওজু করতে সক্ষম হয় এবং এমন কেউ নেই যিনি ওজু করিয়ে দিবেন এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করবে। এরূপ ভাবে যদি কারো হাড় ভেঙ্গে যায় নিজে ওজু করতে সক্ষম এবং এমন কেউ নেই যে ওজু করিয়ে দেবে এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করবে।

ওজু বিহিন লোকের ওজুর অধিকাংশ স্থানে বা অপবিত্র লোকের দেহের অধিআকাংশ যদি আক্রান্ত কিংবা আহত হয় বা বসন্ত আক্রান্ত হয় তখন তায়াম্মুম করবে। অন্যথায় ওজু বা শরীরের যে অংশ সুস্থ হয় সে অংশ ধৈত করবে এবং ক্ষতোস্থানে মাসেহ করবে। ক্ষতির সময় ক্ষত স্থানের আসে পাশে মাসেহ করবে। মাসেহ করা যদি ক্ষতিকর হয় তখন ওই অঙ্গের উপর কাপর দিয়ে মাসেহ করবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঠান্ডা পানি যদি অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর হয় আর গরম পানি যদি ক্ষতিকর না হয় তখন গরম পানি দ্বারা ওজু এবং গোসল করা আবশ্যক, তায়াম্মুম করা বৈধ নয়। হ্যাঁ গরম পানি যদি পাওয়া না যায় তখন তায়াম্মুম করবে। এমনি ভাবে যদি ঠান্ডার সময় ওজু বা গোসল করা ক্ষতিকর হয় গ্রীস্মের সময় নয়। তখন ঠান্ডার সময় বা শীত কালে তায়াম্মুম করবে। অতঃপর যখন গ্রীস্মকাল আসে তখন পরবর্তি নামাজের জন্য ওজু করে নেওয়া উচিৎ, যে নামাজ তায়াম্মুমের দ্বারা পড়েছে তা পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই।

মাথার উপর পানি ঢালা যদি ক্ষতিকর হয় তখন গলায় প্রভাবিত করবে এবং পূর্ণ মাথা মাসেহ করবে

(২) যেখানে চতুর্দিকে এক এক মাইল পর্যন্ত পানি পাওয়া না যায়। যদি ধারনা হয় যে এক মাইলের ভিতরে পানি আছে তখন পানি অনুসন্ধান করা অবশ্যক। অনুসন্ধান বিহীন তায়াম্মুম করা জায়েজ হবে না, অতঃপর পানি তালাস করা বিহীন যদি তায়াম্মুমের দ্বারা নামাজ আদায় করে নেই এবং তালাশের পর যদি পানি পাওয়া যায় তখন ওজু করে নামাজ পুনরায় পরা অবশ্যক। আর যদি পানি পাওয়া না যায় তায়াম্মুম দ্বারা হয়ে যাবে।

যদি প্রবল ধারনা হয় যে এক মাইলের ভেতর পানি নেই তখন তালাশের প্রয়োজন নেই। অতঃপর তায়াম্মুম দ্বারা যদি নামাজ পরে নেই এবং পানি তালাশ করে নি বা এমন কাউকে পায়নি যাকে জিজ্ঞেস করবে, পরে জানতে পেরেছে নিকটে পানি রয়েছে তখন নামাজ পুনরায় পরতে হবে না। কিন্তু ওই তায়াম্মুম তখন ভঙ্গ হয়ে যায় আর যদি জিজ্ঞেস করার মতো সেখানে কেউ ছিলো কিন্তু সে জিজ্ঞেস করে নি পরে অবগত হয়েছে যে নিকটে পানি আছে যে তখন ওজু করে নামাজ পুনরায় পরতে হবে। নিকটে পানি থাকা না থাকার ব্যাপারে যদি কারো ধারোনা না থাকে তখন অনুসন্ধান করে নেওয়া মুসতাহাব, তবে পানি তালাশ বিহীন তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ পরে নেয় নামাজ হয়ে যাবে।

সাথে যমযম কূপের পানি আছে যা মানুষের জন্য বরকত স্বরূপ আনা হয় অথবা রগ্ন ব্যক্তিকে পান করানোর জন্য এবং এ

পরিমান আছে যা দ্বারা ওজু হয়ে যাবে এমতাবস্থায় তায়াম্মুম জায়েজ হবে না। আর যদি যমযম শরীফের পানি দ্বারা ওজু না করতে চায় এক্ষেত্রে তায়াম্মুম জায়েজ হওয়ার পদ্ধতি এই যে এমন কোনো ব্যক্তিকে এই পানি হেবা বা দান করে দিবে যার থেকে পুনরায় ফেরত পাওয়ার আসা করা যায় এবং কিছু বিনিময় নির্ধারন করবে। তখন তায়াম্মুম জায়েজ হবে।

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণসমূহঃ-

যেসব কারণে ওজু নষ্ট হয় সেসব কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়। যেসব কারণে গোসল ওয়াজিব হয় সেসব কারণেই তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়। যদি পাণি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করাে হয়ে থাকে, তাহলে পাণি পাওয়ার সাথে সাথেই তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কোনো ওজর অথবা রোগের কারণে যদি তায়াম্মুম হয়ে থাকে , সে ওজর বা রোগ দূর হয়ে গেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়।

যে যে বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ

তায়াম্মুম ওই সব বস্তু দ্বারা জায়েজ যেগুলি মাটি জাতীয়। আর যে সব বস্তু আগুনে পুড়ে ছাই হয় না বা গলে যায় না কিংবা নরম হয় না সেটাই হচ্ছে মাটি জাতীয় জিনিষ। সুতরাং মাটি, ধুলা, বালি, ছুনা, সুরমা, হরিতাল, গন্ধক, মৃত পাথর পোকরাজ. আকীক, ফিরোজ.যমরদ ইত্যাদি দ্বারা তায়াম্মম জায়েজ।

আজানের অর্থ

আজানের শাব্দিক অর্থ হলো আহ্বান করা অর্থাৎ নামাজের জন্য ডাকা এবং আজান নামাজের সময়কে চেনার মাধ্যম, যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কে আজানের আদেশ করলেন তো উনি আজান দিলেন।

পুরুষের জন্য নামাজ কাজা হোক বা সময়ের মধ্যে হোক, মুকিম হোক কিংবা মুসাফির জামাতের সঙ্গে হোক বা একাকি সমস্ত ফরয ও জুমার জন্য আজান ও একামত দেওয়া সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ রয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আযান ও একামাত সংক্রান্ত কতগুলি মাসলা প্রমান সহ

(১) ভোরের নামাজের অর্থাৎ ফজরের সময় হলে ২বার বলতে হবে আস্বালাতো খাইরুম মিনান্নাউম (আবু দাউদ আযান অধ্যায়)।

(২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু বলেন যখন রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম নাকুশ (শিঙ্গা) বানাবার আদেশ করলেন, সিঙ্গা ফুঁকিয়ে লোকজনকে নামাজের জন্য একত্রিত করা হউক।

আমি স্বপ্নে একজনকে দেখলাম একজন নাকুশ (শিঙ্গা) ধরে আছেন, আমি বললাম শিঙ্গা বিক্রি করবেন? উনি বললেন কী করবেন? আমি বললাম এর দ্বারা নামাজের জন্য লোকজন একত্রিত করব। তখন উনি বললেন, আমাকে কী এর থেকে আরো ভালো জিনিস বলে দেবে না ? আমি বললাম অবশ্যই-তখন উনি বললেন, আচ্ছা তাহলে তুমি এইগুলি উচ্চারন কর। **যথাঃ-**

১) আল্লাহু আকবার (৪বার) ২) আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ (২বার) ৩) আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ (২বার) ৪) হাইয়া আলাস সালাহ (২বার) ৫) হাইয়া আলাল ফালাহ (২বার) ৬) আল্লাহু আকবার (২বার) ৭) লাইলাহা ইল্লাল্লাহ (১বার) (আবু দাউদ শারিফ আযান অধ্যায়)।

(৩) হযরত আবু মহুযুরাহ রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু বলেন আমাকে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম একামতের ১৭টি বাক্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। (তিরমিজি শারিফ)

(৪) হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু আজান ও একামাতের বাক্যগুলি দুইবার করে উচ্চারন করতেন। (মসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক,আসনাদুস সহিহ, আসারুস সুনান ১ম খন্ড পাতা ৫৩)

(৫) হুযুর পাক সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রায় সময় মাথা মোবারক ঢাকিয়ে রাখতেন। (শামায়েলে তিরমিজি-পাতা ৮) এখন তো এটা হতে পারেনা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে

ওয়া সাল্লাম শুধু সাধারন অবস্থায় মস্তককে ঢাকিয়ে রাখতেন, আর নামাজের সময় খুলে দিতেন ? বরং বুঝা গেল নামাজের মধ্যেও মস্তককে ঢাকিয়ে থাকতেন।

(৬) হযরত আনাশ বিন মালেক রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু বর্ননা করেন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ওজু করতে দেখলাম, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লামের মস্তকে কাতার দেশের পাগড়ি (আমামা শারিফ) মোবারক ছিল। হুযুর পাগরির নিচে হাত ঢুকিয়ে মাথা মাসাহ করতেন আর পাগরিকে খুলেন নাই। (আবু দাউদ ১ম খন্ড পাতা ১৯)

প্রকাশ হল যে আকা সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঐ পাগড়ি পরিধান করে, নামাজ আদায় করিতে ছিলেন কারন এটাতো হতে পরেনা ওজুর সময় পগড়ি ছিল আর নামাজের সময় পাগড়ি ছিলনা । এখানে ১টি শিক্ষা হলো মাথা মাসাহ পাগড়ির ভিতরে হাত ভরে করতে হবে। পাগড়ির উপর মাসাহ হবেনা।

আজানের পদ্ধতি ও শদসমূহ ঃ-

মসজিদের বাইরে উচু জায়গায় কিবলা মুখী দাড়িয়ে উভয় কানের ছিদ্রদ্বয়ে আঙ্গুল রেখে বা কানের উপর হাত রেখে-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ আল্লাহুআকবার ৪ বার।

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২ বার।

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ ২ বার।

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ হ্যাইয়্যাআ লাসসালাহ্ ২ বার।

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ হ্যাইয়্যাআ লালফালাহ্ ২ বার।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ আল্লাহুআকবার ২ বার।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১ বার।

বিঃ দ্রঃ- উপরে উল্লিখিত আজানের ব্যক্যগুলি জোহর, আসর, মাগরিব এবং এশার ওয়াক্তের কিন্তু ফজর ওয়াক্তের আজানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত এই বাক্যটি اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ -

pdf By Syed Mostafa Sakib

২ বার বলতে হবে। মনে রাখবে আজানের বাক্যগুলির মধ্যে যেখানে **"হাই-ইয়্যা লাস্-সালাহ্"** - আসবে তখন বাক্যটি বলতে বলতে ডানদিকে কাঁধ বরাবর মুখ ফেরাতে হবে আর যখন **"হাই-ইয়্যা লাল ফালাহ্"**- আসবে তখন বামদিকে কাঁধ বরাবর মুখ ফেরাতে হবে। আজান দেওয়ার পরপর দরুদ শরীফ ১বার এবং নিম্নের দোওয়াটি পাঠ করবে-

উচ্চারন :- আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্দা ওয়াতি তাম্মাতি, ওয়াসসালাতিল ক্বায়িমাতি আতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাজীলাতা ওয়াদ্দারাজাতার রাফীইয়াতা ওয়াবয়াসহু মাক্বামাম্মাহমূদা-নিল্লাযী ওয়া আত্তাহু, ওয়ারজুকনা শাফাআতাহু ইয়াওমাল কায়ামা,তে ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মীয়াদ।

আজানের জবাব ও শব্দসমূহ

শুনলে এর জবাব দেওয়া উচিৎ। অর্থাৎ মোয়াজ্জিন যে বাক্য বলবে সেটা শুনার পর শ্রোতাও সে বাক্য বলবে। শুধুমাত্র **''হ্যাইয়্যা আলাসসালাহ''** ও **''হ্যাইয়্যা আলালফালাহ''** এর'' জবাবে **''লা হাউলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লা হিল আলিইল আজিম''** বলবে। কিন্তু উভয়টা বলা উত্তম এবং পারলে এটাও বলবে- **''মাসাল্লাহুল কুয়াতা ইল্লা বিল্লা হিল আলিইল আজিম।''**

বি:দ্র: ফজরের নামাযে **''আসলাতো খাইরুমমিনানাউম''** এর উত্তরে **''সাদাকতা ওয়া বাররাতাহ''** বলা হয়।

একামতের পদ্ধতি ও শব্দসমূহ ঃ-

একামত আজানের মতো অর্থাৎ যে নিয়ম আজানের বর্ণনা করা হয়েছে, সে গুলো সব একামতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিছু কিছু বিষয় পার্থক্য রয়েছে। যেমন একামত **''হ্যাইয়্যাআ লালফালাহ''** বলার পর দুইবার **''কাদ্ব কামাতিস সালাহ''** বলতে হয়। একামতে আজানের মতো উচারন করা হয় না বরং উপস্থিত সকলে শুনার মতো বললে হলো। একামতের
বাক্য গুলি তাড়া তাড়ি বলতে হয়, মাঝখানে কোনো বিরতি নেই এবং কানে হাত বা আঙ্গুল দিতে হয় না। ফজরের একামতে **''আসসালাতো খাইরুম মিনাননাউম''** বলতে হয় না। আর একামত মসজিদের অভ্যন্তরে দেওয়া হয় এবং একামতে **"হাইয়্যা আলাস্-সালাহ্"** বলার সময় সকলে উঠে দাঁড়ান। **"হাইয়্যা আলাস্-সালাহ্"** ও **"হাইয়্যা আলাল ফালাহ্** বলার সময় আজানের মতো ডানে-বামে মুখ ফেরাবেন না।

একামতে বসে শোনা ঃ- ''আন আব্দিল্লাহ হিবনে আবি কাতাদা আন আবিহে কালা কালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজা ওকিমাতিস সালাহ ফালাহ্ তাকুমু হাত্তা তারাউনি আলাইকুম মুস্তাকিমা''

অর্থাৎঃ- হযরত আবুকাতাদা রাদিয়াল্লাহো তায়ালা আনহু বলেন- রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন যখন একামত বলা হয় তোমরা দাড়াবে না। যে পর্যন্ত তোমরা আমাকে দাড়াতে না দেখ। (বোখারি শরিফ ১ম খন্ড কেতাবুল আজান)।

ব্যাখ্যা- যখন সাহাবায়ে কেরাম নামাযের জন্য একত্রিত হতেন এবং জামাতের সময় হয়ে যেতো, তখন হযরত বেলাল রাদিআল্লাহু আনহু অনুমতি নিয়ে একামত দিতেন। তখন একামত শুরু হতে না হতেই সাহাবায়ে কেরামগণ দাড়িয়ে যেতেন। এই জন্য হুজুর পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যতক্ষন না আমি হুজরা (ঘর) থেকে বের হয়ে যায় ততক্ষন তোমরা দাড়াবে না ।যদিও একামত শেষ হয়ে যায় । এই জন্য ওলেমায়ে কেরামগণ বলেন যদি একামতের সময় ইমাম সাহেব কে মসজিদে দেখো তখন তোমরা দাড়াও। যখন মসজিদের ইমাম মোক্তাদি বর্তমান থাকে তখন একামতের সময় সবাই বশে থাকো। যখন মোয়াজ্জেন হাইয়া আলাসসালাহ পর্যন্ত পৌছে যায় তখন দারানো শুরু করো। হাইয়া আলালফালাহ দাড়িয়ে পড়ো। দাড়িয়ে একামত শোনা মকরুহ (আলোমগিরি শ্বামী)।

দেওবান্দীদের শত্রুতা- দেওবান্দি সাধারন মানুষ এবং আলেমগণ সবাই আহেলে সুন্নাত আল জামায়াতের সঙ্গে শত্রুতা করে দাড়িয়ে একামত শুনে । কিন্তু তারা হানফি হওয়ার দাবী করে।

একামতের পর সুন্নাত

ফজর নামায ছাড়া অন্যান্য নামাযের মধ্যে একামতের পর সুন্নাত পড়া যায়েজ নয় । ইমাম আজম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহো আনহু বলেন যদি বিশ্বাস থাকে আমি ২রাকাত ফজরের সুন্নাত পরবার পর জামাতে ২য় রাকাত পেয়ে যাবো। তবে মসজিদে বারান্দাই ২ রাকাত সুন্নাত পড়ে নাও (জামে সাগির)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম আহমাদ আলাইহের রাহমা বলেন যে, যদি বিশ্বাস থাকে আমি ২ রাকাত ফজরের সুন্নাত পড়বার পর জামাতে শেষ কাদা (আত্তাহেয়াতো) মধ্যে ইমাম কে পেয়ে যাবো, সুন্নাত পড়ে নাও । যদি জামাত মসজিদ এর ভিতরে হয় তাহলে বাইরে পড় আর যদি জামাত বাইরে হয় তবে ভিতরে পড় (ইমাম আজম , ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মহম্মদের এইটা ফাতোয়া) (শারাহ্ মা আনিউল আসাড়।)

আমাদের প্রমান এই রয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহ আনহু মসজিদে আসলেন সেই সময় একামত হয়ে গিয়েছিলো। তিনি একটা স্তম্ভ- এর ফিছনে সুন্নাত পড়েন। হজরত আবু হোযাইফা এবং হজরত আবু মোশা উপস্থিত ছিলেন (সারাহ মাআনি উল আসাড় পাতা নং ১৮৩)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ''এজা ওকি মাতিস সালাতো ফালা সালাতা ইল্লাল মাকতুবা সালাতাল ফজরে।'' যখন একামত বলা হয় তখন ফজরের ফরজ ২ রাকাত (সুন্নাত) ছাড়া আর কোন নামায নেই।

রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম মুবারক শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলে চুম্বন দিয়ে চোখে বুলানো সাহাবীগণের সুন্নাতঃ-

১) হযরত দায়লামী লিখিত পুস্তক মুসনাদে ফিরদাউসের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ্ অয়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেন, হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদি আল্লাহ্ অয়ালা যখন আজানের সময় মোয়াজ্জিনের কন্ঠ হতে আশহাদু আন্না মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ শ্রবণ করলেন এবং তিনি অনুরূপ বলে দুই হাতের শাহাদাত আঙ্গুলদ্বয়ের ভিতরের অংশে চুম্বন দিয়ে
চক্ষুদ্বয়ে বুলালেন। এরূপ করা প্রসঙ্গে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার প্রিয় জনের ন্যায় করবে তার জন্য আমার শাফাআত হালাল হয়ে যাবে।

বিঃ দ্রঃ- উক্ত হাদীস শরীফের উপর আমল করার প্রসঙ্গে বিখ্যাত হাদীস বিশারদ হযরত মোল্লা আলি কারী রাদি আল্লাহ তায়ালা আনহু মন্তব্য করেন।

যেহেতু উক্ত হাদীস্টি হযরত সিদ্দিকা আকবর রাদি আল্লাহ তায়ালা আনহু হতে সাব্যস্ত সেহেতু একটা আমলের জন্য যথেষ্ট কারন, হুজুর সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের জন্য হুকুম হলো আমার সুন্নাত কে আঁকড়ে ধরা।

হযরত ইমাম বিন আবেদীন রহমাতুল্লাহ আলাই অতিরিক্ত মন্তব্য করেন যে, আজানে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নাম শ্রবণ করে দরূদ শরীফ পড়া ও কুররাতু আইনী বিকা ইয়া রাসুলুল্লাহ বলে আঙ্গুলদ্বয় চুম্বন করা মুস্তাহাব বা সওয়াবের কাজ।

২) আবু আব্বাস ইয়ামানী সুফী তদীয় মুজাবাতুর রহমান ওয়া আজায়ে মুল মাগফারাহ কিতাবে খিজির আলাইহি সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে ব্যক্তি মোয়াজ্জিনের মুখে হুজুরের নাম মোবারক শ্রবন করে বলে মার হাবাম বেহাবিবি ওয়াকুর্‌রাতো আইনী মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ , অতপর স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করে চোখে লাগাই , তা হলে তার চোখ কখনও পীড়িত হবে না এবং অন্ধও হবে না।

৩) কানজুল ইবাদ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে ইমান কুহস্তানী মন্তব্য করেন
আজানে প্রথমবার হুজুরের পবিত্র নাম মোবারক উচ্চারিত হওয়ার পর সাল্লাল্লাহা আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ্ এবং দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হবার পর কুর্‌রাতো আইনী বিকা ইয়া রাসুল্লাহ বলা। অতঃপর দুই বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করে আল্লাহুম্মাত তিনি বিস্-সামি ওয়াল বাসারে বলে চক্ষুদ্বয়ে বুলানো মুস্তাহাব। এরূপ আমলকারীকে বান্দাকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতে নিয়ে যাবেন।

বিঃদ্রঃ- বর্ণিত হাদীসগুলিকে যয়ীফ মন্তব্যকারীকে প্রসঙ্গে খাতিমুল মুহাদ্দীসিন হযরত জালাল উদ্দীন সূয়ূতী রাদি আল্লাহ আনহু মন্তব্য করেন, আহ্কাম বা আমলের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসকে গ্রহন করা বৈধ্য, যদি তার মধ্যে সতর্কতা থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পবিত্র কোরান থেকে নামাজের প্রয়োজনীয় সুরাহ সমুহ

সুরায়ে ফাতেহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٦

বিসমিল্লাহির রাহমানির্ রাহিম।

ধ্বণি ঃ- আল্হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আররাহমানির রাহীম, মালেকি ইয়্যাওমিদ্দীন, ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়ীন। ইহ্দিনাস সিরাতাল মুসতাকীম, সেরাতাল লাজীনা আনয়ামতা আলাইহিম গয়্রীল মাগদুবি আলাইহিম আলাদ্দাল্লীন। (আমীন)

অর্থ ঃ- আল্লাহ্র নামে- (আরম্ভ করছি) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর প্রতি, যিনি সমস্ত বিশ্ব সমুহের প্রতিপালক; পরম দয়ালু ,করুনাময়, প্রতিদান দিবসের মালিক, আমরা (যেন) তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সোজা পথে পরিচাল্যি করো, তাঁদেরই পথে। যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছ; তাদের উপর নয়, যাদের উপর গজব নিপতিত হয়েছে এবং পথভ্রষ্ঠদের পথে ও নয়। (আমিন)- আমাদের দোয়া কবুল কর।

সুরায়ে ফীল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١ اَلَمْ يَجْعَلْ
كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝٢ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣
تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝٥

বিসমিল্লাহির রাহমানির্ রাহিম

ধ্বণি ঃ- আলামতারা কাইফা ফাআলা রাব্বুকা বি আস হাবিল ফীল। আলাম ইয়াজ আল কাইদা হুম ফী তাদলীলেও, ওয়া আরসালা আলাইহীম তায়রান আবাবীল। তারমীহীম বেহিজারাতিম মিন সিজ্জিলিন, ফাজা আলাহুম কায়াসফীম মা'কুল।

অর্থ ঃ- আল্লাহ্র নামে- (আরম্ভ করছি) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। হে মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম তুমি কী দেখনি যে, তোমার প্রতিপালক হাতির মালীক গনের সঙ্গে কীরকম ব্যাবহার করেছেন। তিনি কী তাহাদের চক্রান্ত ব্যার্থ করে দেননী? এবং তাহাদের উপর আবাবীল পাখীর ঝাঁক পাঠাইয়া ছিলেন। সেই পাখী গুলি তাহাদের উপর প্রস্তর খন্ডের কাঁকর নিক্ষেপ করিয়াছিল। যাহার দরুন তিনি তাহদীগকে ভক্ষিত ঘাসের মত বা ভুষির ন্যায় করিয়াছিলেন।

সুরায়ে কুরাইশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوْا
رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিসমিল্লাহির রাহমানির্ রাহিম

ধ্বণি ঃ- লিঈ-ইলাফি কুরাইশীন, ইলাফিহীম রিহলাতাস শীতায়ী ওয়াস সাইফি ফাল-ইয়াবুদু রাব্বা হাজাল বায়তীল্লাজি আতআমাহুম মিন জুইউঁ, ওয়া আমানাহুম মিন খাউক।

অর্থ ঃ- আল্লাহ্‌র নামে- (আরম্ভ করছি) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু।কুরাইশগনের আশক্তি তাহাদের শীত এবং গ্রীষ্মকালের সফরের প্রতি আশক্তি। অতঃপর তাহাদের উদিত যে,তাহারা এই ঘরের মালিকের এবাদত করে,যিনি তাহাদেরকে ক্ষুধায় আহার দান করেছেন এবং ভয় হইতে নিরাপদ করিয়াছেন।

সুরায়ে মাউন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ① فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ② وَ
لَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ③ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ④ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ
صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ⑤ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ⑥ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ⑦

বিসমিল্লাহির রাহমানির্ রাহিম

ধ্বণি ঃ- আরা আইতাল্লাজী ইউকাজ্জিবু বিদ্দীন। ফাজালিকাল লাজী ইয়াদুউল ইয়াতীমা, ওয়ালা ইয়াহুদ্দু আলা তা'আমীল মিসকীন, ফাওয়াই লুল্লিল মুসাল্লিনাল্লাজীনা হুম আন সালাতিহিম সাহুনাল্লাজীনাহুম ইউরাউনা ওয়া ইয়ামনা উনাল মাউন।

অর্থ ঃ- আল্লাহ্‌র নামে- (আরম্ভ করছি) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ যে, বিচারের দিনকে অস্বীকার করে? বস্তুতঃ যে ইয়াতিমকে বিতাড়িত করে এবং গরীদেরকে খাদ্য প্রদানে উৎসাহী হয়না। অতঃপর নামাজিরের জন্য অফশোস যাহারা

নিজেদের নামাজ সম্পর্কে গাফেল এবং অপরকে দেখাইবার জন্য প্রদর্শনী হিসাবে নামাজ পড়ে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রতিবেশীকে দিতে নিষেধ করে।

সুরায়ে কাওসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ① فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ② اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ③

বিসমিল্লাহির রাহমানির্ রাহিম

ধ্বণি ঃ- ইন্না আ-ত্বাইনা কাল কাওসার। ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার। ইন্না শা-নিয়াকা হুয়াল আবতার।

অর্থ ঃ- আল্লাহ্‌র নামে- (আরম্ভ করছি) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাওসার (বহু নেয়ামাত) দান করিয়াছি। অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদাত কর এবং কোরবানী কর।নিশ্চয়ই তোমার দুশমনগনই আবতার (নিঃসন্তান)।

সুরায়ে কাফেরুন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ① لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ② لَآ
وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ③ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ④ وَ
لَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ⑤ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ⑥

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিসমিল্লাহির রাহমানির্ রাহিম

ধ্বণি ঃ- কুলইয়া আইয়্যুহাল কাফেরুনা,লা আ'বুদু মা তা'বুদুন,ওয়ালা আনতুম আবেদুন মা তা'বুদু ওয়ালা আনা আবিদুম মা আবাদতুম,ওয়ালা আনতুম আবেদুনা মাআ' বুদু লাকুম দীনুকুম অলীয়া দ্বীন। **অর্থঃ- আল্লাহ্‌র নামে- (আরম্ভ করছি) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু**। তুমি (মোহাম্মাদ) বল হে কাফিরগন, আমি তাহার এবাদত করি না, তোমরা যাহার এবাদত কর এবং আমি যাহার (যে খোদার) এবাদত করি তোমরা তাহার এবাদত করী নও। আর তোমরা যাহার এবাদত কর, আমি তাহার এবাদত করি না। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম।

সুরায়ে নাসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ
اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

বিসমিল্লাহির রাহমানির্ রাহিম

ধ্বণি ঃ- ইজা জা-আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু ওয়ারা আইতান্নাসা ইয়াদ খুলুনা ফিদানিল্লাহি আফওয়াজা, ফাসাব্বিহ বিহামদী রাব্বিকা ওয়াসতাগফেরহু ইন্নাহু কানা তাওয়বা। **অর্থঃ- আল্লাহ্‌র নামে- (আরম্ভ করছি) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু**। যখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে মদদ এবং বিজয় আসিবে এবং তুমি আল্লাহার দ্বীনে লোকদিগকে দলে দলে প্রবেশ করিতে দেখিবে, তখন তোমার প্রতিপালকের প্রসংসা কর এবং তাহার নিকট ক্ষমা প্রর্থনা কর। তিনি নিশ্চয় মহা ক্ষমাশীল।

সুরায়ে লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا
كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ
الْحَطَبِ ۝٤ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

বিসমিল্লাহির রাহমানির্ রাহিম

ধ্বণি ঃ- তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবেওঁ ওয়াতাব্বা, মাআগনা আনহু মালুহু অমা কাসাব। সা-ইয়াস লা নারান জাতা লাহাবিওঁ অমরায়াতুহু হাম্মা লাতাল হাতাব, ফি জীদেহা হাবলুম মিম মাসাদ।

অর্থ ঃ- আল্লাহ্‌র নামে- (আরম্ভ করছি) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। আবু লাহাবের হস্তদ্বয় বিনাস হয়েছে এবং সেই নিজেও বিনষ্ট হয়েছে। তাহার ধন সম্পত্তি এবং সে যাহা রোজগার করেছে উহা তাহা কোন উপকারে আসিল না।অবিলম্বে সে নিজে এবং কাষ্টের বোঝা বহনকারী স্ত্রী লেলিহান আগুনে প্রবেশ করিবে। তাহার স্ত্রীর গলায় খেজুর গাছের ছাল দ্বারা তৈরি রজ্জু রয়েছে।

সুরাহ্ এখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ
يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিসমিল্লাহির রাহমানির্ রাহিম

ধ্বণি ঃ- কুল হুয়াল্লাহু আহাদ,আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউলাদ।ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থ ঃ- আল্লাহ্র নামে- (আরম্ভ করছি) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু।

বল (হে মোহাম্মাদ) আল্লাহ এক। আল্লাহ মুখাপেক্ষহীন বা অপ্রত্যাশী, তিনি কাহারও পিতা নয়, এবং তাহারও কেউ পিতা নয়, এবং তাহার সমতুল্য অন্য কেউ নাই।

সুরায়ে ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ① مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ② وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ③ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ④ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ⑤

বিসমিল্লাহির রাহমানির্ রাহিম

ধ্বণি ঃ- কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাকি, মিন শাররে মা খালাকা অমিন শাররে গাসেকিন ইজা অকাব, আমিন শাররেন নাফফাসাতে ফিল উকাদ, আমিন শাররী হাসেদীন ইজা হাসাদ।

অর্থ ঃ- আল্লাহ্র নামে- (আরম্ভ করছি) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। বল (হে মোহাম্মাদ) রাত্রির অন্ধকারাছন্নতার অপকারিতা হইতে এবং সৃষ্ট জিনিষের অনিষ্টকারীতা হইতে এবং গিরাসমুহের ফুৎকার দায়িনী নারীদের ক্ষতি হইতে এবং হিংসুখ যখন হিংসা করে তাহার অপকার হইতে প্রভাত প্রভুর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

সুরায়ে নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② اِلٰهِ النَّاسِ ③ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ⑤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

বিসমিল্লাহির রাহমানির্ রাহিম

ধ্বণি ঃ- কুল আউজু বিরাব্বিন নাসী,মালিকিন্নসী ইলাহিন্নাসী মিনশাররীল ওয়াশ ওয়াশিল খান্নাশীল্লাজী ইউ অসবিসু ফী সুদুরিন্নাসী মিনাল জিন্নাতি অন্নাস।

অর্থ ঃ- আল্লাহ্র নামে- (আরম্ভ করছি) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। বল (হে মোহাম্মাদ) মানুষের প্রতিপালক, মানুষের মালিক,এবং মানুষের মাবুদের নিকট সেই জিন ও মানব জাতীয় কুমন্ত্রনা দাতা খান্নাস হইতে যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রনা দেয়-আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

সূরাহ নাশরাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ① وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ② الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ③ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ④ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑤ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑥ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ⑦ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ⑧

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিসমিল্লাহির রাহমানির্ রাহিম

ধ্বণি ঃ- আলাম নাসরাহ্ লাকা সাদ্‌রাক। ওয়া-ওয়া দা'না আনকা বিজ্‌রাক। আল্লাজি- আন্‌কাদা জাহ্‌রাক। অরাফা'নালাকা যিকরাক। ফা ইন্না মাআল্ উসরে ইয়ূস্‌রা। ইন্না মাআল্ উসরে ইয়ূস্‌রা। ফা ইজা ফারাগতা ফানসাব। ওয়া ইলা রব্বিকা ফারগাব।

অর্থ ঃ- আল্লাহ্‌র নামে- (আরম্ভ করছি) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। (১) আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে উন্মুক্ত করে দিইনি? (২) আমি তোমা হতে অপসারণ করেছি তোমার সেই ভার - (৩) যা তোমার পৃষ্ঠকে অবনমিত করেছিল; (৪) এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি। (৫) কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে (৬) অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে। (৭) অতএব যখনই অবসর পাও সাধনা কর, (৮) এবং তোমার রবের প্রতি মনোনিবেশ কর।

সুরাহ্ তীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ (١) وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ (٢) وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ (٣)
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ (٤) ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ
سٰفِلِيْنَ (٥) اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ (٦)
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ (٧) اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ (٨)

বিসমিল্লাহির রাহমানির্ রাহিম

ধ্বণি ঃ- ওয়াত্তিনি ওয়ায্-যাইতুনি। ওয়াতুরি সিনিন। ওয়া হাজাল বালাদিল আমিন। লাকাদ খালাকনাল ইন্‌সানা ফি আহ্‌সানি তাক্-উইম। সুম্মা রাদাদ্-নাহু আস্‌ফালা সাফিলিন। ইল্লাল্লাজিনা আমানু ওয়া-আমেলুস্ স্বালেহাতে ফালাহুম আজরুন গায়রুন মাম্‌নুন। ফামা

ইওকাজ্জিবোকা বাআ'দো বিদ্দিন। আলাই সাল্লাহো বি আহ্‌কামিল হাকিমিন।

আল্লাহ্‌র নামে- (আরম্ভ করছি) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু।

অর্থ ঃ- (১) শপথ 'তীন' ও যাইতুন' এর (২) শপথ 'সিনাই' পর্বতের (৩) এবং শপথ এই নিরাপদ বা শান্তিময় নগরীর (৪) আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে, (৫) অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি (৬) কিন্তু তাদের নয় যারা মু'মিন ও সৎকর্ম পরায়ণ; তাদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। (৭) সুতরাং এরপর কিসে তোমাকে কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে? (৮) আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নন?

সুরাহ্ কাদ্‌র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ
الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا
بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ (٤) سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)

বিসমিল্লাহির রাহমানির্ রাহিম

ধ্বণি ঃ- ইন্না আনজালনাহো ফি লাইলাতিল কাদ্‌র। ওয়ামা আদরাকা মা লায়লাতুল কাদর। লায়লাতুল কাদরে খায়রুম মিন আলফি শাহ্‌রি। তানাজ্জালুল মালায়িকাতো ওয়ার-রুহো ফিহা বি-ইজনি রব্বিহিম মিন কুল্লে আমরি। সালামুন হি-ইয়া হাত্তা মাতলায়িল ফাজর।

আল্লাহ্‌র নামে- (আরম্ভ করছি) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু।

অর্থ ঃ- (১) নিশ্চয়ই আমি এটা অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাতে; (২) আর মহিমান্বিত রাত সম্বন্ধে তুমি কী জান? (৩) মহিমান্বিত রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। (৪) ঐ রাতে (মালাইকা) ফিরেশতাগণ ও রুহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের রবের অনুমতিক্রমে। (৫) শান্তিই শান্তি! সেই রাত - ফাজরের অভ্যুদয় পর্যন্ত।

সুরাহ্ তাকাছুর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ﴿۱﴾ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ؕ﴿۲﴾ كَلَّا سَوْفَ

تَعْلَمُوْنَ ۙ﴿۳﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ؕ﴿۴﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ

الْيَقِيْنِ ؕ﴿۵﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۙ﴿۶﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۙ﴿۷﴾

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿۸﴾

বিসমিল্লাহির রাহমানির্ রাহিম

ধ্বনি ঃ- আলহাকু মুত্তাকাশুর। হাত্তা জুরতুমুল মাক্বাবের। কাল্লা সাইফা তা'লামুন। সুম্মা কাল্লা সাউফা তা'লামুন। কাল্লা লাউ তা'লামু না ইল্মান ইয়াকিন। লাতারা উন্নাল জাহিম। সুম্মা লাতারা উন্না হা আইনাল ইয়াকিন। সুম্মা লাতুস-আলুন্না ইয়াউমায়েজিন আনিন্ নাঈম।

আল্লাহ্র নামে- (আরম্ভ করছি) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু।

অর্থ ঃ-(১) প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছনড়ব রাখে। (২) যতক্ষণ না তোমরা কাবরসমূহে উপস্থিত হচ্ছ। (৩) এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে। (৪) আবার বলি, এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে। (৫) সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতেনা। (৬) তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই। (৭) আবার বলি, তোমরা তো ওটা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে। (৮) এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা সুখ সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।

সুরাহ্ আসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالْعَصْرِ ۙ﴿۱﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۙ﴿۲﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ

عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾

বিসমিল্লাহির রাহমানির্ রাহিম

ধ্বনি ঃ- ওয়াল আসরে। ইন্নাল ইন্সানা লাফি খুশর। ইল্লাল্লাযিনা আমানু ওয়া আমেলুস স্বালিহাতে ওয়া তাওয়া সাউবিল হাক্কি ওয়া তওয়া সাউবিস্-সাবরি।

আল্লাহ্র নামে- (আরম্ভ করছি) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু।

অর্থ ঃ-(১) মহাকালের শপথ! (২) মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। (৩) কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য ধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে।

সুরাহ্ বাকারার ১ম রুকু

الٓمّٓ ﴿۱﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى

لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۲﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ﴿۳﴾

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ؕ﴿۴﴾

pdf By Syed Mostafa Sakib

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ
أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

বিসমিল্লাহির রাহমানির্ রাহিম

ধ্বণি ঃ- আলিফ লাম মিম। জালিকাল কিতাবো লা-রাইবা ফিহ্। হোদাল্লিল মুত্তাকিন। আল্লাজিনা ইয়ূমেনুনা বিল গাইবি ওয়া ইউকি মুনাস্-সালাতা ওয়ামিম্মা রাযাকনাহুম ইয়ূনফিকুন । ওয়াল্লাযিন ইয়ূমেনুনা বিমা উনজেলা এলায়কা ওয়ামা উনজিলা মিন কাবলিক। ওয়াবিল আখিরাতে হুম ইয়ূকিনুন। উলায়িকা আলা হুদাম্মির রাব্বিহিম, ওয়া উলায়িকা হুমুল মুফলিহুন। ইন্নাল্লাযিনা কাফারু সাওয়ায়ূন আলাইহিম আ-আনজারতাহুম আমলাম তুনযিরহুম লা ইয়ূমিনুন। খাতামাল্লালাহো আলা কুলুবিহিম ওয়াআলা সাময়িহিম ওয়াআলাদ আবসারেহিম গিশা ওয়াতুঁ ওয়ালাহুম আজাবুন আজিম।

আল্লাহ্র নামে- (আরম্ভ করছি) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু।

অর্থ ঃ- সেই উচ্চ মর্যাদামম্পন্ন কিতাব (কোরআন) যাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাতে হিদায়াত রয়েছে খোদাভীরুসম্পন্নদের জন্য। তারাই, যারা না দেখে ঈমান আনে নামাজ কায়েম রাখে এবং আমার দেয় জীবিকা থেকে আমার ব্যয় করে। এবং তারাই যারা ঈমান আনে এর উপর যা, (হে মেহ্বুব!), আপনার পূর্বে অবতীর্ন হয়েছে আর পরলোকের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। সে সব লোক তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হিদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই লক্ষ্যস্থলে পৌছবে। নিশ্চয় তারা, যাদের অদৃষ্টে কুফর রয়েছে চাই আপনি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন কিংবা নাই করুন, তাদের জন্য সমান। তারা ঈমান আনার নয়। আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোর উপর এবং কানগুলোর উপর মোহর ছেপে দিয়েছেন। আর তাদের চোখের উপর কালোঠুনী (আবরণ) রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

আয়াতুল কুরশি

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ
الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی
الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ
اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا
شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ
هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿۲۵۵﴾

বিসমিল্লাহির রাহমানির্ রাহিম

ধ্বণি ঃ- আল্লাহো লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইউল কাইয়ূম। লা তা'খুজুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাউম। লাহু মা ফিস্-স্বামাওয়াতে ওয়ামা ফিল আরদে মান যাল্লাযি ইয়াশ্-ফায়ূ ইন্দাহু ইল্লা বে-ইজনেহি ইয়া'লামো মা বায়না আইদিহিম ওয়ামা খ্বলফাহুমওয়ালা ইয়ূহিতুনা বি-সাইয়িম মিন ইলমি-হি ইল্লা বিমা সায়াআ। ওয়াসিয়া কুরশি ইয়ূহুস্-সামাওয়াতে ওয়াল আরদে ওয়ালা ইয়ায়ূদুহু হিফ্জুহুমা ওয়া ওয়াল আলিউল আজিম।

আল্লাহ্র নামে- (আরম্ভ করছি) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু।

অর্থ ঃ- আল্লাহ হন, যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি নিজেই জীবিত এবং অন্যদের তত্ত্বাবধায়ক তাঁকে না তন্দ্রা স্পর্শ করে, না নিন্দ্রা তাঁরই যাহা কিছু আসমান সমূহে রয়েছে এবং কিছু যমিনে। সে কে, যে তাঁর সম্মুখে সুপারিশ করবে, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে ? (তিনি) জানেন যাহা কিছু তাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যাহা কিছু তাদের পেছনে। আর তারা পায়না তাঁর জ্ঞান থেকে, কিছু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর 'কুরশী' আসমান সমূহ ও যমীনসমূহ ব্যাপী এবং তাঁর জন্য ভারী নয় এগুলোর রক্ষনাবেক্ষণ। তিনি উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুরাহ্ হোমাযাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝٢
يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۝٣ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۝٤ وَمَاۤ
اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝٦ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى
الْاَفْـِٕدَةِ ۝٧ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝٨ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩

বিসমিল্লাহির রাহমানির্ রাহিম

ধ্বণি ঃ-ওয়ায়-লুল্লি কুল্লি হোমাযাতিল লুমাযাহ্। আল্লাজি যামায়া মালাউঁ ওয়া-আদ্দাদা। ইয়াহ্সাবু আন্না মালা-হু আখলাদাহ্। কাল্লা লাইয়ূম বাযান্না ফিল হুতামা। ওয়ামা আদরাকা মাল-হুতামা। নারুলল্লাহিল মুকাদাহ্। আল্লাতি তাত্তালেয়ূ আলাল আফয়িদাহ্। ইন্নাহা আলাইহিম মু সাদাহ্। ফি আমাদিম্ মুমাদ্দাদাহ্।

অর্থ ঃ- আল্লাহ্র নামে- (আরম্ভ করছি) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য, যে লোক সম্মুখে বদনামি করে এবং পশ্চাতে নিন্দা করে; যে ব্যক্তি সম্পদ সঞ্চয় করেছে এবং গুনে গুনে রেখেছে; সেকি একথা মনে করে যে, তার সম্পদ তাকে পৃথিবীতে চিরকাল রাখবে? কখনও না, অবশ্য সে পদ-দলিতকারীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে; তুমি কি যান ? পদ-দলিতকারী কি? আল্লাহ্র আগুন, যা পজ্বল্লিত হচ্ছে; ওটা, যা অন্তরসমূহের উপর সমূদিত হবে। নিশ্চয় ওটা তাদের উপর বন্ধ করে দেওয়া হবে, দীর্ঘ দীর্ঘ স্তম্ভসমূহে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নামাজ কি ?

নামাজ ফারছী শব্দ। কোরআন মাজীদে একে ছলাত শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন-

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلْيُقْبِلْ عَلَيْهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا — وَإِيَّاكُمْ وَ الْإِلْتِفَاتِ فِيْ الصَّلاَةِ — فَإِنَّ أَحَدُكُمْ يُنَاجِىْ رَبَّهُ مَا دَامَ فِيْ الصَّلاَةِ

যখন তোমাদের কেউ নামাজে দাঁড়ায় সে যেন নামাজ শেষ না করা পর্যন্ত নামাজের মধ্যে গভীরভাবে মনোযোগ রাখে, আর বিশেষ করে যেন এদিক সেদিক খেয়াল করা থেকে বিরত থাকে। কেননা তোমাদের কেউ যতক্ষন নামাজের মধ্যে থাকে ততক্ষন সে আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলতে থাকে। (তিবরানী-আততারগীব ১ম জেলদ-৩৭৩ পৃঃ)

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন-

فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ الْمُصَلَّى اِذَا صَلَّى فَاِنَّهُ يُنَاجِىْ رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى — فَلْيَعْلَمْ بِمَا يُنَاجِيْهِ وَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ —

হে লোক সকল ! নামাজী যখন নামাজ পড়ে, নিশ্চয় সে তার রবের সঙ্গে কথা-বার্তায় লিপ্ত থাকে। সুতরাং সে তার রবের সঙ্গে কি বলছে তা যেন খেয়াল রাখে এবং তোমাদের একে অপরের স্বরকে উচু না করে। (মুছনাদে আহ্মাদ-হাদীছ নং ৬১৩২)

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِى اللهَ مَا دَامَ فِيْ مُصَلاَّهُ —

pdf By Syed Mostafa Sakib

যখন তোমাদের কেউ নামাজে দাঁড়ায় সে যেন সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কেননা সে আল্লাহর সাথে গোপনে কথা-বার্তায় লিপ্ত আছে, যতক্ষন সে নিজ জায়নামাজে আছে। (বুখারী ও মুছলিম-মেশকাত -৬৫৮)

رُوِىَ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِيْ الصَّلَاةِ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ، فَإِذَا إِلْتَفَتَ قَالَ : يَا إِبْنَ أَدَمَ إِلَى مَنْ تَلْتَفِتُ ؟ إِلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَّكَ مِنِّيْ ، أَقْبِلْ إِلَيَّ ، فَإِذَا الْتَفَتَ الثَّانِيَةَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَ الْتَفَتَ الثَّالِثَةَ صَرَفَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجْهَهُ عَنْهُ –

হযরত জাবের রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, রাছুলে পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন - যখন কেউ নামাজে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তাআ'লা নিজ চেহারাকে তার দিকে ফিরান। যখন সে এদিক সেদিক খেয়াল করে তখন আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ হে আদম সন্তান তুমি কোন্ দিকে খেয়াল করছ ? তুমি যাকে খেয়াল করছ সে কি আমার চেয়ে ভাল ? তুমি আমার দিকে খেয়াল করো। যদি সে দ্বিতীয় বার এদিক সেদিক খেয়াল করে তখন আল্লাহ তাআ'লা অনুরূপ বলেন। যদি সে তৃতীয়বার অন্যদিকে খেয়াল করে তখন আল্লাহ তাআ'লা তার দিক থেকে নিজ চেহারা ফিরিয়ে নেন। বাজ্জার এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। (আততারগীব ১ম জেলদ ৩৭০ পৃঃ)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। (আততারগীব ১ম জেলদ-৩৭০ পৃঃ)

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَزَالُ اللهُ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ فِيْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرَفَ إِنْصَرَفَ عَنْهُ –

হযরত আবু যর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআ'লা সব সময় বান্দার নামাজের মধ্যে হাজির থাকেন। যদি না সে এদিক

সেদিক খেয়াল করে। যদি সে অন্যদিকে মুখ ফিরায় তখন আল্লাহ তাআ'লাও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। আহমাদ, আবু দাউদ, নাছায়ী, ইবনু খোজায়মা তার ছহীহ কেতাবে এবং হাকেম এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। (আততারগীব ১ম জেলদ ৩৬৯ পৃঃ, মেশকাত হাদীছ নং – ৯৩২)

ইবনে মাছউদ ও আনাছ রাদিআল্লাহু আনহুমা হতেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। (আততারগীব ১ম জেলদ- ৩৭১, ৩৭২ পৃঃ)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَامَ فِيْ الصَّلَاةِ فَالْتَفَتَ رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ –

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে বলতে শুনেছি - যে ব্যক্তি নামাজে দাঁড়াল এরপর এদিক সেদিক তাকাল আল্লাহ তাআ'লা তার নামাজ কবুল না করে তার দিকে ফিরিয়ে দেন। (আততারগীব ১ম ৩৭২)

হযরত ইবনে আব্বাছ রাদিআল্লাহু আনহুমা হ'তে বর্ণিত আছে - রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেছেন ঃ জিবরাইল এসে বললেন ঃ হে রাছুল আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে ছালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ কোন বান্দা যখন নামাজের জন্যে আল্লাহর দরবারে দাড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলে তখন আমার এবং ঐ বান্দার মধ্যেকার পর্দা উঠিয়ে দেয়া হয়।

নামাজী যখন বলে ঃ আলহামদু (সকল প্রশংসা)।
আল্লাহ তখন বলেন ঃ লিমানিল হামদ (কার জন্যে প্রশংসা) ?
নামাজী বলে ঃ লিল্লাহি (আল্লাহর জন্যে)।
আল্লাহ বলেন ঃ মানিল্লাহ (আল্লাহর পরিচয় কি)?
নামাজী বলে ঃ রব্বিল আলামীন (বিশ্ব প্রতিপালক)।
আল্লাহ বলেন ঃ অমার রব্বুল আলামীন (বিশ্ব প্রতিপালক কে)?
নামাজী বলে ঃ আর রহমানির রহীম (অনন্ত অসীম দয়াময়)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ বলেন ঃ অমানির রহমানুর রহীম (কে অনন্ত অসীম দয়াময়) ?
নামাজী বলে ঃ মালিকি ইয়াও মিদ্দীন (বিচার দিনের মালিক)।
আল্লাহ বলেন ঃ ইয়া আবদী আনা মালিকি ইয়াও মিদ্দীন।
(হে আমার বান্দা আমিই বিচার দিনের মালিক)।
নামাজী বলে ঃ ইয়্যাকা না'বুদু অইয়্যাকা নাছতায়ীন (আমরা শুধু তোমারই এবাদাত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই)।
আল্লাহ বলেন ঃ ইয়া আবদী উ'বুদলী অছতায়িন (তুমি আমারই এবাদাত করো এবং আমারই কাছে সাহায্য চাও)।
নামাজী বলে ঃ ইহ্ দিনা (আমাদেরকে পথ দেখাও)।
আল্লাহ বলেন ঃ আছ ছিরাত্বল মুছতাকীম (সরল সঠিক পথ, কোন্ পথ তুমি চাও) ?
নামাজী বলে ঃ ছিরাত্বল্লাজীনা আন আমতা আলাইহিম (তাদের পথ যাদের তুমি পুরস্কার দান করেছ)।
আল্লাহ ফেরেশতাগণকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ হে ফেরেশতাগণ তোমরা সাক্ষী থাক, আমি আমার বান্দাকে পুরস্কৃত বান্দা তথা নবী, ছিদ্দিক ও শহীদগনের দলভুক্ত করে নিলাম।
নামাজী বলে ঃ গায়রিল মাগদূবি আলাইহিম অলাদ্দল্লীন (তাদের পথ নয় যাদের প্রতি তুমি গজব নাজিল করেছ এবং যারা পথভ্রষ্ট)।
আল্লাহ ফেরেশতাগণকে বলেন ঃ তোমরা সাক্ষী থাকো আমি তাকে পুরস্কৃত বান্দাদের দলভুক্ত করেছি আর কোপগ্রস্থ তিরস্কৃত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করিনি।
নামাজী বলে ঃ আমীন (হে আল্লাহ তুমি কবুল করো)।
ফেরেশতাগণ ও বলেন ঃ আমীন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী স্বীয় কেতাব "শরহুল কুলুবে" এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। (তাফছীরে নুরুল কোরআন ১ম খন্ড ১৮৮ পৃঃ। মুছলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে নামাজের মধ্যে আল্লাহ ও বান্দার কথাবার্তা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। (মেশকাত হাদীছ নং- ৭৬৬, আহমাদ হাদীছ নং- ৯৯৪৫)

আল্লাহ তাআ'লা কোরআন মজীদে এরশাদ করেন-

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَ مَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ — وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا –

ঐ আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের উপর নামাজ পড়েন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও, আর তোমাদের মধ্যের জুলমাতকে দূর করে দিয়ে নূর প্রবেশ করান। তিনি মোমেনদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। (আহযাব-৪৩)

আল্লাহ তাআ'লার তরফ থেকে বান্দার প্রতি নামাজের অর্থ রহমত বর্ষণ করা। আর আল্লাহর প্রতি বান্দার নামাজ হলো কাকুতি-মিনতি সহকারে গোনাহ মাফের আবেদন পেশ করা। ফেরেশতাদের নামাজের অর্থ বান্দার জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফেরাতের দোয়া করা।

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এরশাদ করেন-

اَلصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ –

অর্থাৎ- নামাজ মুমিনদের জন্য আল্লাহর দীদার।

উপরোক্ত কোরআন মজীদের আয়াত ও হাদীছসমুহ হতে স্পষ্টভাবে জানা গেল যে, নামাজ হলো আল্লাহ পাকের সঙ্গে বান্দার দীদার ও গোপনে কথা-বার্তা বলা।

নামাজ মু'মিনের জন্য উপহার

আল্লাহ তাআ'লা তার দীদার, নৈকট্য ও দর্শন দানের উদ্দেশ্যে নবুয়তের ১১ সনের ২৬ শে রজব দিবাগত রাতে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে স্বশরীরে নিজের কাছে নিয়ে যান। উক্ত রাতে আল্লাহ তাআ'লা বোরাকসহ হযরত জিবরিল আলাইহিছ ছালামকে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর কাছে পাঠান। হযরত জিবরিল সর্ব প্রথম রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে খানায়ে কাবা হতে বোরাকে চড়িয়ে বায়তুল মোকাদ্দাছ মছজিদে নিয়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যান। হযরত আদম আলাইহিছ ছালাম হতে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম পর্যন্ত প্রেরিত নবী-রাছুলগণকে সাথে নিয়ে রাছুলে পাক উক্ত মছজিদে দুরাকাত নামাজের ইমামতি করেন। নামাজ বাদ নবী-রাছুলগণের পক্ষ হতে হযরত আদম, হযরত নুহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত মুছা, হযরত ঈছা আলাইহিমুছ ছালাম বক্তব্য রাখেন ও আল্লাহ তাআ'লার দীদারে গমনের জন্য রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে মোবারকবাদ জানান। সকল নবী-রাছুলগণও তাদের উম্মতের নাজাতের জন্যে সুপারিশ করার আবেদন পেশ করেন। এরপর হযরত জিবরিল রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে বোরাকে চড়িয়ে উর্ধ্বে গমন করেন। প্রথম আসমান হতে সপ্তম আসমান, বেহেশত, ছিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পরিভ্রমন করান ও সেখানকার অধিবাসীগণের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেন।

আল্লাহ তাআ'লা ছিদরাতুল মুনতাহা হতে একমাত্র রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে রফরফে উঠিয়ে আরশ-কুরছী লওহো-কুলম, আলমে আরওয়াহ, ৭০ হাজার নূরের পর্দা, ছেফাতে এযাফি, ছেফাতে হাক্বিক্বী অতিক্রম করে তাকবীন ছেফাতের মূলের মূল অর্থাৎ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম-এর মূল সৃষ্টি "নুরে মুহাম্মাদী" তে নিয়ে যান। হাদীছ অনুযায়ী এ স্থান আল্লাহ তাআ'লার আঙ্গুলগুলির দু'আঙ্গুলের ফাঁকে অর্থাৎ আল্লাহর সামনে অবস্থিত। এখানে উপনীত হয়ে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম আল্লাহকে লক্ষ্য করে বললেন- اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ

উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা বললেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম পুনরায় বললেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ-

মুক্বাররবীন ফেরেশতাগণ এ দৃশ্য দেখে বলে উঠলেন-

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-

এরপর আল্লাহ তাআ'লা রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর সাথে তাঁর ও তাঁর উম্মতগণের ব্যাপারে অনেক আলাপ আলোচনা করেন।

এ আলাপ আলোচনা রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর মে'রাজ বা আল্লাহর সাথে দীদার নামে প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তাআ'লা তাঁর উম্মতের গোনাহ মাফ, নৈকট্য ও দীদারের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ হাদিয়া বা উপহার হিসেবে দান করেন। রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর মে'রাজ লাভ হয়েছিল স্বশরীরে। আর তাঁর উম্মতের দীদার হবে রুহানীভাবে ক্বলবের মাধ্যমে।

আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করেন- وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

তুমি ছেজদা করো ও তাঁর নৈকট্য লাভ করো। (ছুরা আলাক্ব-১৯)

...وَقَالَ اللهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ...-

...আর আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন- নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে আছি যখন তোমরা নামাজ কায়েম কর।... (ছুরা মায়েদা-১২)।

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

বান্দাহ সবচেয়ে আল্লাহর নিকটবর্তী হয় নামাজের মধ্যে ছেজদার সময়। (মুছলিম - তাফছীরে মাজহারী ১০ম ৩০১ পৃঃ)

۞ হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন- জিবরিল এসে বললেন- হে রাছুল! আল্লাহ আপনাকে ছালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন- কোন বান্দাহ যখন নামাজের জন্যে আল্লাহু আকবার বলে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে যায়, তখন আমার ও ঐ বান্দার মধ্যেকার পর্দা উঠিয়ে দেয়া হয়। ঐ বান্দা নামাজে ক্বলবের মাধ্যমে আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে ছুরা ফাতেহা দিয়ে আল্লাহর সঙ্গে কথা বার্তা বলতে থাকে। (নামাজ কি? অধ্যায়ে এ হাদীছ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে)। নামাজের মাধ্যমে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি

pdf By Syed Mostafa Sakib

অছাল্লাম এর উম্মতগনের এ মে'রাজ প্রাপ্তির কারণে অন্যান্য নবী-রাছুলগণ ও আকাংখা করে বলেছেন- নবী রাছুল না হয়ে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর উম্মত হতে পারলে ছলাতের মাধ্যমে আল্লাহর দীদার লাভ করে ধন্য হতাম।

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম মে'রাজ থেকে ফিরে এসে ছাহাবীগণের সামনে মেরাজের ঘটনাবলী বর্ণনা করে তাঁর উম্মতের জন্যে হাদিয়া বা উপহার স্বরূপ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ দানের সুসংবাদ প্রদান করেন।

নামাজের শিক্ষাদাতা কে ?

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম মে'রাজ থেকে ফিরে এসে সকালে ঘুমিয়ে যান। হযরত জিবরিল আলাইহিছ ছালাম রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে ঘুমাতে দেখে ফিরে যান। জোহরের সময় হযরত জিবরিল আলাইহিছছালাম পূনরায় রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর কাছে আসেন। রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এরশাদ করেন- জিবরিল আমার ঘরে আসেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে জোহরের নামাজ শিক্ষা দেন ও জোহরের ইমামতি করেন। এমনিভাবে আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামাজ শিক্ষা দেন ও ইমামতি করেন। তিনি অজু গোছল সহ নামাজের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত (ছুরা কেরাত, আত্তাহিয়্যাতু, দুরুদ, তাছবীহ, রুকু, ছেজদা) সব কিছুর নিয়ম কানুন রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে শিখান। আল্লাহ তাআ'লা নামাজের এসকল নিয়ম-কানুন জিবরিল আলাইহিছ ছালামকে শিক্ষা দেন।

নামাজের নিয়ম কানুনের মধ্যে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর নিজস্ব কোন চিন্তা-ভাবনা বা মতামত নেই। রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম জিবরিল আলাইহিছছালাম এর শিক্ষা অনুযায়ী নিজে নামাজ আদায় করেছেন এবং ছাহাবায়ে কেরামগণকে হুবহু সে সব নিয়ম কানুন শিক্ষা দিয়ে সেমতে নামাজ আদায় করতে বলেছেন।

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন- صَلُّوا كَمَارَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّى অর্থাৎ তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ আদায় করতে দেখছো ঠিক সেভাবেই নামাজ আদায় করো।

নামাজ কেন পড়ি ?

আল্লাহ তাআ'লা কোরআন মাজীদে এরশাদ করেছেন-

إِنَّ عَرَضْنَا الاَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالاَرْضِ وَالْجِبَالِ.فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ.اِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلا

'নিশ্চয়ই আমি আমার আমানাতকে আছমান জমীন এবং পাহাড় সমুহের সামনে পেশ করেছিলাম। তারা একে গ্রহন করতে অস্বীকার করল এবং এ প্রস্তাবে ভীত হল কিন্তু মানুষ তা গ্রহন করল। নিশ্চয় সে (আমানাত গ্রহনের ব্যাপারে) নিজের উপর জুলুমকারী ও (আমানাত প্রতিপালনের ব্যাপারে) অজ্ঞ মুর্খ। (ছুরা আহযাব-৭২)

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন -

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا — فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَهُ — فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِاُعْرَفَ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন-আমি গুপ্ত ভান্ডার ছিলাম। আমি নিজের পরিচয় দেয়াকে ভালবাসলাম। এরপর আমি আমার পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট (নুরে মুহাম্মাদী)-কে সৃষ্টি করলাম (হাদীছে কুদছী)

আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ —

আমি জ্বীন ও মানবজাতিকে আমার পরিচয় গ্রহনের জন্যে সৃষ্টি করেছি। (ছুরা যারিয়াত-৫৬)

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাফসীরবিদগণ ইবাদাতের অর্থ পরিচয় গ্রহন লিখেছেন (তাফছীরে মাজহারী)। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন- يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّنَهُ আল্লাহ তাআ'লা ইনছানদের ভালবাসেন আর ইনছানও আল্লাহকে ভালবাসে।

দুনিয়ায় স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিয়ের আগে তারা নিজ নিজ বাপ-মায়ের পরিবেশে মানুষ হয়। বাপ-মায়ের চাল-চলন, কথা-বার্তা, আদব-আখলাক, রুচি-অরুচি এক কথায় বাপ-মায়ের গুন গ্রহন করে সেই গুনে গুনান্বিত হয়। প্রত্যেক পরিবারের পরিবেশ হয় ভিন্ন। পৃথিবীতে এই দুই ভিন্ন পরিবেশের ছেলে-মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়। বিয়ের পর দেখা যায় একজন মাছ, দুধ, টক বেশী পছন্দ করে, অন্যজন গোশ্ত, ঝাল, মিষ্টি। একজন সকাল ৮টায় খায়, অন্যজন ১০টায়। একজন রাত ৮টায় শোয়, অন্যজন ১১টায়। স্বামী, স্ত্রীর জন্যে সালোয়ার কামিছ পরা পছন্দ করে, স্ত্রী চায় শাড়ী। এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকে যদি তার বাপ-মায়ের পরিবেশ ঠিক রাখতে জেদ ধরে তবে তাদের সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে সংসার ভেঙ্গে যায়। এ জন্যে সংসারে শান্তির জন্যে দুজনেই একে অপরের পরিচয় গ্রহন করতে থাকে। স্ত্রী লক্ষ্য করে স্বামী তার চলা-ফেরা, খাওয়া-পরা, শোয়া, কথা-বার্তা কোনগুলি বেশী পছন্দ করে। স্ত্রীর সেগুলো অপছন্দ হলেও স্বামীকে ভালবাসার কারণে স্ত্রী আস্তে আস্তে স্বামীর পছন্দনীয় জিনিষগুলি গ্রহন করতে থাকে এবং নিজের পছন্দের জিনিষ থেকে দুরে সরে আসে। অন্যদিকে স্বামী ও স্ত্রীর চালচলন, খাওয়া-পেওয়া, শোয়া, কথা-বার্তা,পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে কোনগুলি বেশী পছন্দ করে তা' লক্ষ্য করে। স্বামীর এগুলি পছন্দ না হলেও স্ত্রীকে ভালবাসার কারণে নিজের পছন্দ থেকে সরে এসে স্ত্রীর পছন্দ গ্রহন করতে থাকে। ফলে দেখা যায় স্বামী বাজার করার সময় স্ত্রীর পছন্দনীয় জিনিষ কিনে আনে। আর স্ত্রীও বাজার করতে গেলে স্বামীর রুচি ও পছন্দের জিনিষগুলি কিনে নিয়ে আসে। স্ত্রীর মধ্যে যদি নোংরা বা অপরিস্কার থাকে তবে স্বামী তাকে সাবান ব্যবহার করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হতে শিক্ষা দেয়। এরপর স্বামীর পছন্দ অনুযায়ী আতর-সুগন্ধি কিনে দিয়ে তা মেখে স্বামীর সামনে

আসতে বলে যেন নোংরা ও অপরিচ্ছন্নতা দূর করে সুগন্ধিতে মোহনীয় হয়ে আসে এবং স্বামীর চোখে মোহনীয় হয়ে ওঠে। এর বিপরীতে স্বামী নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন থাকলে স্ত্রীও স্বামীকে সাবান দিয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে আতর গোলাপ মাখিয়ে নিজের কাছে মোহনীয় করে তোলে। অশালীন আলাপ বা আচরণ থাকলে তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে তা দূর করে ভাল আচার আচরণে অভ্যস্ত করে তোলে। স্ত্রীর সামনে স্বামীর যত ভাল গুন প্রকাশ পায় স্ত্রীও তত বেশী স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্বামীকে ভালবাসে। আর স্বামীর সামনে স্ত্রীর যত ভালগুন প্রকাশ পায় স্বামীও তত বেশী স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্ত্রীকে ভালবাসে। স্বামী-স্ত্রী যত বেশী পরস্পরের পরিচয় গ্রহন করতে থাকে তত বেশী তাদের মধ্যে প্রেম-মহব্বত সৃষ্টি হয় এবং সে প্রেম গাঢ় ও গভীর হতে থাকে।

আপনি আপনার ছোট মেয়েকে বেশী ভালবাসেন। সে প্রায় সময়ই আপনার কোলে থাকে। আপনি আত্মীয় বাড়ী যাওয়ার জন্যে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে রওনা দিচ্ছেন। ছোট মেয়ে নিজে পেশাব-পায়খানা করে গায়ে মাখল। এরপর আপনার কোলে উঠার জন্যে কান্না শুরু করে দিল। আপনি কি ঐ অবস্থায় তাকে কোলে উঠাবেন? যার সামান্য কান্নাকাটি আপনি সহ্য করতে পারেন না, কান্নার সাথে সাথে কোলে উঠান। আর এখন তাকে কোলে উঠালে শুধু কাপড়-চোপড় নোংরা হবে, দূর্গন্ধ ছুটবে এজন্যে যতক্ষন তাকে সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিস্কার করে না দিবে ততক্ষন আপনি তাকে কোলে নেবেন না। আপনি যে পেশাব-পায়খানাকে ঘৃনা করছেন বর্তমানে ঐরূপ পেশাব-পায়খানা আপনার পেটের মধ্যেও আছে। যা আপনার মধ্যে আছে সেই একই ধরনের দূর্গন্ধ আর একজনের মধ্যে থাকায় আপনি তাকে এমন ঘৃনা করছেন।

আপনি চিন্তা করুন, যার মধ্যে কোন দূর্গন্ধ নেই, কোন দূর্গন্ধও যিনি সহ্য করতে পারেন না, তার কাছে নোংরা দূর্গন্ধ নিয়ে হাজির হলে তিনি কি তাকে সহ্য করে কাছে উঠিয়ে নেবেন ?

আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র। পবিত্র ছাড়া কোন অপবিত্র ও দূর্গন্ধ যুক্ত জিনিষ তিনি সহ্য করতে পারেন না। তিনি সকল মাখলুককে সৃষ্টি

pdf By Syed Mostafa Sakib

করেছেন। সকলকে রিজিক দেন, সকলকে প্রতিপালন করেন। তিনি নিজের পরিচয় দানের জন্য মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানব জাতিকে ভালবাসেন আর মানবজাতিও তাকে ভালবাসে।

দুনিয়ার মানুষ একে অপরকে হিংসা, ঘৃনা, বিদ্বেষ, মিথ্যা, জুলুম, অন্যায়-অত্যাচার করে নিজেকে নোংরা কলুষিত ও দূর্গন্ধযুক্ত করে ফেলে। আল্লাহ তাআ'লা মানবের উক্ত দূর্গন্ধ পাপরাশি পরিষ্কারের জন্য সাবান হিসেবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ দান করেছেন। বান্দাহ যখন পাপরাশি নিয়ে নামাজে দাড়িয়ে নামাজের অনুশীলনের মাধ্যমে কাকুতি-মিনতি সহকারে পাপের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করে তখন আল্লাহ তাআ'লাও বান্দার প্রতি মোতাওয়াজ্জাহ হন এবং আপন রহমতের নুরের তাজাল্লী দিয়ে উক্ত পাপরাশি মুছে দেন আর তার মধ্যের লজ্জাহীন খারাপ স্বভাব ও মন্দ কাজ-কর্মের স্বভাব দূর করে দিয়ে নিজের গুনাবলীর সুগন্ধি মাখিয়ে নিজের (আল্লাহর) গুনাবলীর রংএ রঞ্জিত করে নেন। বান্দাহ এবং নিজের মধ্যকার পর্দা উঠিয়ে দিয়ে ক্বলবের দ্বারা ছুরা ফাতেহার মাধ্যমে কথা-বলতে থাকেন। রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম স্বশরীরে আল্লাহ তাআ'লার যে দীদার লাভ করেছিলেন, বান্দাহ নামাজের মাধ্যমে রুহানীভাবে সেই দীদার লাভ করে থাকে।

আল্লাহ তাআ'লা তাঁর হাবীবের উম্মতের মিরাজের জন্যে নামাজ দান করেছেন। সুতরাং বান্দাহ প্রথম দিকে নামাজের মাধ্যমে নিজের গোনাহ মাফ করিয়ে নিয়ে, লজ্জাহীন খারাপ স্বভাব থেকে বিরত থাকার গুন অর্জন করে। এরপর আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য,প্রেম, ও দীদার লাভের জন্যে মিরাজের যোগ্যতা অর্জনের নামাজ পড়ে থাকে। এ ব্যতীত নামাজের আরও বহু উপকারিতা আছে। এর বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

নামাজ গোনাহ মাফকারী

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِه شَيْءٌ ؟ قَالُوْا : لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِه شَيْءٌ — قَالَ : فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوْا اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا -

হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের কি ধারণা? যদি তোমাদের কারো বাড়ীর পাশে একটি প্রবাহিত নদী থাকে আর তাতে প্রতিদিন কোন লোক পাঁচ বার গোছল করে তবে তার শরীরে কি কোন প্রকার ময়লা থাকতে পারে ? সকলে জবাব দিল ঃ না কোন ময়লা থাকতে পারেনা। রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বললেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দৃষ্টান্তও তেমনি। আল্লাহ তাআ'লা নামাজের কারণে নামাজীদের গোনাহসমুহ মুছে দেন। বুখারী, মুছলিম, তিরমিজি ও নাছায়ী এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইবনো মাজাহ হযরত ওছমান রাদিআল্লাহু আনহু থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ.....قَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّاءَ فَأَحْسَنَ الْوَضُوْءَ ثُمَّ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتَّ هٰذَا الْوَرَقُ وَقَالَ أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتَ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَالِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِيْنَ -

আবু ওছমান বলেন ঃ আমি হযরত ছালমান রাদিআল্লাহু আনহুর সঙ্গে এক গাছের নীচে ছিলাম। তিনি গাছের শুকনো ডাল ধরে নাড়া দিলেন আর তার পাতাগুলি সব ঝরে পড়ল। এরপর তিনি বললেন ঃ হে আবু ওছমান ! তুমিতো আমার কাছে জিজ্ঞেস করলে না কেন আমি এমন করলাম। আমি বললাম কেন এমন করলেন ? তিনি জবাব দিলেন ঃ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম আমার সঙ্গে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এরূপ করেছিলেন, যখন আমি তাঁর সঙ্গে এক গাছ তলায় ছিলাম। রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম গাছের একটি শুকনো ডাল ধরে নাড়া দিলেন। অমনি তার সবগুলো পাতা ঝরে পড়লো। রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে ছালমান ! তুমি তো জিজ্ঞেস করলে না কেন আমি এমন করলাম। আমি বললামঃ কেন এমন করলেন ? রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বললেনঃ কোন মুছলিম যখন ভালভাবে অজু করে তারপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে তখন তার গোনাহগুলি ঝরে যায় যেমন এ গাছের পাতা ঝরে পড়লো। এরপর তিনি এ আয়াত পড়লেন- 'হে মুহাম্মাদ দিনের দু'প্রান্তে (সকাল-সন্ধ্যায়) এবং রাতের কিছু অংশে তুমি নামাজ কায়েম করো। কেননা ভাল কাজ (আমলনামা থেকে) পাপকে দূর করে দেয়। এটা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য অতি উত্তম উপদেশ।' (আহমাদ, নাছায়ী ও তিবরানী এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন)

إِنَّ عُثْمَانَ ﷺ قَالَ : وَاللهِ لَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا لَوْلاَ أَيَةٌ فِيْ كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَتَوَضَّاءُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وَضُوْءَهُ ثُمَّ يُصَلِّى الصَّلاَةَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِى تَلِيْهَا –

হযরত ওছমান রাদিআল্লাহু আনহু বলেন - আমি রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে বলতে শুনেছি - তিনি বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি ভালভাবে অজু করে নামাজ আদায় করে আল্লাহ তাআ'লা তার ঐ নামাজ ও পূর্ববর্তী নামাজের মাঝখানের সকল গোনাহ মাফ করে দেন। (বুখারী ও মুছলিম)

قَالَ : مَنْ اَتَمَّ الْوُضُوْءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ فَالصَّلَوةُ الْمَكْتُوْبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ – رَوَاهُ النَّسَائِىْ وَابْنُ مَاجَاةَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ

হযরত ওছমান রাদিআল্লাহু আনহু রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন ঃ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন - আল্লাহ যেমনভাবে অজু করার হুকুম করেছেন যখন

কোন ব্যক্তি ঠিক তেমনভাবে অজু করে তখন তার ফরজ নামাজসমুহ তার মধ্যেকার সকল গোনাহকে মুছে দেয়। (নাছায়ী ও ইবনু মাজাহ ছহিহ ছনদে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন)

عَنْ إِبْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يُبْعَثُ مُنَادٍ عِنْدَ حَضْرَةِ كُلِّ صَلاَةٍ – فَيَقُوْلُ يَا بَنِيْ اَدَمَ : قُوْمُوْا فَاَطْفِئُوا مَا أَوْقَدْتُمْ عَلَى اَنْفُسِكُم فَيَقُوْلُ – فَيَتَطَهَّرُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ الظُّهْرَ ، فَيُغْفَرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهُمَا – فَاذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ فَمِثْلَ ذَلِكَ – فَإِذَا حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ فَمِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَتْمَةُ فَمِثْلَ ذَلِكَ فَيَنَامُوْنَ فَمُدْلِجٌ فِيْ خَيْرٍ وَمُدْلِجُ فِيْ شَرٍّ

ইবনে মাছউদ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন - রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন - প্রত্যেক নামাজের সময় একজন ঘোষনাকারী (ফেরেশতা) পাঠানো হয়। তিনি বলতে থাকেন, হে আদম সন্তান ! তোমরা ওঠো, তোমরা তোমাদের নিজদের জন্যে যে আগুন জ্বেলেছ তা নিভাও। এরপর আদম সন্তান উঠে পাক পবিত্র হয় এবং জোহরের নামাজ পড়ে। তখন তাহার জোহর ও তার পূর্বের নামাজের মধ্যেকার গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়। এরপর আছর ওয়াক্ত হাজির হয়। তখন ঘোষক ফেরেশতা অনুরূপ বলেন ও অনুরূপভাবে আছরের ও তার আগের নামাজের মধ্যেকার গোনাহ মাফ করা হয়। এরপর মাগরিবের ওয়াক্ত হাজির হয়। ঘোষক ফেরেশতা অনুরূপ বলেন ও নামাজীর মাগরিব ও তার আগের নামাজের মধ্যের গোনাহ মাফ করা হয়। এরপর এশার ওয়াক্ত হাজির হয়। ঘোষক ফেরেশতা অনুরূপ বলেন এবং এশা ও মাগরিবের মধ্যেকার গোনাহ মাফ করা হয়। এরপর আদম সন্তান ঘুমিয়ে যায় এবং শান্তিতে অথবা অশান্তিতে ঘুমের মধ্যে সফর করতে থাকে। তিবরানী তার আল কাবীর কিতাবে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। (আততারগীব ১ম - ২৩৫ পৃঃ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপরোক্ত হাদীছসমুহ এবং আরো বহু হাদীছে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম নামাজের মাধ্যমে গোনাহ মাফ হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন।

নামাজ লজ্জাহীন খারাপ স্বভাব থেকে বিরতকারী

কোরআন মাজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন-

اُتْلُ مَا أُوْحِىَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ –

(৪৫) (হে রাছুল) তোমার কাছে অহির মাধ্যমে যে কেতাব পাঠান হয়েছে তা পড়ো এবং নামাজ কায়েম করো। নিশ্চয় নামাজ লজ্জাহীন খারাপ স্বভাব ও মন্দ কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখে। (ছুরা আনকাবুত)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে - অসৎ চরিত্র, অসৎ স্বভাব ও মন্দ কাজ কর্ম থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র মাধ্যম হলো নামাজ কায়েম করা।

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ — جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِي ﷺ قَالَ اِنَّ فُلاَنًا يُصَلِّى بِاللَّيْلِ فَاذَا اَصْبَحَ سَرَقَ — قَالَ اِنَّ صَلاَتَهُ تَنْهَاهُ–

হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন ঃ এক ব্যক্তি রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর নিকটে এসে বলল ঃ অমুক ব্যক্তি রাতে নামাজ পড়ে কিন্তু ভোরে চুরি করে। রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয় তার নামাজ তাকে চুরির স্বভাব থেকে ফিরিয়ে রাখবে। (তাফসীরে মাজহারী ৭ম খন্ড ২০৫ পৃঃ)

مَنْ صَلَّى لِلّٰهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِيْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْأُوْلَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ – بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ–

আনাছ ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত, রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে ৪০

দিন তাকবীরে উলার সঙ্গে নামাজ পড়বে, তার জন্যে দুটি মুক্তি লেখা হবে। দোজখের শাস্তি হতে মুক্তি এবং নেফাকের অভিশাপ অর্থাৎ ১। মিথ্যা, ২। আমানাতে খেয়ানাত, ৩। ওয়াদা খেলাপ ও ৪। অশ্লীল গালি-গালাজ থেকে মুক্তি। (তিরমিজি, আততারগীব ১ম- ২৬৩ পৃঃ)

ইমরান ইবনে হুছাইন থেকে বর্ণিত আছে ঃ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো– এ আয়াতের অর্থ কি ?

إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ —

তিনি বললেন-

مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَوتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ فَلاَ صَلَوةَ لَهُ –

যে ব্যক্তির নামাজ তাকে লজ্জাহীন খারাপ স্বভাব ও মন্দ কাজ- কর্ম থেকে বিরত না রাখে তার নামাজ নামাজই নয়।

✿ হযরত ইবনে আব্বাছ ও ইবনে মাছউদ রাদিআল্লাহু আনহুমা বলেন ঃ যার নামাজ তাকে সৎকাজে উৎসাহ দান এবং অসৎ কাজকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য না করে তার নামাজ তাকে আল্লাহ থেকে আরো দুরে সরিয়ে দেয়। (তফছীরে মাজহারী - ৭ম খন্ড ২০৫ পৃঃ)

নামাজ বেহেশতের চাবি

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এরশাদ করেন-

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَوةُ —

বেহেশতের চাবি হল নামাজ। দারমী এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। (আততারগীব ১ম, ২৪৫ পৃঃ)

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম আরো এরশাদ করেন -

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ— فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ

اَلْجَنَّةَ – وَمَنْ لَّمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ –

আল্লাহ তাআ'লা বান্দার উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করলো এবং উক্ত আদায়ের মধ্যে হালকা মনে করে কোন কিছু নষ্ট না করলো বরং তার হক পুরাপুরি আদায় করলো তার জন্য আল্লাহর নিকট একটি ওয়াদা আছে যে, তাকে আল্লাহ বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি উক্ত নামাজ সঠিকভাবে আদায় না করলো ঐ ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নিকট কোন ওয়াদা নেই। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তবে তাকে আযাব দেবেন আর ইচ্ছা করলে তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। (ইমাম মালেক, আবু দাউদ, নাছায়ী এবং ইবনে হাব্বান এ হাদীছ রেওয়ায়েত করেছেন। (আততারগীব ১ম জেলদ ২৪২ পৃঃ)

চাবির ছাঁচ কেমন হবে ?

প্রত্যেক তালার ভিন্ন ভিন্ন চাবি থাকে। যে তালার যে চাবি নির্দ্দিষ্ট থাকে তা ব্যতীত অন্য চাবি দিয়ে তালা খোলা যায় না। প্রত্যেক চাবি একটি নির্দ্দিষ্ট ছাঁচে তৈরী হয়। আপনি আপনার ঘরে তালা বন্ধ করে চাবিটি ছেলের কাছে দিয়ে গেলেন। ছেলে চাবির একটি দাঁত ভেঙ্গে ফেললো অথবা ছেলের আঘাতের ফলে চাবির একটি দাঁত লম্বা হয়ে গেল। চাবির সঙ্গে তালার ঘাটে ঘাটে যে মিল ছিল তা নষ্ট হওয়ার ফলে চাবি দিয়ে ঐ তালা খোলা আর সম্ভব হবে না। বাধ্য হয়ে আপনি মোম অথবা গালা গরম করে তালার মধ্যে ঢুকিয়ে দেন এবং ছাঁচ অনুযায়ী চাবি তৈরী করে নিয়ে সে চাবি দিয়ে তালা খোলেন।

রছূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন- صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّى

তোমরা আমাকে যেভাবে যে নিয়মে নামাজ আদায় করতে দেখছো ঠিক সে নিয়মে নামাজ আদায় করো।

আল্লাহ তাআ'লা জিবরিল (আঃ)-কে নামাজের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়েছেন। জিবরিল (আঃ) রাছুলে পাক কে নামাজের নিয়ম-কানুন শিখিয়েছেন। সে নিয়ম-কানুন অনুযায়ী রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম নিজে নামাজ পড়েছেন এবং ছাহাবাগণকে হুবহু তা শিখিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী নামাজ পড়তে হুকুম করেছেন। সুতরাং রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর নামাজই বেহেশতের চাবির ছাঁচ। যতক্ষন বান্দার নামাজ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর নামাজের নিয়ম কানুন অনুযায়ী না হবে ততক্ষন পর্যন্ত উক্ত নামাজ বেহেশতের চাবি হবেনা। এ জন্য বান্দা বেহেশতে যেতে চাইলে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর নামাজ অনুযায়ী নিজেকে নামাজী বানাবে। কারণ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর নামাজই একমাত্র বেহেশতের চাবির ছাঁচ। অন্য কোন নামাজ নয়। এ জন্য প্রত্যেক বান্দার জরুরী কর্তব্য হলো রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর নামাজের নিয়ম অনুযায়ী নিজের নামাজ হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য করে নামাজ আদায় করা।

নামাজ মু'মিনের জন্য মে'রাজ

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এরশাদ করেন-

নামাজ মু'মিনদের জন্যে মে'রাজ — اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম স্বশরীরে আল্লাহর সঙ্গে মে'রাজ বা দীদার লাভ করেছেন একবার। আর স্বপ্নে এবং নামাজে অসংখ্য অগনিতবার আল্লাহর দীদার লাভ করেছেন।

✿ হযরত আনাছ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- রছূলুল্লাহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম মছজিদের কেবলার দিকে কিছুটা নাক ঝাড়া শ্লো দেখলেন। এ দেখে তিনি ভয়ানক কষ্ট বোধ করলেন। এমনকি এ কষ্ট তাঁর চেহারায় ও প্রকাশ পেল। রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম উঠে নিজের হাতে উহা খুচড়ে ফেললেন। এরপর বললেন - তোমাদের কেহ যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সাথে কথা বার্তায় লিপ্ত থাকে আর তখন তার রব তার ও তার কেবলার মাঝখানে থাকেন। অতএব, কেউ যেন তার কেবলার দিকে থুথু না ফেলে। বরং তার বাম দিকে অথবা পায়ের তলায় ফেলে। এরপর রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম নিজের চাদরের এক কোনা ধরে তাতে থুথু ফেললেন এবং তার একপাশ দিয়ে আর একপাশকে মলে দিলেন এবং বললেন অথবা সে যেন এমন করে। (বুখারী, মেশকাত, হাদীছ নং - ৬৯০)

আল্লাহ তাআ'লা কোরআন মাজীদে এরশাদ করেন- وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

তুমি ছেজদা করো ও তার নৈকট্য লাভ করো। (ছুরা আলাক- ১৯)

আল্লাহ তাআ'লা কোরআন মাজীদে এরশাদ করেছেন-

وَقَالَ اللهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُ سُلِىْ ...

...আর আল্লাহ বলে দিলেন - আমি তোমাদের সাথে আছি যদি তোমরা নামাজ কায়েম কর, যাকাত দিতে থাক, আর আমার রাছুলদের প্রতি ঈমান রাখ ..... (ছুরা মায়িদাহ - ১২)

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন-

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ-

হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন .- রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এরশাদ করেন - বান্দাহ আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী হয় ছেজদার সময়। অতএব, তোমরা বেশী বেশী দোয়া কর। (মুছলিম- আততারগীব -১ম ২৪৯)

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম ছাহাবাগণের সামনে নামাজের মধ্যে মে'রাজ লাভের ঘটনা বর্ণনা করে মে'রাজ লাভের পদ্ধতি শিখে তা শিক্ষা দিতে হুকুম করেছেন।

وعن معاذ بن جبل قال : احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة أني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيم يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري رب قالها ثلاثا قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيم يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال ما هن قلت مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء حين الكريهات قال ثم فيم ؟ قلت : في الدرجات . قال : وما هن ؟ إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام . ثم قال : سل قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني

pdf By Syed Mostafa Sakib

إلى حبك " . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنها حق فادرسوها ثم تعلموها " . رواه أحمد والترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح وسألت محمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هذا حديث صحيح

۞ হযরত মুআ'জ বিন জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- একদিন রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম ফজরের নামাজে আসতে দেরী করলেন। এমনকি সূর্য উঠার কাছাকাছি হলো। এ সময়ে তিনি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন। মসজিদে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে নামাজের একামত বলা হলো আর রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম ছোট কেরাতে নামাজ পড়লেন। ছালাম ফিরানোর পর মুছল্লীদের ডেকে বললেন - তোমরা যেভাবে কাতারে বসে আছ সেভাবে থাক।

এরপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন - আজ তোমাদের নিকট আসতে কেন দেরী হলো তা বলছি শোন। আমি রাতে উঠলাম, অজু করলাম, এরপর নামাজ শুরু করলাম। নামাজে আমার তন্দ্রাভাব এলো এবং আমি অসাড় হয়ে গেলাম। এ সময়ে আমি দেখলাম - আমি আল্লাহর নিকট হাজির এবং তিনি অতি উত্তম অবস্থায় আছেন। এরপর আল্লাহ তাআ'লা আমাকে ডাকলেন - হে মুহাম্মাদ ! আমি বললাম - হে রব আমি হাজির। আল্লাহ বললেন মালায়ে আলা (উচ্চ পর্যায়ের ফেরেশতা মন্ডলী) কি নিয়ে আলাপ আলোচনা করছে ? আমি বললাম - আমি তা জানিনা। এরূপ তিনি তিন বার জিজ্ঞেস করলেন। এরপর আমি দেখলাম আল্লাহ আমার দু'কাধের মাঝখানে তাঁর হাত রাখলেন। এমনকি আমার বুকের মধ্যে তার আঙ্গুলগুলির ঠান্ডা অনুভব করলাম। তখন সকল জিনিষ আমার নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল আর আমি সকল বিষয় জেনে নিলাম। এরপর আল্লাহ তাআ'লা আমাকে ডাকলেন - হে মুহাম্মাদ ! আমি উত্তর দিলাম হে রব ! আমি হাজির। তিনি বললেন - এখন বলো

মালায়ে আলা কি নিয়ে আলাপ আলোচনা করছে? আমি বললাম কাফফারা সমূহ নিয়ে। তিনি বললেন- সে সকল কি? আমি বললাম- (ক) পায়ে হেটে জামাতে যাওয়া (খ) নামাজের পর মসজিদে বসে থাকা (গ) কষ্টের সময় পরিপূর্ণভাবে অজু করা। আল্লাহ তাআ'লা পূনরায় বললেন - এরপর কি নিয়ে আলাপ আলোচনা করছে? আমি বললাম মর্যাদার বিষয় সকল নিয়ে। তিনি বললেন - সে সকল কি? ক) আমি বললাম মানুষকে খাদ্য খাওয়ানো, খ) নিজের কথা বার্তা মধুর করা, গ) রাতে যখন মানুষ ঘুমায় তখন উঠে নামাজ পড়া। এরপর আল্লাহ আমাকে বললেন- আমার কাছে কিছু চাও । রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বললেন - আমি তোমার কাছে চাই ভাল কাজ করতে, খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে, গরীব লোকদের ভালবাসতে, তুমি আমাকে ক্ষমা করতে, আমার প্রতি রহমত করতে, আর যখন তুমি কোন জাতিকে ফেতনায় ফেলতে চাইবে তখন আমাকে ফেতনামুক্ত অবস্থায় উঠায়ে লইতে। আর আমি চাই তোমাকে ভালবাসতে, তোমাকে যে ভালবাসে তাকে ভালবাসতে, যে কাজ তোমার ভালবাসার দিকে নিয়ে যায় সে কাজকে ভালবাসতে। এরপর রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বললেন নামাজের মধ্যে মে'রাজের এ ঘটনা সত্য। তোমরা এ বিষয় হাতে কলমে শেখো এরপর তা অন্যকে শেখাও। (আহমাদ ও তিরমিজী আরো বলেছেন এ হাদীছ হাছান ও ছহীহ। ইমাম বোখারীও এ হাদীছকে ছহীহ বলেছেন। (মেশকাত- ৬৯২)

উক্ত হাদীছে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম নামাজের মধ্যে আল্লাহর দীদার ও কথা-বার্তার বর্ণনা দিয়ে শেষে বলেছেন- 'ইন্নাহা হাক্কুন ফাদরুছুহা ছুম্মা তুআল্লিমুহা' এ ঘটনা সত্য, এ নামাজ হাতে কলমে শিক্ষা করো এরপর লোকদিগকে শিখাও। হাতে কলমে শিক্ষা করতে সময়ের প্রয়োজন এজন্য ছুম্মা শব্দ ব্যবহার করে বলেছেন দীর্ঘ সময়ে শিক্ষার পরে তা লোকদের শিখাও।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামাজ মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্যকারী

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে -

مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন - যে নামাজ পড়লনা সে কাফির আবি বকর ইবনে শায়বা কিতাবুল ঈমানে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন –

مَنْ تَرَكَ الصَّلَوٰةَ فَقَدْ كَفَرَ

ইবনে আব্বাছ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন - যে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দিল সে কুফরী করলো।

ইবনে মাছউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন – مَنْ تَرَكَ الصَّلَوٰةَ فَلاَ دِيْنَ لَهُ

'যে নামাজ ছেড়ে দিল, তার কোন দ্বীন নেই'।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন-

যে নামাজ পড়লোনা সে কাফির। مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ

হযরত আবি দারদা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে।

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন–

'যার নামাজ নেই তার ঈমান নেই'। لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ صَلاَةَ لَهُ

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম আরো বলেন–

إِنْ تَارِكَ الصَّلاَةِ كَافِرٌ. – 'নিশ্চয় নামাজ তরককারী কাফির'।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এরশাদ করেন-

لاَ سَهْمَ فِي الْإِسْلاَمِ لِمَنْ لاَ صَلاَةَ لَهُ وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ

যার নামাজ নেই ইসলামে তার কোন অংশ নেই। অর্থাৎ সে মুছলিম নয়। আর যার অজু নেই তার নামাজও নেই।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন-

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ –

মুছলিম এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ ছেড়ে দেয়া। (আহমাদ, মুছলিম)

۞ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন– নামাজই বান্দাহ ও কাফেরের মধ্যে একমাত্র পার্থক্যকারী। (আবু দাউদ ও নাছায়ী)

۞ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন– কুফরী এবং ঈমানের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ ছেড়ে দেয়া। (তিরমিজী)

۞ হযরত বুরাইদা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন– আমি রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে বলতে শুনেছি 'আমাদের এবং তাদের মধ্যে ওয়াদা হলো নামাজ। যারা এ নামাজ তরক করলো তারা কুফরী করলো'। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাছায়ী, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান, হাকেম, আততারগীব ১ম ৩৭৯ পৃঃ)।

হযরত ইবনু ওমার রাদিআল্লাহু আনহু রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম হ'তে বর্ণনা করেছেন, রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন -

لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ – وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ طَهُوْرَ لَهُ – وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ صَلاَةَ لَهُ – إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلاَةِ مِنَ الدِّيْنِ كَمَوْضِعِ الرَّاسِ مِنَ الْجَسَدِ – رواه الطبراني.

যার মধ্যে আমানাত নেই তার মধ্যে ঈমানও নেই। যার মধ্যে নামাজ নেই তার মধ্যে দ্বীনও নেই। দ্বীনের মধ্যে নামাজের তুলনা

pdf By Syed Mostafa Sakib

যেমন শরীরের মধ্যে মাথার স্থান। অর্থাৎ মাথা ব্যতীত যেমন শরীর বেঁচে থাকতে পারেনা তেমন নামাজ ব্যতীত দ্বীন বাঁচতে পারেনা। (আততারগীব ১ম-৩৮১ পৃঃ)

নামাজ তরককারীর ব্যাপারে ইমামগনের মতভেদ আছে। যদি কোন ব্যক্তি ফরজ নামাজকে অস্বীকার করে নামাজ না পড়ে তবে সকল ইমামের মতে সে ব্যক্তি কাফির, ইছলাম থেকে খারেজ। আর যদি কোন ব্যক্তি ফরজ নামাজকে স্বীকার করে কিন্তু অলসতা বশতঃ নামাজ না পড়ে তার ব্যাপারে মতভেদ আছে।

ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও অধিকাংশ ইমামের মতে সে ব্যক্তি কাফির নয় বরং ফাছেক। যদি সে নামাজ ত্যাগের জন্য তওবা না করে তবে তাকে হত্যা করা যাবে। যেমন– সৎ ব্যক্তির জেনার শাস্তি দেয়া হয়।

ইমাম আবু হানিফার মতে, সে কাফির হবেনা এবং তাকে হত্যা করা যাবেনা বরং তাকে কারা বদ্ধ করে রাখবে।

মূল কথা নামাজের দ্বারা গোনাহ মাফ হয়। নামাজ না পড়লে গোনাহ বৃদ্ধির কারণে সে শির্ক কুফরীতে লিপ্ত হয়ে কাফির হয়ে যায়।

নামাজের মধ্যে শির্ক

....فَقَالَ إِنَّ اللهَ أَمَرَنِيْ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ اَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَأَمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوْا بِهِنَّ ، اَوْلاَ هُنَّ أَنْ تَعْبُدُوْا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِه شَيْئًا — وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اِشْتَرَىَ عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ ، فَقَالَ هَذِهِ دَارِىْ وَهَذَا عَمَلِىْ ، وَادِّ إِلَىَّ فَكَانَ يَعْمَلُ وَ يُوَدِّىْ إِلى غَيْرِ سَيِّدِهِ ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَّكُوْنَ عَبْدُهُ كَذَالِكَ، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوْا ، فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِيْ صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ —

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন – আল্লাহ

তাআ'লা আমাকে পাচটি জিনিষের হুকুম করেছেন যেন আমি সেগুলি আমল করি এবং তোমাদেরকেও আমল করার আদেশ করি। তার মধ্যে উত্তমটি হলো - তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং এ ইবাদাতের মধ্যে কোন প্রকার শিরক করবে না। আর আল্লাহর সাথে শিরক করার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত যে তার নিজ মূলধনের সোনা অথবা রূপা দিয়ে একটি গোলাম কিনল। এরপর তাকে বলল ঃ 'এ আমার বাড়ী এবং এই আমার কাজ'। তুমি আমার হয়ে কাজ করো। সে তার মালিকের কাজ করতে থাকলো এবং সে কাজের সাথে অন্য মালিকের কাজও করতে থাকল। তোমাদের মধ্যে কেউ কি রাজী হবে যে তার গোলাম এ ধরনের কাজ করুক ? নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা তোমাদেরকে নামাজের হুকুম করেছেন। যখন তোমরা নামাজ আদায় করবে তখন এদিক সেদিক খেয়াল করো না। কেননা নামাজের মধ্যে বান্দা যতক্ষন এদিক সেদিক খেয়াল না করে ততক্ষন আল্লাহ নিজের চেহারাকে বান্দার চেহারার দিকে নিবিষ্ট করে রাখেন।
(আততারগীব ১ম জেলদ- ৩৬৭ পৃঃ)

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেছেন -

عَنْ أَبِىْ الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَامَ فِيْ الصَّلاَةِ فَالْتَفَتَ رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ –

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন - আমি রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে কেউ নামাজে দাড়ালো এরপর এদিক সেদিক খেয়াল করলো আল্লাহ তাআ'লা তার নামাজকে তার উপর নিক্ষেপ করেন। (আততারগীব ১ম-৩৭২ পৃঃ)

আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করেছেন-

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا ، وَلاَ يُشْرِكْ

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا .

'আর যারা তার রবের সঙ্গে দেখা করার আশা করে তারা যেন আমলে ছুলেহ করে আর তার রবের ইবাদাতের মধ্যে অন্য কাউকে শরীক না করে'। (ছুরা কাহাফ-১১০)

আল্লাহ তাআ'লা আরও এরশাদ করেছেন-

اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِىْ .

'আমার স্মরণের জন্যে নামাজ কায়েম করো'। (ছুরা ত্ব-হা-১৪)

নামাজের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু মনে করা শিরক। হাদীছ অনুযায়ী এ শিরককে 'শিরকে আখফা' বলে।

۞ এবনে গানাম রাদিআল্লাহু আনহু বলেন - আমি ও আবু দারদা জাবিয়া নামক মছজিদে ওবাদা ইবনে ছামেত এর সঙ্গে দেখা করলাম। হঠাৎ শাদ্দাদ এবনে আওছ এবং আওছ এবনে মালেক এসে আমাদের কাছে বসলেন। এরপর শাদ্দাদ বললেন - হে লোক সকল, আমি তোমাদের জন্যে যা সবচেয়ে বেশী ভয় করছি তা হলো গুপ্ত শাহওয়াত ও শেরেক সম্পর্কে যা আমি রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে বলতে শুনেছি। তখন ওবাদা ইবনি ছামেত ও আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বললেন - তুমি কি রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে বলতে শোননি, নিশ্চয় শয়তান এই দেশে তার বন্দেগী করান হতে নিরাশ হয়ে গেছে। গোপন শাহওয়াত-তো আমরা জানি, তা হলো দুনিয়ায় নারীদের প্রতি গোপন কামভাব ও পার্থিব বিষয়ের প্রতি মায়া-মোহ। কিন্তু হে শাদ্দাদ ! তুমি কোন শিরকের জন্যে বেশী ভয় করছো ? তখন শাদ্দাদ বললেন, তোমাদের কি ধারনা যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে নামাজ পড়লো অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে রোজা রাখলো অথবা লোক দেখানোর জন্যে দান করলো, সে তো শিরক করলো। সকলে বললো, হাঁ, আল্লাহর কছম ! যদি কোন লোক কারো সন্তুষ্টির জন্যে নামাজ পড়ে, অথবা রোজা রাখে অথবা দান করে অবশ্যই সে শিরক করলো। তখন শাদ্দাদ বললো আমি রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে বলতে শুনেছি-

مَنْ صَلَّى يُرَائِىْ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِىْ فَقَدْ أَشْرَكَ —

وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِىْ فَقَدْ أَشْرَكَ —

অর্থাৎ 'যে লোক দেখান নামাজ পড়লো সে শিরক করলো, যে লোক দেখান রোজা রাখলো সেও শিরক করলো, যে লোক দেখান দান করলো সেও শিরক করলো'। তখন আওফ ইবনি মালেক বললেন- তারা কি চেষ্টা করেনা যে তাদের সকল আমল আল্লাহর উদ্দেশ্যে হোক। তা হলে তার আল্লাহর জন্যের আমল কবুল করা হবে আর শিরক যুক্ত আমল বাদ দেয়া হবে। একথা শুনে শাদ্দাদ বললেন- নিশ্চয় আমি রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে বলতে শুনেছি

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُوْلُ — أَنَا خَيْرٌ قَسِيْمٍ لِمَنْ أَشْرَكَ بِيْ — مَنْ أَشْرَكَ بِيْ شَيْئًا فَإِنَّ حَشْدَةَ عَمَلِهِ قَلِيْلُهُ وَكَثِيْرُهُ لِشَرِيْكِهِ الَّذِىْ أَشْرَكَ بِهِ — وَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ —

নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন - যে আমার সাথে শিরক করে আমি তার উত্তম প্রতিফল দানকারী। যে আমার সঙ্গে কোন প্রকার শিরক করলো নিশ্চয় তার সকল আমল, তা কম হোক বা বেশী হোক তার শরীকের জন্যে হবে যার জন্য সে আমল করেছে এবং আমি ঐ আমলের মুখাপেক্ষী নই। (আহমাদ-হাদীছ নং ১৭১৪৫)

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ — اَلشِّرْكُ فِيْ أُمَّتِيْ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلَةِ الَّتِي تَدُبُّ فِيْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ عَلَى صَخْرَةٍ سَوْدَاءَ .

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেছেন - আমার উম্মতের মধ্যে আখফা শিরক অন্ধকার রাত্রিতে কালো পাথরের উপর পিপড়ার সারির চলার শব্দ হতেও অধিক নিঃশব্দে প্রবেশ করে।

নামাজের মধ্যে কথা-বার্তা, ছালাম করা, জওয়াব দেয়া প্রভৃতি নিষেধের পর সবশেষে নামাজের মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য চিন্তা-ভাবনা বা অন্য কিছু খেয়াল করা নিষেধ করেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

رُوِىَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِيْ الصَّلَاةِ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ، فَإِذَا الْتَفَتَ قَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ إِلَى مَنْ تَلْتَفِتُ ؟ إِلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنِّيْ ، أَقْبِلْ إِلَيَّ ، فَإِذَا الْتَفَتَ الثَّانِيَةَ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ، فَإِذَ الْتَفَتَ الثَّالِثَةَ صَرَفَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجْهَهُ عَنْهُ –

হযরত জাবের রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেছেন - যখন কেউ নামাজে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তাআ'লা নিজ চেহারাকে তার দিকে ফিরান। যখন সে এদিক সেদিক খেয়াল করে তখন আল্লাহ তাআ'লা বলেন - হে আদম সন্তান ! তুমি কোন দিকে খেয়াল করছো ? তুমি যা খেয়াল করছো, সে কি আমার চেয়ে ভাল ? তুমি আমার দিকে খেয়াল করো। যদি সে দ্বিতীয় বার খেয়াল করে তবে আল্লাহ তাআ'লা অনুরূপ বলেন। যদি সে তৃতীয় বার খেয়াল করে তবে আল্লাহ তাআ'লা তার দিক থেকে নিজ চেহারা ফিরিয়ে নেন। বাজ্জার এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। (আততারগীব ১ম ৩৭০ পৃঃ)

নামাজী কোন নামাজে জান্নাতে যাবে

আল্লাহ তাআ'লা কোরআন মাজীদে এরশাদ করেছেন-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ۝

মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা তাদের নামাজে খুশু করেছে। (ছুরা মু'মিনুন-১১)।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা 'নামাজে খুশুকারীগণ সফলকাম হয়েছে' বলে উল্লেখ করেছেন।

খুশু কি ?

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বিভিন্ন সময়ে ছাহাবাগণের সামনে খুশু সম্পর্কে যে সব কথা বর্ণনা করেছেন- নিচে তা উল্লেখ করা হলো-

۞ হযরত আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত – খুশু হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর কল্পনা মনের মধ্যে হাজির না করা এবং অঙ্গ প্রতঙ্গও স্থির রাখা অর্থাৎ এমন নড়াচড়া করা যা রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম নামাজে নিষেধ করেছেন।

۞ হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে – দৃষ্টি অবনত ও আওয়াজ ক্ষীন রাখার নাম খুশু।

۞ হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, ডানে বামে না তাকানোর নাম খুশু।

۞ হযরত আতা থেকে বর্ণিত আছে – শরীরের কোন অংশ নিয়ে খেলা না করা খুশু।

۞ হযরত আবু যর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে- নামাজের সময় আল্লাহ তাআ'লা নামাজীর প্রতি সর্বক্ষন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষন নামাজী অন্য দিকে খেয়াল না করে। যখন নামাজী অন্য দিকে খেয়াল করে তখন আল্লাহ তাআ'লা তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। (আহমদ, আবু দাউদ, নাছায়ী, মাজহারী ৬ষ্ট খন্ড - ৩৬১ পৃঃ)

۞ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাজের মধ্যে দাড়িতে হাত বুলাতে দেখে বললেন- এ ব্যক্তির কৃলব অর্থাৎ মনে খুশু থাকলে তার শরীরেও তা থাকতো। (মাজহারী-৬ষ্ট-৩৬২)

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন-

نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ خُشُوْعِ النِّفَاقِ – قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا خُشُوْعُ النِّفَاقِ؟ قَالَ خُشُوْعُ الْبَدَنِ وَنِفَاقُ الْقَلْبِ –

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে- রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেছেন- আমি আল্লাহর নিকট নেফাকের খুশু থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। ছাহাবাগণ বললেন- হে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহর রাছুল ! নেফাকের খুশু কি ? রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বললেন - শরীরে নম্র ও বিনয় ভাব থাকে কিন্তু ক্বলব নেফাকী করে অর্থাৎ মন আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হয়না। (মাজহারী ৬ষ্ট ৩৬৩ পৃঃ)

۞ হযরত ওবাদা ইবনে ছামেত রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, আমি রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে বলতে শুনেছি যে - আল্লাহ তাআ'লা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। এরপর যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করলো, সময় মত নামাজ পড়লো, রুকু ও সিজদা পুরাপুরি আদায় করলো এবং নামাজের মধ্যে খুশু পুরা করলো ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহর ওয়াদা যে, তাকে মাফ করে দেবেন। (ইমাম মালেক, আবু দাউদ, নাছায়ী ও ইবনে হাব্বান-আততারগীব ১ম - ২৫৭ পৃঃ)

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন -

مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا اُمِرَ وَ صَلَّى كَمَا اُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অজু করলো - যেভাবে হুকুম করা হয়েছে এবং নামাজও আদায় করলো যেভাবে হুকুম করা হয়েছে তার পূর্বের সকল গোনাহ মাফ করা হবে। (নাছায়ী, ইবনো মাজা, আততারগীব ১ম-২৫৩ পৃঃ)

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন-

مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا اُمِرَ وَ صَلَّى كَمَا أُمِرَ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِىْ هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلّٰهِ تَعَالَى إِلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ —

'যে ব্যক্তি যেভাবে অজু করতে বলা হয়েছে সেভাবে অজু করলো এবং যেভাবে নামাজ পড়ার হুকুম করা হয়েছে সেভাবে নামাজ পড়লো। যখন সে দাঁড়ায় এবং নামাজ পড়ে এবং আল্লাহর প্রশংসা করে, তার প্রতি ছানা পাঠ করে এবং তার মর্যাদা বর্ণনা করে যে

মর্যাদার তিনি অধিকারী এবং তার ক্বলব বা মনকে আল্লাহর জন্য খালি করে দেয় অর্থাৎ আল্লাহর চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা না করে তখন আল্লাহ তার গোনাহগুলো মুছে দেন। যেমন সে ভুমিষ্ট হওয়ার দিনে গোনাহশূন্য ছিল'। (মুছলিম এ হাদীছ রেওয়ায়েত করেছেন। আততারগীব ১ম - ২৫৩ ও ১৫৪ পৃঃ)

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন-

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَسْهُوْ فِيْهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ — যে ব্যক্তি অজু করলো সে তার অজুকে উত্তমভাবে আদায় করলো এরপর সে এমনভাবে দু'রাকাত নামাজ আদায় করলো যার কোন রাকাতে কোন ভুল ভ্রান্তি নেই তার পূর্বের সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (আবু দাউদ, আততারগীব ১ম - ২৫২ পৃঃ)

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন-

مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ اَي يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَبِوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ —

'তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজু করলো এমনকি তার অজুকে উত্তমরূপে আদায় করলো এরপর এমন দু'রাকাত নামাজ আদায় করলো যার দু'রাকাতেই তার ক্বলব ও চেহারাকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে রাখলো তার জন্য জান্নাত ওয়াজেব করে দেবেন'।(আবু দাউদ,আততারগীব ১ম-২৫২)

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন -

مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ رُكُوْعِهِنَّ وَسُجُوْدِهِنَّ وَ مَوَاقِيْتِهِنَّ وَعَلِمَ أَنَّهُنَّ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ —

'যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের হেফাজাত করলো, তার রুকু ছেজদা সকল পুরাপুরি আদায় করলো, ওয়াক্তের প্রতি লক্ষ্য রাখলো এবং এও জানলো যে, এ সকল আল্লাহ তাআ'লার নিকট

pdf By Syed Mostafa Sakib

থেকে সত্যভাবে এসেছে, সে জান্নাতে যাবে'। (আহমদ, আততারগীব ১ম - ২৪৭ পৃঃ)

নামাজী কোন নামাজে জাহান্নামে যাবে

আল্লাহ তাআ'লা কুরআন মাজীদে এরশাদ করেন -

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ

(৪) অতএব দূর্ভোগ সে সব নামাজীর যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে বেখবর, (৫) যারা লোক দেখানোর জন্যে নামাজ পড়ে। (ছুরা মাউন)

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ" قَالَ اِضَاعَةُ الْوَقْتِ وَفِيْ رَوَايَةِ اِبْنِ جَرِيْرٍوَاَبِي يَعْلَى — قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا الخ.

ছাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ থেকে বর্ণিত, রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে "হুম আন ছলাতিহিম ছাহুন" সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বললেন, যারা নামাজের ওয়াক্তের প্রতি লক্ষ্য রাখেনা। ইবনে জরীর হযরত আবু ইয়ালা থেকে বর্ণনা করেন - যারা নামাজের ওয়াক্তে নামাজ না পড়ে অন্য ওয়াক্তে পড়ে। আবু ইয়ালা থেকে বর্ণিত, ওয়াক্তের মধ্যে নামাজ পড়ে কিন্তু নামাজের মধ্যে রুকু ছেজদা পূর্ণরূপে আদায় করেনা।

۞ হযরত কাতাদা থেকে বর্ণিত, আফসোস ঐ ব্যক্তিদের জন্য যারা নামাজ পড়লে ছওয়াবের আশা করেনা আর না পড়লে শাস্তির ভয়ও করেনা।

۞ হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, হযরত হাছান বলেন - তারা লোক দেখানোর জায়গা হলে নামাজ পড়ে আর না হলে নামাজ ছেড়ে দেয়। (তাফসীরে মাজহারী ১০ম- ৩৫০ পৃঃ)

রাছুলে পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামের

পিছনে নামাজ পড়েও জাহান্নামী

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে ছলুল মদীনার মসজিদে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর পিছনে জামাতে নামাজ পড়েছিল। তার মৃত্যুর পর রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম নিজের জামা মুবারক তার কাফনের কাপড়ে দান করেন। নিজে তার জানাজাও পড়েন। বোখারী শরীফে হযরত যাবের রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন- বদরের যুদ্ধের সময় কিছু কুরাইশ সর্দার বন্দী হয়। তাদের মধ্যে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর চাচা হযরত আব্বাছও ছিলেন। রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম দেখলেন তার গায়ে জামা নেই। তখন তিনি ছাহাবাদের বললেন – তার গায়ে একটি জামা পরিয়ে দেয়া হোক। হযরত আব্বাছ রাদিআল্লাহু আনহু লম্বা ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছাড়া অন্য কারো জামা তার গায়ে ঠিকমত লাগছিল না। ফলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর জামা নিয়েই রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম নিজের চাচা হযরত আব্বাছকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। তার এ এহছানের বদলা হিসেবেই রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম নিজের জামা মুবারক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর কাফনের কাপড়ের জন্যে দিয়েদেন। তার জানাযার নামাজ পড়ার পরেই এ আয়াত নাজিল হয়। ۞ 'অলা তুছল্লি আলা আহাদিম মিনহুম মা-তা আবাদা। অলা তাক্বুম আলা ক্বরিহি, ইন্নাহুম কাফারু বিল্লাহি অরাছুলিহি অ মাতু অহুম ফাছিক্বুন'। (৮৪) আর তাদের মধ্য হতে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনো নামাজ পড়োনা। আর তার কবরেও (মাগফিরাত কামনার জন্যে) দাঁড়িও না। তারাতো আল্লাহ ও তার রাছুলের সাথে কুফরী করেছে। আর ফাছিক অবস্থায় মারা গেছে। (ছুরা তওবাহ, তাফছীরে মাআ'রিফুল কোরআন- ৪র্থ- ৫৩৫ পৃঃ)।

কোরআন মাজীদে এ মুনাফিকদের অনেক আলামত বলা হয়েছে। এর মধ্যে তাদের নামাজের আলামত সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করেছেন–

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ

pdf By Syed Mostafa Sakib

قَامُوْا كُسَالَى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ اِلاَّ قَلِيْلاً-

(১৪২) নিশ্চয় মোনাফিকরা আল্লাহকে ধোকা দিচ্ছে। অথচ তারা নিজেরা নিজেদের ধোকায় পড়ে যাচ্ছে। আর তারা যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন (নামাজের নিয়ম কানুন না মেনে) অলসভাবে দাড়ায়, লোক দেখান নামাজ পড়ে, আর নামাজের মধ্যে আল্লাহকে খুব কম স্মরন করে। (ছুরা নিছা)

উপরে দু'আয়াতে জানা যায় যারা নামাজের ওয়াক্তের প্রতি লক্ষ্য রাখেনা, যারা নামাজের ওয়াক্তের মধ্যে নামাজ না পড়ে অন্য ওয়াক্তে নামাজ পড়ে, যারা নামাজের মধ্যে রুকু সেজদা পূর্নরূপে আদায় করেনা, নামাজের পরিনাম শান্তি অথবা শাস্তির ভয় করেনা, যারা লোকের সামনে নামাজ পড়ে কিন্তু একাকী হলে নামাজ পড়েনা, যারা আল্লাহকে কম স্মরণ করে এরা সকলেই মুনাফিক পর্যায়ভুক্ত। কাফির মুশরিকদের শাস্তির মত এ মুনাফিকদের শাস্তিও কঠিন এবং ভয়াবহ হবে। আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করেছেন-

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِىْ الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا-

(১৪৫) নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিু স্তরে রয়েছে। আর তুমি তাদের জন্যে সেখানে কোন সাহায্যকারীও পাবেনা। (ছুরা নিছা)

اِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَفِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعاً –

(১৪০) আল্লাহ তাআ'লা জাহান্নামের মধ্যে মুনাফিক ও কাফিরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন। (ছুরা নিছা)

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এরশাদ করেন -

اَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاَةَ يَوْماً فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ– وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوْرٌ

وَلاَ بُرْهَانٌ وَلاَ نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَ أُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ–

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম একদিন নামাজের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন - যে নামাজের হেফাজাত করবে, উক্ত নামাজ তার জন্যে নূর, ইসলামের দলীল এবং কেয়ামতে মুক্তির অছিলা হবে। আর যে ব্যক্তি উক্ত নামাজের হেফাজাত না করবে, নামাজ তার জন্যে নূর, দলীল এবং মুক্তির অছিলা হবেনা আর কিয়ামতে কারুন, ফেরাউন, হামান এবং উবাই এবনে খালফের সঙ্গে তার হাশর হবে। (আহমদ, তিবরানী ও ইবনে হাব্বান, আততারগীব ১ম - ৩৮৬ পৃঃ)

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এরশাদ করেন -

وَمَنْ صَلاَّهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا وَلَمْ يُسْبِغْ لَهَا وُضُوْءَهَا وَلَمْ يُتِمَّ لَهَا خُشُوْعَهَا وَلاَ رُكُوْعَهَا وَلاَ سُجُوْدَهَا خَرَجَتْ وَهِىَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ– تَقُوْلُ ضَيَّعَكَ اللهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِىْ– حَتَّى إِذَا كَانَتْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ لُفَّتْ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلَقُ ثُمَّ ضُرِبَ بِهَا وَجْهُهُ–

এবং যে ব্যক্তি ওয়াক্ত ব্যতীত অন্য ওয়াক্তে নামাজ পড়লো, আর পুর্নরূপে অজু করলো না, নামাজের মধ্যে পুর্নভাবে খুশু আদায় করলো না, রুকু এবং ছেজদা সঠিকভাবে আদায় করলো না, তার নামাজ কালো অন্ধকার অবস্থায় উঠে যায় এবং তার নামাজ বলতে থাকে আল্লাহ তোমাকে ধ্বংশ করুক যেমন তুমি আমাকে ধ্বংশ করেছ, এরপর উক্ত নামাজ ছেড়া কাপড়ের পুটলীর ন্যায় নামাজীর মুখে ছুড়ে মারা হয়। (তিবরানী এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আততারগীব ১ম - ২৫৮ পৃঃ)

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার দলের লোকজন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর পিছনে মছজিদে নববীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েছে। কিন্তু নামাজ কায়েমের মাধ্যমে নিজেরা লজ্জাহীন খারাপ স্বভাব ও অসৎ চরিত্র দূর

pdf By Syed Mostafa Sakib

না করার ফলে কারুন, ফিরআউন, হামান এবং উবাই এবনে খালফের মতো অভিশপ্ত কাফিরদের সঙ্গে জাহান্নামে শাস্তিভোগ করবে।

যে মছজিদের এক রাকআত নামাজ পড়া পৃথিবীর অন্যান্য মছজিদের পঞ্চাশ হাজার রাকআত নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম। আর রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এমন রাছুল যার উম্মত হওয়ার জন্যে সকল নবী-রাছুলগণ আকাংখা পেশ করেছেন, সেই মর্যাদা সম্পন্ন রাছুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর মছজিদে বছরের পর বছর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার পরেও রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর নামাজ অনুযায়ী নামাজ আদায় না করার কারণে কাফিরদের সাথে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

۞ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন– আমার জামা তাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারবেনা। (মুছলিম, মাআ'রেফুল কোরআন ৪র্থ খন্ড ৫৩৭ পৃঃ)।

فَقَالَ ﷺ — وَمَا يُغْنِي عَنْهُ قَمِيْصِي وَ صلاَتِي مِنَ اللهِ وَاللهِ اِنِّي كُنْتُ اَرْجُوا اَنْ يُسْلِمَ بِهِ اَلْفٌ مِنْ قَوْمِهِ —

রাছুলে পাক ছল্লাল্লাহু আলাহি অছাল্লাম বলেন– আমার জামা দেয়া ও আমার জানাজা পড়া তাকে (আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে) আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না...। (মাজহারী ৪র্থ ২৭৭ পৃঃ)

রাছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু অছাল্লামের নামাজ শিক্ষা দান

রাছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর নামাজ শিক্ষা দানকে ৭ ভাগে ভাগ করা যায়।

১। নামাজের প্রথম অবস্থা ঃ নামাজ ফরজ হওয়ার পর রাছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম ছাহাবাগণকে প্রথমে নামাজের আহকাম অর্থাৎ শরীর পাক, কাপড় পাক ও নামাজ পড়ার

জায়গা পাকের ব্যাপারে পেশাব পায়খানা, পাক নাপাক, অজু-গোছল প্রভৃতি শিক্ষা দান করেন। এরপরে নামাজের মধ্যের কিয়াম, কেরাত, রুকু, ছেজদা অর্থাৎ ফরজগুলি শিক্ষা দেন। সে সময় নামাজের মধ্যে ছাহাবাগণ একে অপরের সঙ্গে আলাপ করে নামাজ পড়তেন। নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলতেন।

۞ হযরত রিফায়াহ বিন রাফে রাদিআল্লাহু আনহু বলেন – এক লোক মদীনার মছজিদে এসে নামাজ পড়ল। এরপর রাছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর কাছে যেয়ে ছালাম করল। রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম তাকে বললেন – তুমি পুনরায় নামাজ পড়। কেননা তোমার নামাজ পড়া হয়নি। তখন সে বলল, হে আল্লাহর রাছুল ! আমি কিভাবে নামাজ পড়ব তা আমাকে শিখায়ে দিন। রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বললেন, তুমি কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকবীর বলবে, এরপর ছুরা ফাতিহা পড়বে, এরপর যদি আল্লাহর ইচ্ছায় তোমার পক্ষে কিছু পড়া সম্ভব হয় তা পড়বে। এরপর যখন রুকু করবে দু'হাতের আঙ্গুল দু'হাটুর উপর রাখবে। রুকুতে স্থির থাকবে, পিঠ সমান রাখবে, এরপর যখন উঠবে পিঠ সোজা রাখবে, মাথাকে এমনভাবে উঠাবে যেন হাড়ের জোড়গুলি নিজ নিজ জায়গায় লেগে যায়। এরপর ছেজদা করবে ও ছেজদাতে স্থির থাকবে। ছেজদা থেকে উঠে বাম উরুর উপরে বসবে। এরপর প্রত্যেক রুকু ছেজদাতে ধীর স্থিরভাবে এরূপ করতে থাকবে। (মাছবীহ, আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাছায়ী) তিরমিজির অপর বর্ণনায় আছে, রাছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বললেন, যখন তুমি নামাজ পড়তে ইচ্ছা করবে তখন আল্লাহ যেভাবে আদেশ করেছেন, সেভাবে অজু করবে এরপরে কলেমা শাহাদাত পড়বে তারপর ইকামাত বলে নামাজ শুরু করবে। এখন যদি তোমার কোরআন জানা থাকে তাহলে কোরআন পড়বে। আর যদি কোরআন জানা না থাকে তাহলে আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে তারপর রুকু করবে। (মেশকাত হাদীছ নং - ৭৮৪)

pdf By Syed Mostafa Sakib

عن عبد الله بن مسعود قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا : يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال : إن في الصلاة لشغلا "

۞ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাছউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, হাবশায় হিজরতের পূর্বে রাছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছল্লামকে তাঁর নামাজে থাকা অবস্থায় আমরা তাঁকে ছালাম করতাম, আর তিনি আমাদের ছালামের উত্তর দিতেন। (আবু দাউদ-মেশকাত হাদীছ নং – ৯৭৯)

عن رفاعة بن رافع قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال : " من المتكلم في الصلاة ؟ " فلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد ثم قالها الثالثة فقال رفاعة : نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها " .

رواه الترمذي وأبو داود والنسائي

۞ হযরত রেফায়া বিন রাফে রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি একদিন রাছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর পিছনে নামাজ পড়ছিলাম। হঠাৎ আমার হাঁচি এলো। তখন আমি বললাম "আল হামদুলিল্লাহি হামদান কাছিরান তয়্যিবান মুবারাকান ফিহি, মুবারাকান আলাইহি কামা ইহিব্বু রব্বুনা অ-ইয়ারদা"। রাছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম নামাজ শেষ করে জিজ্ঞেস করলেন নামাজের মধ্যে এ কথাগুলি কে বলেছে ? কেউ কোন উত্তর দিলনা। তিনি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিলনা।

হলে তিনি বললেন, যদি তা করতেই হয় তবে শুধু একবার করবে। (বুখারী, মুছলিম, মেশকাত – ৯১৭)

۞ হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, একদিন রাছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম ঘরে নামাজ পড়তেছিলেন। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। আমি এসে দরজা খুলতে বললাম। তিনি কিছুদূর হেঁটে এসে আমার জন্যে দরজা খুলে দিলেন। এরপর রাছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম নিজের নামাজের জায়গায় ফিরে গেলেন। হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, দরজাটি কিবলার দিকে ছিল। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাছায়ী, মেশকাত ৯৪০)

۞ হযরত যাবের রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর সঙ্গে জোহরের নামাজ পড়তাম। বেশী গরমের জন্যে আমি মুটোভর্তি ছোট ছোট পাথর নিতাম, যা তিনি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, তখন আমি (রেফায়া) উত্তর করলাম, হে আল্লাহর রাছুল, আমি। আল্লাহর রাছুল বললেন, আল্লাহর কছম - আমি দেখলাম তিরিশের উপর ফেরেশতা তাড়াহুড়া করছেন, কে কার আগে এ আমল নিয়ে উপরে উঠবেন। (তিরমিজি, আবু দাউদ, নাছায়ী, মেশকাত – ৯৯২)।

عن أبي قتادة قالت : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامه بنت أبي العاص على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها "

۞ হযরত আবু কাতাদা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছল্লামকে লোকের ইমামতি করতে দেখেছি। তখন আবুল আছের মেয়ে উমামা তাঁর কাঁধের উপর ছিল। তিনি যখন রুকু করতেন তখন উমামাকে নামিয়ে দিতেন। আর যখন ছেজদা হতে মাথা উঠাতেন, পূনরায় তাঁকে ঘাড়ে উঠাইয়া লইতেন। (বুখারী, মুছলিম, মেশকাত - ৯৮৪)।

রাছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর নিকট নামাজের মধ্যে ছেজদার সময় এক ব্যক্তির ম াটি সরানো সম্মন্ধে জিজ্ঞেস করা

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমার হাতে ঠান্ডা হয়ে গেলে কপালের নিচে রেখে ছিজদা দিতে পারি। (আবু দাউদ, নাছায়ী, মেশকাত ৯৪৫)

প্রথম অবস্থায় নামাজের ছুরা কেরাত দেখে পড়া বা শুনে পড়া নামাজের মধ্যে থেকে কাউকে ছালাম দেয়া বা ছালামের উত্তর নে'য়া এসব জায়েজ ছিল।

নামাজের দ্বিতীয় অবস্থা ঃ

عن عبد الله بن مسعود قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي حتى إذا قضى صلاته قال : " إن الله يحدث من أمره ما يشاء ن وإن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة " .

فرد علي السلام

۞ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাছউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, হাবশা হিজরত করার আগে আমরা রাছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছল্লামকে তাঁর নামাজে থাকা অবস্থায় ছালাম করতাম আর তিনি আমাদের ছালামের উত্তর দিতেন। হাবশা থেকে মদীনায় ফিরে আসার পর আমি রাছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমি তাঁকে নামাজের মধ্যে পেয়ে ছালাম করলাম। কিন্তু তিনি নামাজ শেষ না করা পর্যন্ত আমার ছালামের উত্তর দিলেন না। নামাজ শেষে আমাকে বললেন, **আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নিজের ইচ্ছায় নতুন হুকুম করেন**। এবার তিনি যেসব নতুন হুকুম করেছেন, তার মধ্যে একটি হলো, তোমরা নামাজের মধ্যে কথা বলবেনা। একথা বলার পর তিনি আমার ছালামের উত্তর দিলেন। এরপর বললেন – নামাজ শুধু কোরআন পড়া এবং আল্লাহর যিকিরের জন্যে।

এজন্যে যখন তুমি নামাজের মধ্যে থাকবে তখন তোমার কাজ যেন তাই-ই হয়। (আবু দাউদ, মেশকাত - ৯৮৯)।

۞ আল্লাহ তাআ'লা কোরআন মাজীদে এরশাদ করেছেন –

وَ اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ–

যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে তা শুনবে, আর চুপ হয়ে থাকবে। তাহলে তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে। (ছুরা আ'রাফ – ২০৪)

۞ হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, প্রথমদিকে নামাজীরা নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলত। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। হযরত কাতাদা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, প্রথমদিকে লোকেরা নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলত। নামাজ পড়তে আসা মুছল্লি নামাজী মুছল্লিকে জিজ্ঞেস করত, কত রাকাত পড়েছ ? নামাজী জবাব দিত এত রাকাত পড়েছি। এরপর এ আয়াত নাজিল হলে সকলের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। হযরত জোহাক বলেন, লোকেরা নামাজের মধ্যে একে অপরকে ডাকত। এরপর এ আয়াত নাজিল হয়। হযরত যায়েদ বিন আকরাম রাদিআল্লাহু আনহু ছিলেন মদীনাবাসী। তিনি বলেছেন, আমরা নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলতাম। "যখন অ-ইযা কুরিআল কুরআনু ফাছতামি-উ লাহু...এআয়াত নাজিল হল তখন আমাদেরকে নামাজে চুপ থাকার হুকুম দেয়া হয়। আবু ছুলাইমান খাত্তাবী বলেছেন, হিজরতের কিছুকাল পরে নামাজের মধ্যে কথাবার্তা নিষেধ করা হয়েছে। (মাজহারী ৩য় খন্ড ৪৪৮)

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পরে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম নামাজের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, ছালাম দেয়া, ছালামের জওয়াব দেয়া, হাঁচির জওয়াব দেয়া, বাইরের কিরাত শুনে নামাজ পড়া বা ছুরা কিরাত দেখে পড়া প্রভৃতি নিষেধ করে দেন।

নামাজের তৃতীয় অবস্থা ঃ

ছাহাবায়ে কেরাম দিনের বেলা সাংসারিক ও ব্যবসায়িক কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকার কারণে জোহরের নামাজে কম হাজির হতেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জোহরের জামাতে রাছুলে পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছল্লামের পিছনে এক কাতার বা দু'কাতার লোক হতো। নামাজী কম হওয়ার কারণে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বললেন লোকেরা জামাতে যোগ দেবে, তা না হলে আমি তাদের বাড়ী ঘর জালিয়ে দেব। তখন এ আয়াত নাজিল হয় –

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ–

(২৩৮) তোমরা নামাজের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষকরে মধ্যবর্তী নামাজের অর্থাৎ জোহরের নামাজের। আল্লাহর সামনে তোমরা বিনীতভাবে দাড়াবে। (ছূরা বাকারাহ)

কুনুত শব্দের অর্থ বিনীত হওয়া, অবনত হওয়া, নজর নীচের দিকে রাখা, মাথা অবনত করে রাখা। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর নামাজীদের অবস্থা এমন হল যে, তারা নামাজের মধ্যে এদিক সেদিক খেয়াল করতেন না, পাথর সরাতেন না এমনকি মনে মনে কোন কিছু ধারনা বা চিন্তা ভাবনা করতেন না। (মাজহারী ১ম খন্ড – ৩৩৭ পৃঃ)।

عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال : " هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد "

۞ হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, একবার আমি রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে নামাজের মধ্যে এদিক সেদিক খেয়াল সম্মন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন–এ হল শয়তানের ছো মারা। শয়তান ছো মেরে নামাজীর নামাজের কিছু অংশ নিয়ে যায়। (বুখারী, মুছলিম, মেশকাত - ৯১৯)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يزال الله عز وجل

مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي

۞ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেছেন– আল্লাহ তাআ'লা তার বান্দার দিকে তাকিয়ে থাকেন যতক্ষন বান্দা নামাজে রত থাকে আর এদিক সেদিক খেয়াল না করে। যখন সে এদিক সেদিক খেয়াল করে তখন আল্লাহ তাআ'লা তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাছায়ী, দারেমী মেশকাত– ৯৯৫)

وروي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام الرجل في الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فإذا التفت قال يا ابن آدم إلى من تلتفت إلى من هو خير لك مني أقبل إلي فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك فإذا التفت الثالثة صرف الله تبارك وتعالى وجهه عنه

অন্য হাদীছে আছে, বান্দা যখন নামাজের মধ্যে এদিক সেদিক খেয়াল করে, তখন আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান তুমি কোন দিকে খেয়াল করছ ? তুমি যা খেয়াল করছ তা কি আমার চেয়ে ভাল? তুমি আমার দিকে খেয়াল কর। যদি বান্দা দ্বিতীয় বার খেয়াল করে, আল্লাহ তাআ'লা অনুরূপ বলেন। বান্দা যখন তৃতীয়বার খেয়াল করে, আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নিজের চেহারা সেখান থেকে উঠিয়ে নেন। (আততারগীব ১ম খন্ড; হাদীছ নং- ৭৮৯, পৃষ্ঠা- ২০৯)

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع " . رواه الترمذي وفي أخرى له ولابن ماجه : " فليضع يده على فيه "

pdf By Syed Mostafa Sakib

۞ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন, নামাজের মধ্যে হাই উঠা শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং যখন কারো হাই আসে তখন সে যেন তা সাধ্য অনুযায়ী বন্ধ করার চেষ্টা করে। (তিরমিজি মেশকাত – ৯৯৩)।

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেছেন, নামাজের মধ্যে হাচি, তন্দ্রা, হাই আসা, বমি আসা নাক হতে রক্তপড়া এসব শয়তানের পক্ষ হতে। অর্থাৎ শয়তান এসব কাজ করে খুশী হয়। (তিরমিজি, মেশকাত – ৯৩৪)।

উপরের আয়াত নাজিল হওয়ার পর মুছল্লির নামাজের মধ্যে উপরের বর্ণিত বিষয়গুলি পরহেজ করে চললে তা কুনুতের নামাজ হবে।

নামাজের চতুর্থ অবস্থা ঃ নাজাত পাওয়ার নামাজ। আল্লাহ তাআ'লা কোরআন মাজীদে এরশাদ করেন–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۞

(১) ঐ সকল মু'মিনরা তাদের নামাজের দ্বারা নাজাত পেয়েছে (২) যারা তাদের নামাজে খুশু করেছে। (ছুরা মু'মিনুন)

খুশুর আবিধানিক অর্থ হলো স্থির থাকা। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ হলো ক্বলব বা মনে স্থিরতা থাকা অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর চিন্তা-ভাবনা করাকে মনের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে হাজির না করা, অঙ্গ প্রতঙ্গ স্থির থাকা অর্থাৎ অনর্থক নড়াচড়া না করা। এমন নড়াচড়া যা রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম নামাজে নিষেধ করেছেন।

۞ হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম নামাজের মধ্যে এক ব্যক্তিকে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন – "লাউ খ-শিয়া কলবু হাজা লাখশিয়াত জা-অরেয়াহু"। "যদি এই ব্যক্তির মনে খুশু থাকতো তাহলে তার অঙ্গ প্রতঙ্গের মধ্যে স্থিরতা থাকতো"। (তাফছীরে মাজহারী ৬ষ্ঠ খন্ড ৩৬৩ পৃঃ)

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يزال الله مقبلا على العبد بوجهه ما لم يلتفت أو يحدث

۞ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন, "নামাজের মধ্যে আল্লাহ তাআ'লা বান্দার দিকে নজর রাখেন যতক্ষন না নামাজী অন্য কোন চিন্তা-ভাবনা না করে। যখন সে এদিক সেদিক খেয়াল করে অন্য চিন্তা-ভাবনা করে তখন আল্লাহ তার দিক থেকে নজর ফিরিয়ে নেন"। (আহমাদ, নাছায়ী, আবু দাউদ, আত্-তারগীব ১ম খন্ড; পৃষ্ঠ- ২০৯, হাদীছ নং- ৭৯৩)

ফেকাহবিদগণ দাড়ি নিয়ে খেলা করা নামাজের মাকরুহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর রাছুলের বর্ণনা মতে, নামাজের মধ্যে মাকরুহ হল ৮৮ টি এ ৮৮টি মাকরুহ ত্যাগ করে নামাজ পড়লে তা হবে খুশু বা নাজাত প্রাপ্তির নামাজ। সুতারাং কোরআন মাজীদের এ আয়াত অনুযায়ী নামাজের মাধ্যমে নাজাত পেতে চাইলে নামাজের মধ্যের মোফছেদাত অর্থাৎ নামাজ নষ্টকারী বিষয়-গুলিকে ত্যাগ করে নামাজের মধ্যের ফরজ ওয়াজেব, ছুন্নাত, মোস্তাহাবসমূহ আমলের সঙ্গে সঙ্গে এ ৮৮টি মাকরুহ ত্যাগ করে নামাজ পড়তে হবে। তা না হলে এ নামাজ নাজাত প্রাপ্তির নামাজ বলে গণ্য হবেনা।

নামাজের পঞ্চম অবস্থা ঃ মুখবিতের নামাজ। মুখবিত অর্থ অনুগত ও বিনয়ী। নামাজের মধ্যে নামাজের নিয়ম কুনুন যথাযথ পালন ও বিনয়ের সঙ্গে নামাজ পাঠকারীকে মুকবিত বলা হয়।

আল্লাহ তাআ'লা কোরআন মাজীদে এরশাদ করেন –

فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا وَبَشِّرِالْمُخْبِتِيْنَ- الَّذِيْنَ اِذَاذُكِرَاللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَااَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ-

(৩৫) আর তোমাদের আল্লাহ তো একমাত্রই আল্লাহ। সুতরাং তারই অনুগত হও এবং বিনয়ীদের সুসংবাদ দাও। যাদের সামনে আল্লাহর কথা বললে তাদের ক্বলব বা অন্তর থর্থর্ করে কাঁপে, যারা তাদের বিপদ আপদে ছবর করে, যারা নামাজ কায়েম করে আর আমি তাদেরকে যে রেজেক দিয়েছি তা থেকে তারা দান করে। (ছুরা হজ্জ)

আরবী ভাষায় "খুবতুন" শব্দের অর্থ নীচু ভূমি। এ কারণে যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিজকে হেয় মনে করে তাঁকে খাতিব বলে। হযরত কাতাদা ও মুজাহিদ রাদিআল্লাহু আনহু এর মতে মুখবিতিনের অর্থ বিনয়ী। হযরত আমর ইবনু আছ বলেন "মুখবিতিন এমন লোকদের বলা হয়, যারা অপরের উপর জুলুম করেনা। কেউ তাদের উপর জুলুম করলে তারা তার প্রতিশোধ নেয়না। ছুফিয়ান বলেন– যারা সুখে দুঃখে, স্বাচ্ছন্দে, অভাব-অনাটনে, আল্লাহর ফয়ছালা ও তকদিরের উপরে সন্তুষ্ট থাকে তারাই মুখবিতিন।

۞ আল্লাহ তাআ'লা আরো এরশাদ করেন –

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ– الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ– أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ–

(২) মু'মিন তো ওরাই যখন তাদের সামনে আল্লাহর নাম নেয়া হয়, তাদের কুলব সমূহ ভয়ে থর্থর্ করে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের সামনে আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়। আর তারা তাদের রবের উপর ভরসা করে। (৩) যারা নামাজ কায়েম করে আর তাদের রেজেক থেকে দান করে (৪) এরাই খাঁটি মু'মিন। তাদের রবের কাছে তাদের জন্য উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রেজেক রয়েছে। (ছুরা আনফাল)

আল্লাহ তাআ'লা আরো এরশাদ করেন–

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ– اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ–

(২২) আল্লাহ যার (কুলবের প্রথম স্তর) ছদরকে ইছলামের জন্য খুলে দিয়েছেন সে তার রবের নিকট থেকে আগত নূরের মধ্যে রয়েছে। যাদের কুলব বা অন্তর সমূহ আল্লাহর স্মরনের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্য দুর্ভোগ। তারা প্রকাশ্য গোমরাহীতে রয়েছে। (২৩) আল্লাহ উত্তমবাণী তথা কিতাব নাজিল করেছেন। যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, বারবার পড়া হয়। যারা তাদের রবকে ভয় করে এ কোরআন পড়ার কারণে তাদের চামড়ার উপরের লোম সকল কাঁটা দিয়ে ওঠে। এরপর তাদের চামড়া ও কুলব সমূহ আল্লাহর স্মরণে বিনয়ী হয়। এটাই আল্লাহর পথ নির্দেশ। এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তার কোন পথ প্রদর্শনকারী নেই। (ছুরা ঝুমার)

হযরত উছমান বিন আবী দাহদেশান রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন– আল্লাহ তাআ'লা বান্দার কোন আমলকে কবুল করেন না যতক্ষন পর্যন্ত তাঁর কুলবসহ সমস্ত শরীর সে আমলের সাক্ষ্য না দেয়। (আততারগীব ১ম - ৩৪৬)

নামাজের ৬ষ্ঠ অবস্থা ঃ ইহছানের নামাজ। হাদীছে জিবরিলে বর্ণিত আছে – জিবরাইল আলাইহিচ্ছালাম যখন রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, মাল ইহছান অর্থাৎ ইহছান কি? রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম জবাব দিলেন "আল ইহছানু আন তা'বুদাল্লাহা কাআন্নাকা তারাহু ফাইন লাকুন তারাহু ফাইন্নাহু ইয়ারাক"। অর্থাৎ ইহছান হল এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যেন তুমি তাকে দেখছো। আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও, তাহলে তুমি মনে করবে তিনি তোমাকে দেখছেন। (বুখারী ও মুছলিম, মেশকাত ২)

আল্লাহ তাআ'লা কোরআন মাজীদে এরশাদ করেন–

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ–

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১৯) চোখ সমূহ যা খেয়ানাত করে আর মনের মধ্যে যা গোপন রাখে তার সবকিছুই আল্লাহ জানেন। (ছুরা মু'মিন- ৪০ঃ১৯)

ইহছানের প্রথম স্তরে নামাজ পড়ার সময় নামাজীর নামাজের মধ্যের সব ধরনের ছোট বড় আমল এমনকি নামাজের মধ্যে আল্লাহর চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা-ভাবনা করা বা কারো কথা মনে পড়া বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় জিনিষ মনে করা এ ধরনের সব কিছু আল্লাহ তাআ'লা দেখছেন। নামাজের মধ্যে আল্লাহর চিন্তা-ভাবনা ছাড়া অন্য চিন্তা ভাবনা করলে আল্লাহ তাআ'লা তার নামাজ কবুল না করে উক্ত নামাজকে রাতের অন্ধকারের ন্যায় ছেড়া কাল কাপড়ের পুটলির আকৃতিতে তার মুখে নিক্ষেপ করেন। এ বিষয়ে খেয়াল করে নামাজ পড়বে।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من صلى الصلوات لوقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه رواه الطبراني في الأوسط

۞ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সময় মত নামাজ পড়ল, তার অজুকে পূর্ণরূপে আদায় করল, এরপর নামাজের মধ্যের কেয়াম, খুশু, রুকু ও ছেজদা সকল পরিপূর্ণভাবে আদায় করল তার সে নামাজ উজ্জল ধবধবে সাদা অবস্থায় আছমানে উঠতে থাকে। নামাজ তখন বলতে থাকে, আল্লাহ তোমাকে হেফাজাত করুক যেমন তুমি আমাকে হেফাজত করেছ। আর যে ব্যক্তি অসময়ে নামাজ পড়ল আর তার অজুকে পূর্ণরূপে আদায় করলনা এবং নামাজের মধ্যের খুশু, রুকু এবং ছেজদাসমূহ পূর্ণরূপে আদায় করলনা, এ নামাজ ঘুটঘুটে কাল অবস্থায় উঠতে থাকে, নামাজ তখন নামাজীকে

বলতে থাকে, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংশ করুক যেমন তুমি আমাকে ধ্বংশ করেছ। এমনকি উক্ত নামাজকে ছেড়া কাপড়ের পুটলির ন্যায় বুটে নামাজীর মুখে নিক্ষেপ করা হয়। (তিরবানী, আত্তারগীব ১ম খন্ড – ২৫৮ পৃঃ)।

وروي عن معاذ رضي الله عنه أن رجلا قال حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فبكى معاذ حتى ننت أنه لا يسكت ثم سكت ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لي يا معاذ قلت له لبيك بأبي أنت وأمي قال إني محدثك حديثا إن أنت حفظته نفعك وإن أنت ضيعته ولم تحفظه انقطعت حجتك عند الله يوم القيامة يا معاذ إن الله خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السموات والأرض ثم خلق السموات فجعل لكل سماء من السبعة ملكا بوابا عليها قد جللها عظما فتصعد الحفظة بعمل العبد من حين أصبح إلى أن أمسى له نور كنور الشمس حتى إذا صعدت به إلى السماء الدنيا ذكرته فكثرته فيقول الملك للحفظة اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا صاحب الغيبة أمرني ربي أن لا أدع عمل من اغتاب الناس يجاوزني إلى غيري قال ثم تأتي الحفظة بعمل صالح من أعمال العبد فتمر فتزكيه وتكثره حتى تبلغ به إلى السماء الثانية فيقول لهم الملك الموكل بالسماء الثانية قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه أراد بعمله هذا عرض الدنيا أمرني ربي أن لا أدع

pdf By Syed Mostafa Sakib

عمله يجاوزني إلى غيري إنه كان يفتخر على الناس في مجالسهم قال وتصعد الحفظة بعمل العبد يبتهج نورا من صدقة وصيام وصلاة قد أعجب الحفظة فتجاوزوا به إلى السماء الثالثة فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا ملك الكبر أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري إنه كان يتكبر على الناس في مجالسهم قال وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر كما يزهر الكوكب الدري له دوي من تسبيح وصلاة وحج وعمرة حتى يجاوزوا به إلى السماء الرابعة فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه اضربوا ظهره وبطنه أنا صاحب العجب أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري إنه كان إذا عمل عملا أدخل العجب في عمله قال وتصعد الحفظة بعمل العبد حتى يجاوزوا به إلى السماء الخامسة كأنه العروس المزفوفة إلى بعلها فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واحملوه على عاتقه أنا ملك الحسد إنه كان يحسد الناس ممن يتعلم ويعمل بمثل عمله وكل من كان يأخذ فضلا من العبادة يحسدهم ويقع فيهم أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري قال وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وحج وعمرة وصيام فيجاوزون به إلى السماء السادسة

فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه كان لا يرحم إنسانا قط من عباد الله أصابه بلاء أو ضر بل كان يشمت به أنا ملك الرحمة أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري قال وتصعد الحفظة بعمل العبد إلى السماء السابعة من صوم وصلاة ونفقة واجتهاد وورع له دوي كدوي الرعد وضوء كضوء الشمس معه ثلاثة آلاف ملك فيجاوزون به إلى السماء السابعة فيقول لهم الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واضربوا جوارحه اقفلوا على قلبه إني أحجب عن ربي كل عمل لم يرد به وجه ربي إنه أراد بعمله غير الله إنه أراد به رفعة عند الفقهاء وذكرا عند العلماء وصوتا في المدائن أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري وكل عمل لم يكن لله خالصا فهو رياء ولا يقبل الله عمل المرائي قال وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر لله تعالى وتشيعه ملائكة السموات حتى يقطعوا به الحجب كلها إلى الله عز و جل فيقفون بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله قال فيقول الله لهم أنتم الحفظة على عمل عبدي وأنا الرقيب على نفسه إنه لم يردني بهذا العمل

pdf By Syed Mostafa Sakib

وأراد به غيري فعليه لعنتي فتقول الملائكة كلها عليه لعنتك ولعنتنا وتقول السموات كلها عليه لعنة الله ولعنتنا وتلعنه السموات السبع ومن فيهن قال معاذ قلت يا رسول الله أنت رسول الله وأنا معاذ قال اقتد بي وإن كان في عملك تقصير يا معاذ حافظ على لسانك من الوقيعة في إخوانك من حملة القرآن واحمل ذنوبك عليك ولا تحملها عليهم ولا تزك نفسك بذمهم ولا ترفع نفسك عليهم ولا تدخل عمل الدنيا في عمل الآخرة ولا تتكبر في مجلسك لكي يحذر الناس من سوء خلقك ولا تناج رجلا وعندك آخر ولا تتعظم على الناس فينقطع عنك خير الدنيا والآخرة ولا تمزق الناس فتمزقك كلاب النار يوم القيامة في النار قال الله تعالى والناشطات نشطا النازعات 2 أتدري ما هن يا معاذ قلت ما هن بأبي أنت وأمي قال كلاب في النار تنشط اللحم والعظم قلت بأبي أنت وأمي فمن يطيق هذه الخصال ومن ينجو منها قال يا معاذ إنه ليسير على من يسره الله عليه قال فما رأيت أكثر تلاوة للقرآن من معاذ للحذر مما في هذا الحديث رواه ابن المبارك في كتاب الزهد –

হযরত মু'আজ রাদিআল্লাহু আনহু হতে হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি এসে হযরত মু'আজ রাদিআল্লাহু আনহুকে বললো – আপনি আমাকে এমন একটি হাদীছ বলুন যা আপনি আল্লাহর রাছুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর নিকট থেকে

শুনেছেন। এ কথা শুনে হযরত মু'আজ রাদিআল্লাহু আনহু এমনভাবে কাঁদতে লাগলেন যে আমি ভাবলাম তিনি তাঁর কান্না থামাবেন না। অনেক পরে তিনি তার কান্না থামিয়ে বললেন, আমি আল্লাহর রাছুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর নিকট থেকে শুনেছি – একদিন আল্লাহর রাছুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন হে মু'আজ ! আমি বললাম আমি হাজির আছি । আমার বাপ মা আপনার উপর কোরবান হোক। আল্লাহর রাছুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি বিষয় বলবো তুমি তার হেফাজত করলে তোমাকে উপকার দিবে। আর যদি তুমি তা নষ্ট করে ফেল এবং এ বিষয়ের হেফাজত না কর তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে তুমি কোন জওয়াবদিহী করতে পারবে না। হে মু'আজ আল্লাহ তাআ'লা আছমান জমীন সৃষ্টির আগে সাত জন শক্তিশালী ফেরেশতা সৃষ্টি করেন এরপর আছমান সমূহ সৃষ্টি করে প্রত্যেক আছমানের দরজায় একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পাহারাদার ফেরেশতা নিয়োগ করেন।

সকাল সন্ধ্যায় বান্দাদের আমলের হেফাজতকারী ফেরেশতাগণ তাদের সূর্যের ন্যায় উজ্জল আমল নিয়ে আছমানে উঠতে থাকেন এবং প্রথম আছমানের দরজায় পৌছে বান্দাদের অধিক আমলের ব্যাপারে আলোচনা করেন। তখন প্রথম আছমানের পাহারাদার ফেরেশতা হেফাজতকারী ফেরেশতাগণকে বলেন এ আমলগুলি আমলকারী বান্দার মুখে নিক্ষেপ কর। আমি গীবত দেখা শোনার মালিক। আমার রব আমাকে হুকুম করেছেন, আমি যেন,কোন গীবতকারীর আমল উপরে উঠতে না দেই এবং এ আমল যেন আমাকে এড়িয়ে আমার উপরে যেতে না পারে। এরপর হেফাজতকারী ফেরেশতাগণ (গীবতকারী বান্দার আমল ব্যতীত) অন্যান্য বান্দার নেক আমল নিয়ে প্রথম আছমান অতিক্রম করে এবং তাদের উক্ত আমলকে পবিত্র ও অধিক মনে করে দ্বিতীয় আছমানের দরজায় পৌছে। তখন দ্বিতীয় আছমানের পাহারাদার ফেরেশতা হেফাজতকারী ফেরেশতাদের বলেন তোমরা দাঁড়াও ! এ সকল আমল তার আমলকারীর মুখে নিক্ষেপ কর। কেননা সে তার এ আমল দিয়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

দুনিয়া চেয়েছে। আমার রব আমাকে হুকুম করেছেন দুনিয়া কামনাকারীর কোন আমল আমি যেন উপরে উঠতে না দেই এবং আমাকে এড়িয়ে যেন অন্যের কাছে পৌছতে না পারে। কেননা সে লোকদের কাছে নিজের আমলের গৌরব করতো।

এরপর হেফাজতকারী ফেরেশতাগণ বাকী বান্দাদের সাদকা, রোজা এবং নামাজের উজ্জল আমল নিয়ে তৃতীয় আছমানের দরজায় হাজির হন। তাদের আমলের উজ্জলতা হেফাজতকারী ফেরেশতাদেরও আশ্চর্য করে দেয়। তৃতীয় আছমানের পাহারাদার ফেরেশতা তাদের ডেকে বলেন, তোমরা দাঁড়াও ! এ সকল আমল তার আমলকারীর মুখে নিক্ষেপ কর। আমি অহংকারের পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত। আমার রব আমাকে হুকুম করেছেন যেন আমি অহংকারীর আমলকে উপরে উঠতে না দেই এবং আমাকে এড়িয়ে যেন তা উপরে পৌছিতে না পারে। এ ব্যক্তি লোকদের সামনে নিজের অহংকার প্রকাশ করতো।

এরপর হেফাজতকারী ফেরেশতাগণ অবশিষ্ট বান্দাদের উজ্জল নক্ষত্র তুল্য তাছবীহ, নামাজ, হজ্জ ও ওমরার আমল নিয়ে চতুর্থ আছমানের দরজায় হাজির হন। চতুর্থ আছমানের দরজায় পাহারাদার ফেরেশতা তাদের বলেন দাঁড়াও ! এ সকল আমল আমলকারীর মুখ, পিঠ ও পেটে নিক্ষেপ কর। আমি আত্মগরিমার পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত। আমার রব আমাকে হুকুম করেছেন আত্মগরিমাকারীর আমলকে আমি যেন উপরে উঠতে না দেই এবং আমাকে এড়িয়ে যেন অন্যের কাছে পৌছিতে না পারে। কেননা সে তার আমল দিয়ে আত্মগরিমা প্রকাশ করতো।

এরপর হেফাজতকারী ফেরেশতাগণ সুসজ্জিত বাসর ঘরে স্বামীর কাছে নব বধুকে সাজিয়ে নিয়ে যাওয়ার ন্যায় বান্দাদের আমলকে নিয়ে পঞ্চম আছমানের দরজায় হাজির হন। পঞ্চম আছমানের পাহারাদার ফেরেশতা তাদের বলেন দাঁড়াও ! এ সকল আমল তার আমলকারীর মুখে নিক্ষেপ করো আর তার কাঁধে উঠিয়ে দাও। আমি হিংসার পাহারাদার ফেরেশতা। ইলম শিখে যারা হিংসুকের আমলের মত আমল করতো এবং তার থেকে বেশী ইবাদাত

বন্দেগী করতো এ ব্যক্তি তাদের হিংসা করতো ও তাদের পিছনে লেগে থাকতো। আমার রব আমাকে হুকুম করেছেন আমি যেন তাদের আমল এখান থেকে উপরে উঠতে না দেই এবং আমাকে এড়িয়ে যেন অন্যের কাছে পৌছিতে না পারে।

এরপর হেফাজতকারী ফেরেশতাগণ অন্য বান্দাদের নামাজ, যাকাত, হজ্জ, ওমরা ও রোজার আমল নিয়ে ষষ্ট আছমানের দরজায় হাজির হন। সেখানের পাহারাদার ফেরেশতা তাদেরকে বলেন দাঁড়াও! এ সকল আমলকারীর মুখে নিক্ষেপ কর। এ ব্যক্তি বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির উপর দয়া করতো না এবং তার দুঃখ কষ্ট ও বিপদ দেখে খুশী হতো। আমি রহমতের পাহারাদার ফেরেশতা। আমার রব আমাকে হুকুম করেছেন আমি যেন নির্দয় ব্যক্তির আমল উপরে উঠতে না দেই এবং আমাকে এড়িয়ে যেন অন্যের কাছে পৌছিতে না পারে।

এরপর হেফাজতকারী ফেরেশতা অবশিষ্ট বান্দাদের বজ্রপাতের বিদ্যুৎ চমকানো ও সূর্যের আলোর ন্যায় উজ্জল রোজা, নামাজ, পরিবার পরিজনের ভরন পোষণ ইজতেহাদ ও পরেহেজগারীর আমল নিয়ে তিন হাজার ফেরেশতা সহ সপ্তম আছমানে পৌছে। সপ্তম আছমানের পাহারাদার ফেরেশতা তাদের বলেন দাঁড়াও ! এ আমল আমলকারীর মুখে ও তার ঐ সব অঙ্গে নিক্ষেপ কর যা তার ক্বলবের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আমার রব আমাকে হুকুম করেছেন, বান্দা তার যে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদাত করেনি। আমি যেন সে সকল ইবাদাত আল্লাহর দরবারে উঠতে না দেই। কেননা বান্দা তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমল যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সন্তুষ্টি কামনা করেছে। তারা এ সকল আমল দারা ফেকাবিদদের নিকট মর্যাদা বৃদ্ধি আলেমদের নিকট আলোচিত ও শহরে প্রসিদ্ধি লাভের চেষ্টা করেছে। আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন এসব বান্দার আমল আমি উপরে উঠতে না দেই এবং আমাকে এড়িয়ে যেন অন্যের কাছে পৌছতে না পারে। যে সব আমল খাটিভাবে নিছক আল্লাহর জন্য না করা হয় তা'হলো রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো ইবাদাত। আর আল্লাহ রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদাতকারীর ইবাদাত কবুল করেন না।

এরপর হেফাজতকারী ফেরেশতাগণ বাকী বান্দাদের নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ্জ, ওমরা, সৎচরিত্র, আল্লাহর জিকির ও চুপ থাকার আমল নিয়ে উপরে উঠতে থাকেন। তাঁদের সাথে সাত আছমানের ফেরেশতাগণ ও চলতে থাকেন। সকল পর্দা ভেদ করে তাঁরা আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে যান এবং বান্দার খাঁটি নেক আমলের সাক্ষ্যদান করেন। তখন আল্লাহ তাদেরকে বলেন – তোমরা বান্দার আমলের হেফাজতকারী ফেরেশতা আর আমি স্বয়ং বান্দার হেফাজতকারী। সে তার এ আমল দিয়ে আমাকে চায়নি বরং অন্যকে চেয়েছে। এ জন্যে তার উপর আমার লানত। তখন ফেরেশতাগণ বলেন তাদের উপর আল্লাহর লানতের সঙ্গে আমাদেরও লানত। সকল আছমান তখন বলে তাদের উপর আল্লাহর লানতের সঙ্গে আমাদেরও লানত। সঙ্গে সঙ্গে সাত আছমান ও তার মধ্যেকার সকলেই তার উপর লানত বর্ষণ করে।

হযরত মু'আজ রাদিআল্লাহু আনহু আল্লাহর রাছুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম' সম্বোধন করে বললেন, আপনিতো আল্লাহর রাছুল, আর আমি তো নিকৃষ্ট মু'আজ। তখন আল্লাহর রাছুল বললেন – হে মু'আজ ! তুমি আমার অনুসরণ কর। যদি তোমার আমলের মধ্যে ত্রুটি থাকে তাহলে কোরআনের অনুসারী ভাইদের গীবত করা থেকে নিজের জবানকে হেফাজত করবে। নিজের গোনাহ নিজের উপরেই রাখবে। অন্যদের উপরে চাপিয়ে দেবে না। তাঁদের বদনাম করে নিজেকে দোষমুক্ত করার চেষ্টা করবে না। তাদের কারো উপর নিজেকে বড় মনে করবে না। আখেরাতের আমলকে ছেড়ে দিয়ে দুনিয়ার আমলে মত্ত হবে না। নিজের মজলিসে অহংকার প্রকাশ করবে না। তাহলে তোমার খারাপ স্বভাব থেকে লোকেরা বাঁচতে পারবে। তোমার কাছে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন একজনকে ডেকে নিয়ে গোপনে কথা বলবে না। আর মানুষের সামনে নিজেকে প্রাধান্য দেবে না। এ সকল কাজ করলে তোমার দুনিয়া ও আখেরাতের ভালাই বন্ধ হয়ে যাবে।

লোকের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করবে না। বিভক্তি সৃষ্টি করলে কেয়ামতের দিন জাহান্নামের কুকুর জাহান্নামের মধ্যে তোমাকে টুকরা

টুকরা করবে।

আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করেছেন – وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا

হে মু'আজ তুমি কি জান ! এগুলি কি ? আমি বললাম আপনার উপর আমার বাপ মা কোরবান হোক। এগুলি কি ? আল্লাহর রাছুল বললেন, এগুলি জাহান্নামের কুকুর। যারা মানুষের হাড় ও গোশতকে ছিড়ে ছিড়ে খাবে। তখন আমি বললাম আমার বাপ মা আপনার উপর কোরবান হোক। কে ওগুলি অর্জণ করতে পারবে ? আর কে এই জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে ? আল্লাহর রাছুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বললেন, হে মু'আজ ! আল্লাহ যার জন্যে সহজ করে দেবেন, কেবলমাত্র তার জন্যে এ আমল সহজ হবে।

বর্ণনাকারী বলেন, এ হাদীছে বর্ণিত বিষয়গুলি হতে বেঁচে থাকার জন্যে হযরত মু'আজ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে অধিক কোরআন পাঠকারী আমি অন্য কাউকে দেখিনি। (আততারগীব ১ম খন্ড ৭৩ পৃঃ)

۞ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেছেন– اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ নামাজ মু'মিনের জন্য মে'রাজ।

নামাজের সপ্তম অবস্থা ঃ নামাজের সপ্তম অবস্থা হল ছালাতুল মিরাজ বা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের নামাজ। হাদীছে জিবরিলে তা এভাবে বলা হয়েছে "তুমি এমনভাবে ইবাদাত কর, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ"।

۞ হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, একদিন রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম আমাদের নিয়ে জোহরের নামাজ পড়ালেন। যখন ছালাম ফিরালেন তখন শেষ কাতারের একজন মুছল্লিকে ডেকে বললেন, হে অমুক, তুমি কি আল্লাকে ভয় করনা ? তুমি কিভাবে নামাজ পড়ছ তা তো লক্ষ্য করলে না ? নিশ্চয় তোমাদের কেউ যখন নামাজে দাঁড়ায় সে তখন তার রবের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য দাড়িয়ে যায়। সুতরাং সে যেন লক্ষ্য রাখে সে তার রবের সাথে কিভাবে কথাবার্তা বলছে। তোমরা কি মনে কর যে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমি তোমাদের নামাজের অবস্থা দেখিনা। আল্লাহর কছম ! আমি পিছন দিকেও তেমন দেখি যেমন সামনে দেখি। (আততারগীব ১ম খন্ড ৩৪২ পৃঃ)।

۞ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেছেন, কোন "আবদ" বান্দা যখন নামাজে দাড়ায় তখন তাঁর সামনে জান্নাত খুলে দেয়া হয় এবং তাঁর ও তাঁর রবের মধ্যেকার পর্দা সমূহ উঠিয়ে নেয়া হয়। হুরগণ তাকে অভ্যর্থনা জানাতে থাকে যতক্ষন সে নামাজের মধ্যে ভূল ভ্রান্তি না করে। (আততারগীব ১ম খন্ড – ২০২ পৃঃ)।

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর নামাজ

۞ হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন – আমরা রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর সঙ্গে কথাবার্তা বলতাম। এ অবস্থায় নামাজের ওয়াক্ত হলে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর চেহারা মোবারক পরিবর্তন হয়ে যেতো এবং এমন অবস্থা হতো যেন তিনি আমাদেরকে চেনেন না এবং আমরাও তাঁকে চিনি না।

۞ হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা আরো বলেন ঃ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম একরাতে আমার কাছে এসে আমার সঙ্গে শয়ন করলেন। কিছুক্ষন পর বললেন ঃ আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার রবের এবাদাত করবো। এরপর তিনি নামাজে দাড়ালেন। নামাজে তিনি এত কাঁদতে লাগলেন যে তাঁর চোখের পানি বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেল। এরপর তিনি রুকুতে গেলেন। রুকুতেও তিনি কাঁদতে থাকলেন। এরপর ছেজদায় গেলেন। ছেজদায়ও আগের মতো কাঁদতে থাকলেন। ছেজদা থেকে উঠেও কাঁদতে থাকলেন। এ অবস্থায় হযরত বেলাল এসে ফজরের আজান দিল।

۞ মুতাররেফ বিন আব্দুল্লাহ বিন শিক্ষীর তার বাপ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি একবার রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর নিকটে গেলাম তখন তিনি নামাজ পড়ছিলেন।

আর তাঁর বুকের মধ্যে ডেগের মধ্যের শব্দের ন্যায় শব্দ হচ্ছিল।

অপর বর্ণনায় আছে ঃ আমি নবী করীমকে নামাজ পড়তে দেখলাম। তখন কান্নার কারণে তাঁর বুকের মধ্যে জাতা পেশার মত শব্দ হচ্ছিল। (আহমাদ, নাছায়ী, আবু দাউদ মেশকাত - ৯৩৫)

۞ নবী পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন ঃ নামাজে আমার তন্দ্রা এলো, আমি অসাড় হয়ে পড়লাম। এ সময় দেখি, আমি আল্লাহ পাকের সামনে হাজির এবং তিনি অতি উত্তম অবস্থায় আছেন। তিনি আমাকে ডাকলেন ঃ হে মুহাম্মাদ। আমি উত্তর দিলাম ঃ হে আল্লাহ ! আমি হাজির। তিনি বললেন ঃ মালায়ে আলা কি নিয়ে বিতর্ক করছে ? আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ ! আমি অবগত নই। তিনি এরূপ তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। এরপর আমি দেখি, তিনি আমার দু'কাধের মাঝখানে হাত রেখেছেন। আমি আমার বুকের মধ্যে তাঁর মোবারক আঙ্গুলগুলির ঠান্ডা অনুভব করতে লাগলাম। তখন আমার সামনে আছমান জমীনসহ সমস্ত জগত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলো এবং আমি সকল বিষয় জানতে পারলাম। ..... এরপর নবী পাক বললেন ঃ এ ঘটনা সত্য। তোমরা এটা শিখে রাখো এবং অন্যকে শিখাও। (আহমাদ, তিরমিযি, বুখারী, মেশকাত, হাদীছ নং ৬৯২ ও ৬৭১)

ছাহাবাগণের নামাজ

মুজাহিদ বর্ণনা করেন ঃ হযরত ছিদ্দীকে আকবার রাদিআল্লাহু আনহু যখন নামাজে দাড়াতেন তখন মনে হতো যেন একটি শুকনো কাঠ পুতে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি নামাজে ধীর স্থির থাকতেন, কোনরূপ নড়াচড়া করতেন না।

۞ হযরত ইবনে জোবায়ের হযরত ছিদ্দীকে আকবারের নিকট থেকে এবং ছিদ্দীকে আকবার রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম থেকে নামাজ শিক্ষা করেন। রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম যে পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করতেন ছিদ্দীকে আকবার রাদিআল্লাহু আনহু সে পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করতেন। আর হযরত ইবনে জোবায়ের ও হযরত ছিদ্দীকে আকবারের মতো নামাজ আদায় করতেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✿ হযরত ছাবেত বর্ণনা করেন ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জোবায়ের যখন নামাজে দাড়াতেন তখন মনে হতো একটি কাঠ পুতে রাখা হয়েছে যার কোন নড়াচড়া নেই। তিনি ছেজদা এত লম্বা করতেন যে চড়ুই পাখি কাঠ মনে করে তার পিঠের উপর এসে বসতো।

এক যুদ্ধের সময় মছজিদের দেওয়ালের পাশে দাড়িয়ে তিনি নামাজ পড়ছিলেন। এমনসময় গুলির আঘাতে দেওয়ালের একটা টুকরা ভেঙ্গে তার গলা ও দাড়ির মাঝখান দিয়ে ছুটে গেল। এ অবস্থায়ও তিনি নির্বিকারভাবে নামাজ আদায় করলেন।

একবার নামাজ রত অবস্থায় তার পাশে শোয়ানো শিশু পুত্র হাশেমের গায়ের উপর একটা সাপ পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। হাশেমের চিৎকারে বাড়ীর অন্যান্য লোকজন এসে সাপটি মেরে ফেলে। হযরত ইবনু জোবায়ের ছালাম শেষে ঘরের লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করলেন ঃ একটা চিৎকারের আওয়াজ শুনলাম, সেটা কিসের ছিল ? স্ত্রী জবাবে বলল ঃ ছেলে তো মারা যাচ্ছিল। আপনি বুঝতে পারেন নি ? জবাবে তিনি বললেন ঃ নামাজে এদিক সেদিক খেয়াল করলে নামাজ তো হতো না।

✿ হযরত আলী রাদিআল্লাহ্ আনহু এর অভ্যাস ছিল, নামাজের ওয়াক্ত হলে তাঁর শরীর কাপতে থাকতো এবং মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যেত। কেউ এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ এখন সেই আমানাতের সময় যা আল্লাহ তাআ'লা আছমান জমীন এবং পাহাড়ের ওপর রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু তারা তা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলো। আর আমি তা গ্রহন করলাম। তিনি নামাজে দাড়ালে দুনিয়ার কোন খবর থাকতো না।

✿ এক যুদ্ধের সময় তার উরুতে তীর বিদ্ধ হলো। অনেক চেষ্টা করেও তীর বের করা সম্ভব হলো না। সকলে পরামর্শ করলেন যে নামাজে দাড়ালে তীর বের করতে হবে। তিনি নামাজের ছেজদায় গেলে তারা শরীর থেকে তীর টেনে বের করে নিলেন। নামাজ শেষে লোকের ভীড় দেখে তিনি বললেন ঃ তোমরা কি তীর বের করার জন্য

এসেছ ? তারা জবাব দিলেন ঃ আপনার নামাজ পড়ার সময় তীর বের করে নেয়া হয়েছে। হযরত আলী বললেন ঃ আমি তো টেরই পাইনি।

ছাহাবাগণের নামাজ কায়েমের এমন ভুরি ভুরি প্রমান রয়েছে। বইয়ের কলেবর বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্ত করা হলো।

মুনাফিকের নামাজ

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই এবং তার দলবল রছূলুল্লাহ্ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর সঙ্গে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জামাতে নামাজ পড়েছে। তাদের নামাজের অবস্থা সম্পর্কে কোরআন মাজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا . অর্থাৎ মুনাফিকরা যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাড়ায়, লোক দেখানো নামাজ পড়ে এবং নামাজের মধ্যে আল্লাহ তাআ'লাকে খুব কমই স্মরণ করে। (ছুরা নিছা ১৪২)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা মুনাফিকদের নামাজের তিনটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন ঃ

১। তারা নামাজের নিয়ম কানুন অর্থাৎ ফরজ, ওয়াজিব, ছুন্নাত, মুস্তাহাব আমলের প্রতি লক্ষ্য না করে দায়সারাভাবে নামাজ পড়ে।

২। লোক দেখানো নামাজ পড়ে যেন লোকে নামাজী মনে করে।

৩। নামাজের মধ্যে আল্লাহ তাআ'লাকে খুব কম স্মরণ করে অথচ আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করেছেন –

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ – আমার স্মরণের জন্য নামাজ কায়েম করো।

হাদীছ অনুযায়ী এ ধরণের নামাজ আল্লাহ তাআ'লা কবুল করেন না বরং অন্ধকার রাতের ন্যায় কালো পুটলীর আকারে তার মুখে নিক্ষেপ করা হয়। আর এ ধরণের নামাজী দোযখের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও কঠিন আযাবের অধিকারী হয়ে যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামাজ পড়ার দৃষ্টান্ত

কোরআন মাজীদে আল্লাহ তাআ'লা বিরাশি জায়গায় নামাজের কথা বলেছেন। এর মধ্যে তিন জায়গায় নামাজ পড়া আর বাকী উনাশি জায়গায় নামাজ কায়েম করার কথা বর্ণনা করেছেন। ইছলামের পাচটি বুনিয়াদের দ্বিতীয় বুনিয়াদ হলো নামাজ কায়েম করা, নামাজ পড়া নয়।

নামাজ পড়ার দৃষ্টান্ত – যেমন ঃ কোন ছেলে চাকরীর উদ্দেশ্যে কোথাও ভর্তি পরীক্ষা দিল। পরীক্ষার সময় ছেলেটি জানতে পারল যে, একজন নামাজী ছেলেকে চাকরীতে নিয়োগ করা হবে। ছেলেটি আগে থেকেই অজু ও নামাজের নিয়ম কানুন জানত কিন্তু নামাজ পড়তো না। কর্মকর্তার মনোভাব জানতে পেরে সে নামাজের সময় হলে অজু করল। তারপর কর্মকর্তার পাশে দাড়িয়ে নামাজ পড়ল। ছেলেটির নামাজ পড়া দেখে কর্মকর্তা তাকে চাকরীতে নিয়োগ করলেন। ছেলেটির নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সকলে বলবেন ঃ এ নামাজ তার চাকরীর নামাজ হয়েছে, আল্লাহর নামাজ হয়নি।

নামাজ পড়ার পরও তার এ নামাজ চাকরীর নামাজ হলো কেন ?

উত্তর ঃ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তিনটি শরীর আছে। (১) আগুন, পানি, মাটি, বাতাস দিয়ে সৃষ্টি দেহ। কোরআন মাজীদে একে নফছ বলা হয়েছে। (২) রুহ বা আত্মা। (৩) ক্বলব বা মন। এই তিনের সমন্বয়ে একজন পরিপূর্ণ মানুষ। এ কারণে রুহের প্রকাশস্থল মুখ দিয়ে ঈমানের স্বীকারোক্তি, ক্বলব বা মন দিয়ে বিশ্বাস এবং নফছ বা সমস্ত শরীর দিয়ে কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করাকেই পরিপূর্ণ ঈমান বলা হয়।

ঈমানের বিষয়বস্তু সমূহ যেমন ঃ আল্লাহ, ফেরেশতা, কেতাব, রাছুল, তাকদীর, কেয়ামত, বেহেশত, দোযখ এগুলিকে যদি কেউ মুখে স্বীকার করে এবং শরীর দিয়ে আমল করে কিন্তু ক্বলব বা অন্তরে বিশ্বাস না করে তবে কোরআন মাজীদে তাকে মুনাফিক বলা হয়েছে।

যদি কেউ এগুলিকে মুখে স্বীকার করে এবং অন্তরে বিশ্বাস

করে কিন্তু শরীর দিয়ে আমল না করে তবে তাকে ফাছেক বলা হয়েছে।

আর যদি কেউ এ তিনটি দিয়েই আমল করে অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও শরীর দিয়ে প্রকাশ, তবে তাকে বলা হয় পূর্ণ মুমিন।

ভর্তি পরীক্ষায় ছেলেটি নামাজের মধ্যে নিজের রুহের প্রকাশ স্থল জবান এবং নফছ বা বাহ্যিক শরীর দিয়ে নামাজের বিষয়গুলি পালন করেছে। কিন্তু নামাজের সময় তার মন আল্লাহর দিকে ছিল না। এ কারণে কোরআন হাদীছ অনুযায়ী তার নামাজ পড়া হয়েছে, নামাজ কায়েম হয়নি।

নামাজ পড়া ও নামাজ কায়েমের মধ্যে পার্থক্য

নবুয়তের ১১ সনের রজব মাসে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম ও তার উম্মতের উপর নামাজ ফরজ হয়। এ বছর হযরত আবু তালেব ও হযরত খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা এর ইন্তিকালের কারণে মক্কার কাফের মুশরিকরা রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম ও ছাহাবাগণের উপর সবচেয়ে বেশী জুলুম ও অত্যাচার করতে থাকে। মোশরেকদের অত্যাচারের কারণে ছাহাবাগণের খোলামেলাভাবে নামাজ পড়া, নামাজের আলাপ আলোচনা ও দ্বীনের আলোচনা করা দুরুহ হয়ে ওঠে। এ জন্যে ছাহাবা কেরামগণ যখন নামাজ পড়তেন একে অপরের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, নামাজের ছুরা কেরাত শিখতেন, নামাজের মধ্যে থেকে বাইরের লোকদের ছালাম দিতেন এবং তাদের ছালামের উত্তর দিতেন। রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামও নামাজ পড়া অবস্থায় নামাজের বাইরের লোকের ছালামের উত্তর দিতেন এবং ছালাম করতেন। মদীনা হিযরতের পর কিছুদিন পর্যন্ত এ অবস্থা চালু ছিল। এ ছিল ছাহাবাগণের নামাজ পড়া প্রথম অবস্থা।

হিযরতের কিছুকাল পরে ছুরা আ'রাফের ২০৪ আয়াত "ফাছ্

pdf By Syed Mostafa Sakib

তামি-উ লাহু" নাজিল হলে নামাজের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে কথা-বার্তা বলা, ছালাম দেয়া, ছালামের জওয়াব নেয়া, হাঁচির জওয়াব দেয়া এ সকল বন্ধ হয়ে যায়। এরপরে ছুরা বাকারার ২৩৮ নম্বর আয়াত 'অকুম্ লিল্লাহি কামিতিন' নাজিল হলে বাইরের কোন জিনিস শোনা বা দেখা নামাজের মধ্যে এদিক সেদিক খেয়াল করা, এদিক সেদিক তাকানো এসব নিষেধ হয়ে যায়। এ নিষেধের পরে ছাহাবা কেরাম রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর শেখানো নামাজের নিয়ম অনুযায়ী নামাজ পড়তে থাকেন কিন্তু কিছু মোনাফিক রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর শেখানো নিয়ম কানুন না মেনে নিজেদের খেয়াল খুশিমত নামাজ পড়তে থাকেন। ছুরা নেছা- ১৪২ আয়াতে তাদের নামাজ সম্পর্কে وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا... كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا নাজিল হয়। এ আয়াতে মুনাফিকদের নামাজের তিনটি অবস্থা বলা হয়েছে।

ক) রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর শেখানো নামাজের নিয়ম কানুন না মেনে তারা নিজেদের খেয়াল-খুশিমত অলসভাবে দাড়ায়।

খ) লোক দেখানো নামাজ পড়ে এবং

গ) নামাজের মধ্যে আল্লাহকে খুব কম স্মরণ করে।

মুনাফিদের এ নামাজ হল নামাজ পড়া। আল্লাহ তাআ'লা ছুরা নেছা ১৪০ আয়াতে মুনাফিক ও কাফিরদের একত্রিত করে জাহান্নামে শাস্তি দিবেন বলে উল্লেখ কচ্ছেন। সুতরাং রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর শিখানো নামাজের নিয়ম কানুন না মেনে মুনাফিকদের মত নামাজ পড়াই হল নামাজ পড়া এবং এদের শাস্তি মুনাফিকদের মতই হবে।

۞ যে নামাজের দ্বারা নামাজী নাজাত পাবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা ছুরা মু'মিনুনের ১ ও ২ আয়াতে এরশাদ করেছেন –

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۞

ঐ সমস্ত মু'মিনরা নাজাত পাবে যারা নামাজে খুশু করেছে।

۞ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম নামাজের মধ্যে একব্যক্তিকে দাড়িতে হাত বুলাতে দেখে বললেন, এ ব্যক্তির ক্বলবে খুশু থাকলে তার শরীরেও তা প্রকাশ পেত। সকল ইমামের মতে নামাজের মধ্যে দাড়িতে হাত বুলানো মাকরুহ। সুতরাং নামাজ নষ্টকারী বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে নামাজের মধ্যের ফরজ, ওয়াজিব, ছুন্নাত ও মুস্তাহাব সকল আমল পালন করার সঙ্গে নামাজের মধ্যে ৯০টি মাকরুহ পরিত্যাগ করে নামাজ পড়া হল খুশু বা নাজাত পাওয়ার নামাজ।

۞ আল্লাহ তাআ'লা ছুরা আনকাবুতের ৪৫নং আয়াতে এরশাদ করেছেন –

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ –

হে রাছুল ! অহির মাধ্যমে তোমার কাছে যে কিতাব এসেছে তা পড় আর নামাজ কায়েম কর নিশ্চয় নামাজ অসৎ কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখে। নিশ্চয় নামাজই উৎকৃষ্ট জিকির।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা নামাজ কায়েমের নির্দেশ দিয়েছেন।

۞ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো-

إِنَّ الصَّلَوٰةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ –

আয়াতের অর্থ কি ? রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বল্লেন–

مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَوٰتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ فَلَا صَلَوٰةَ لَهُ –

যে ব্যক্তির নামাজ তাকে লজ্জাহীন খারাপ স্বভাব ও মন্দ কাজ-কর্ম থেকে বিরত না রাখে, তার নামাজ নামাজ-ই নয়।

হযরত ইবনে আব্বাছ ও ইবনে মাছউদ রাদিআল্লাহু আনহুমা বলেন- যার নামাজ তাকে সৎকাজে উৎসাহ দান এবং অসৎ কাজ-কর্ম থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য না করে তাঁর নামাজ তাকে আল্লাহ থেকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আরো দূরে সরিয়ে নেয়। (তাফছিরে মাজহারী - ৭ম খন্ড- ২০৫ পৃঃ)

۞ রাছুলে পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লা বলেছেন যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে ৪০দিন তাকবীরে উলার সঙ্গে নামাজ পড়বে, তার জন্যে দু'টি মুক্তি লেখা হবে। দোজখের শাস্তি হতে মুক্তি এবং নেফাকের অভিশাপ অর্থাৎ ১। মিথ্যা ২। আমানাতে খেয়ানাত ৩। ওয়াদা খেলাপ ও ৪। অশ্লীল গালি গালাজ থেকে মুক্তি। (তিরমিজি, আততারগীব ১ম খন্ড- ২৬৩ পৃঃ)।

উপরের কোরআনের আয়াত থেকে জানা যায়- নামাজ কায়েম করলে অসৎ স্বভাব, অসৎ চরিত্র দূর হয়ে সৎ চরিত্রে চরিত্রবান হবে এবং নামাজ কায়েমের প্রথম অবস্থাতেই মুনাফেকী অর্থাৎ মিথ্যা, আমানাতে খেয়ানাত, ওয়াদা খেলাপ ও অশ্লীল গালি গালাজ তার চরিত্র থেকে দূর হতে থাকলে তার নামাজ নামাজ কায়েমের দিকে যাচ্ছে এটা বোঝা যাবে।

۞ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন, "মু'মিনের ক্বলবের মধ্যে ঈমান ও হিংসা একাত্রিত হতে পারেনা।

۞ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন- মুছলিমের ক্বলবের মধ্যে ঈমান ও কৃপনতা একত্রিত হতে পারেনা।

মু'মিনের ক্বলবের মধ্যে কৃপনতা ও অসৎ চরিত্র থাকতে পারেনা।

মু'মিন যখন নামাজ কায়েম করে, উপরের হাদীছ অনুযায়ী এ দোষগুলি অর্থাৎ হিংসা, কৃপনতা, অসৎ চরিত্র এ সকল তার মধ্য থেকে দূর হয়ে যায়।

۞ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর নামাজ শিক্ষা দানের পদ্ধতির ষষ্ট অবস্থার মধ্যে হযরত মু'আজ রাদিআল্লাহু আনহু এর হাদীছ থেকে জানা যায়-

১। গীবতকারীর কোন আমল প্রথম আছমানের উপর ওঠেনা।

২।নামাজের মাধ্যমে দুনিয়া কামনাকারীর কোন আমল দ্বিতীয় আছমানের উপর ওঠেনা।

৩। অহংকারী ব্যক্তির কোন আমল তৃতীয় আছমানের উপর ওঠেনা।

৪। আত্মগরিমাকারীর কোন আমল চতুর্থ আছমানের উপরে ওঠেনা।

৫। হিংসুক ব্যক্তির কোন আমল পঞ্চম আছমানের উপরে ওঠেনা।

৬। যে ব্যক্তি বিপদ গ্রস্থ ব্যক্তির উপরে দয়া করেনা বরং তার বিপদ ও দুঃখ কষ্ট দেখে আনন্দ পায় এমন নির্দয় ব্যক্তির কোন আমল ষষ্ট আছমানের উপরে ওঠে না।

৭। বান্দার যে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্ঠির জন্য ইবাদাত করেনি এমন ব্যক্তির আমল সপ্তম আছমানের উপরে ওঠে না।

যে আমল দ্বারা একমাত্র আল্লাহকে চায়নি এমন ব্যক্তির ইবাদাত আল্লাহ তাআ'লা কবুল না করে তার দিকে ফিরিয়ে দেন। (বিস্তারিত হাদীছ ৬১ পৃষ্টায় দেখুন)

নামাজ কায়েম হলে উপরোক্ত এ দোষগুলি হতে নামাজী মুক্তি পাবে। এসব দোষ নামাজ কায়েমের মাধ্যমে দূরীভূত হয়। যদি নামাজের দ্বারা উপরের দোষগুলি একের পর এক দূর হতে থাকে তাহলে আপনার নামাজ কায়েম হচ্ছে বলে মনে করবেন। আর তা না হলে তা মুনাফেকীর নামাজ বলে গণ্য হবে।

নামাজ কায়েমের পথে বাধা ও তার প্রতিকার

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلشَّيْطَانُ جَاسِمٌ عَلَى قَلْبِ اِبْنِ اَدَمَ . فَاِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন ঃ শয়তান বনী আদমের ক্বলবের উপর ঘাটি করে বসে থাকে। যখন ক্বলব আল্লাহকে স্মরণ করে তখন শয়তান সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আর ক্বলব জেকের না করলে শয়তান তাকে অছঅছা দিতে থাকে। (বুখারী, মেশকাত ২১৭৪)

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ اٰدَمِيٍّ اِلاَّ لِقَلْبِهِ بَيْتَانِ فِيْ اَحَدِهِمَا الْمَلَكُ وَفِي الاٰخَرِ الشَّيْطَانُ . فَاِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ وَاِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ وَضَعَ الشَّيْطَانُ مِنْقَارَهُ فِيْ قَلْبِهِ فَوَسْوَسَ لَهُ .

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক থেকে বর্ণিত আছে, রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষের ক্বলব বা মনের মধ্যে দুটি কুঠুরী আছে। তার একটিতে ফেরেশতা ও অন্যটিতে শয়তান অবস্থান করে। যখন ক্বলব আল্লাহর স্মরণ করে তখন শয়তান সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আর ক্বলব আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান তার ঠোঁটকে ক্বলবের মধ্যে ঢুকিয়ে তাকে অছঅছা বা কুমন্ত্রনা দিতে থাকে। ইবনে আবি শায়বা এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। (তাফছীরে মাজহারী ১ম খন্ড ১৫১ পৃঃ)

নামাজের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছুরা, কেরাত, দোয়া, দুরুদ একের পর এক মুখে পড়া সত্বেও মনের ভিতর বাজে চিন্তা ভাবনা আসার একমাত্র কারণ ক্বলব বা মন দিয়ে নামাজের ছুরা, কেরাত, দুরুদ, আত্তাহিয়্যাতু না পড়া। নামাজের সময় "অলাহান" নামীয় শয়তান মানুষের মনে অছঅছা দিতে থাকে। বিশেষ করে তার অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বা হারানো বস্তুর কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাকে নামাজের মধ্যে আল্লাহর সান্নিধ্য ও নৈকট্য থেকে দুরে সরিয়ে রাখে।

۞ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন ঃ "যদি মানুষ ক্বলব বা মন দিয়ে খাটিভাবে চল্লিশ দিন আল্লাহকে স্মরণ করে তবে আল্লাহ তাআ'লা তার মধ্যে হেকমতের ঝর্ণাধারা জারি করে দেন যা তার মুখ দিয়েও প্রকাশ পেতে থাকে। (আততারগীব ১ম জেলদ ৫৬ পৃঃ)

এ হাদীছ অনুযায়ী নামাজী যখন মুখের সাথে সাথে ক্বলব দিয়ে নামাজের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছুরা, কেরাত, দুরুদ, আত্তাহিয়্যাতু প্রভৃতি পড়তে থাকে তখন শয়তান সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ফলে ক্বলব শয়তানের অছঅছা মুক্ত হয়ে যায়। ক্বলবের এ অবস্থায় সাথে সাথে আল্লাহ তাআ'লার সাহায্য নেমে আসে।

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন –

إِنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ .

নিশ্চয় ক্বলব বা অন্তর সমূহ আল্লাহ তাআ'লার আঙ্গুলগুলির দু'আঙ্গুলের মাঝে আছে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা ক্বলব সমূহকে ঘুরান। (তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, মুছলিম, মেশকাত হাদীছ নং ৯৫, ৮৩)

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম আরও বলেন –

مَثَلُ الْقَلْبِ كَرِيْشَةٍ بِاَرْضٍ فُلاَةٍ يُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ .

আল্লাহর হাতে মানুষের মন ঘাস শুন্য মাঠে একটি পালকের মত যাকে প্রবল বাতাস এদিক সেদিক ঘুরিয়ে থাকে। (আহমাদ, মেশকাত হাদীছ নং ৯৬)

হযরত আনাছ ইবনে মালেক (রাঃ) রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

لاَ يَسَعُنِيْ اَرْضِيْ وَلاَ سَمَائِيْ وَلَكِنْ يَسَعُنِيْ قَلْبُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ

জমীন আছমানে আমার স্থান সংকুলান হয় না কিন্তু মুমিন বান্দার ক্বলবে আমার অবস্থান। (মুছনাদুল ফেরদাউস, এহইয়াউল উলুমুদ্দীন, মকতুবাতে ইমামে রব্বানী ১ম ২৮৭ মকতুব)

مَا اَصَابَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا اَصَابَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ .

অর্থাৎ যা কিছু ভাল তার সবই আল্লাহ তাআ'লা থেকে হয় এবং যা কিছু খারাপ মানব তা নিজেই করে –

ক্বলব যখন আল্লাহকে স্মরণ করে তখন আল্লাহ তাআ'লা ও তাকে স্মরণ করতে থাকেন এবং তার প্রতি ছলাত অর্থাৎ রহমত বর্ষণ করতে থাকেন। ক্বলব আল্লাহর স্মরণ না করলে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। এবং আল্লাহ তাআ'লা তার শাস্তি দানের জন্যে তার সাথে একটি শয়তান লাগিয়ে দেন।

আল্লাহতাআ'লা এরশাদ করেন-

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِالرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطٰنًا فَهُوَلَهُ قَرِيْنٌ وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ-

(৩৬) যে রহমানের জেকের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আমি তার জন্যে একটি শয়তান লাগিয়ে দেই। সেই হয় তার সাথী।
(৩৭) শয়তানরা তাদের সৎপথে বাধা দান করে আর তারা মনে করে নিশ্চয় তারা হেদায়েতের পথে রয়েছে। (ছুরা জুখরুফ)

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন –

لاَ صَلٰوةَ اِلاَّ بِحُضُوْرِ الْقَلْبِ

হুজুরে কৃলব অর্থাৎ মনের একাগ্রতা ছাড়া নামাজ কবুল হয় না।

নামাজী যখন মুখের সঙ্গে কৃলব দিয়ে নামাজের ছুরা, কেরাত, দুরুদ, আত্তাহিয়্যাতু, তছবীহ তাহলীল প্রভৃতি পড়তে থাকে তখন আল্লাহর রহমতের ফয়েজ কৃলবে পতিত হওয়ার ফলে শয়তান টিকতে না পেরে কৃলব থেকে পালিয়ে যেয়ে শরীরের বিভিন্ন অংগ প্রত্যংগের ভিতরে পালিয়ে থেকে নামাজীকে অছঅছা দিতে থাকে। রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেছেন –

اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ.

শয়তান মানুষের মধ্যে তার রক্তের ন্যায় চলাচল করে। (বুখারী, মুছলিম, মেশকাত হাদীছ নং ৬২)

শয়তান কৃলব থেকে পালিয়ে মানুষের সমস্ত শরীরের ভিতরে চলাচল করে অছঅছা বা কুমন্ত্রনা দিতে থাকে। ফলে নামাজী হাত পা চুলকানো, দাড়িতে হাত বুলানো, এদিক সেদিক দেখা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের কাজ করতে থাকে।

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেছেন –

لاَ يَنْظُرُ اللهُ اِلَى صَلٰوةٍ لاَ يَحْضُرُ الرَّجُلُ فِيْهَا قَلْبَهُ مَعَ بَدَنِهِ

আল্লাহ তাআ'লা ঐ নামাজের দিকে নজর দেন না যে নামাজে নামাজী তার নিজের কৃলবসহ সমস্ত শরীর হাজির না করে। (আইনুল এলেম পৃষ্ঠা নং ২১ কুরআন মঞ্জিল ২৭পৃঃ এমদাদিয়া)

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম আরও বলেন –

لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْ عَبْدٍ عَمَلاً حَتّٰى يُشْهِدَ قَلْبُهُ مَعَ بَدَنِهِ.

আল্লাহ তাআ'লা বান্দার কোন আমলকে কবুল করেন না যতক্ষন না বান্দা তার নিজের কৃলবসহ সমস্ত শরীর দিয়ে ঐ আমলের সাক্ষ্য না দেয়। (আততারগীব ১ম জেলদ ৩৪৮ পৃঃ)

মানুষের সমস্ত শরীরে শয়তান বিচরণ করে অছঅছা দেয়ার ফলে সে তার শরীরকে নামাজ বা কোন ইবাদাতের মধ্যে হাজির করতে পারেনা। ফলে উপরের হাদীছ অনুযায়ী তার নামাজ বা কোন ইবাদাত আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয় না !

কোরআন মাজীদে আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করেন –

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ -

(১৮) তুমি কি দেখো না, আছমান জমীনের মধ্যে যা কিছু আছে তারা এবং চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজী, পাহাড়, গাছপালা, জন্তু জানোয়ার এবং অধিকাংশ মানুষ স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে আল্লাহ তাআ'লার জন্য ছেজদা করে ? আর অনেক মানুষ আল্লাহর শাস্তর যোগ্য হয়ে যায় ? (ছুরা হজ্জ)

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ-

(১৫) আছমান জমীনের মধ্যে যা কিছু আছে প্রত্যেকে এবং তাদের ছায়াসমূহ স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর জন্য ছেজদা করে। (ছুরা রাআ'দ)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفّٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰوتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ-

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৪১) তুমি কি দেখনা, আছমান জমীনে যা কিছু আছে প্রত্যেকে এবং পাখিরা সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর জন্য তাছবীহ করে? তারা প্রত্যেকে নিজেদের নামাজ ও তাছবীহ সম্পর্কে অবগত। (ছুরা নূর)

اَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهِ . فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِاللهِ اُولٰئِكَ فِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ . اَللهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللهِ . ذَالِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِىْ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ–

(২২) আল্লাহ তাআ'লা যার ছদর বা ক্বলবের উপরের অংশ (অন্তর) - কে ইছলামের জন্য খুলে দিয়েছেন সে আল্লাহ তাআ'লা থেকে আগত নুরের মধ্যে রয়েছে। সে কি তার সমান যার ক্বলব বা অন্তর আল্লাহর স্মরণের ব্যাপারে কঠোর ? তাদের জন্য দুর্ভোগ, যাদের ক্বলব আল্লাহর স্মরণের ব্যাপারে কঠোর। তারা প্রকাশ্য গোমরাহীতে আছে। (২৩) আল্লাহ উত্তম বানী তথা কিতাব নাযিল করেছেন যা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বার বার পড়া হয়। যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এতে (এ কিতাব পড়ায়) তাদের চামড়ার উপরের লোমগুলো কাটা দিয়ে ওঠে। তারপর তাদের চামড়া ও অন্তর সমূহ আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত হয়। এটাই আল্লাহর পথ নির্দেশ। তিনি যাকে ইচ্ছা এর মাধ্যমে হেদায়েত দান করেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নাই। (জুমার)

عَنِ الْعَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اقْشَعَرَّ جِلْدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَحَاتَتْ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ كَمَا يَتَحَاتَتْ عَنِ الشَّجَرِ الْيَابِسَةِ وَرَقُهَا .

. হযরত আব্বাছ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন বান্দার শরীরের চামড়া আল্লাহর ভয়ে কম্পিত হতে থাকে আল্লাহ তাআ'লা

তার গোনাহগুলিকে ঝরিয়ে দেন যেমন শুকনো গাছ থেকে তার পাতাগুলি ঝরে পড়ে। তিবরানী এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। (তাফছীরে মাজহারী ৮ম খন্ড ২০৮ পৃঃ)

উপরে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ সমূহ অনুসারে যখন নামাজী তার নামাজের মধ্যে ক্বলবসহ সমস্ত শরীর হাজির করে নামাজের কেয়াম, কেরাত, রুকু, ছেজদা প্রভৃতির সাক্ষ্য দিতে থাকে তখন শয়তান তার শরীরের মধ্যে অছঅছা দিতে পারে না। তখন আল্লাহ তাআ'লা নামাজীর, ক্বলবের মাধ্যমে আপন রহমতের বারিধারা বর্ষণ করতে থাকেন। ফলে নামাজীর এক নামাজ হতে অন্য নামাজ পর্যন্ত কৃত গোনাহগুলির আমল নামা উক্ত রহমতের নুরে মুছে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা নিজ গুণাবলীর নূর তার ক্বলবের মধ্যে দিয়ে সমস্ত শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেন। **ফলে তার মাধ্যমে অসৎ স্বভাব, অসৎ চরিত্র ও মন্দ কাজ কর্ম দূর হয়ে যায়। নামাজী তখন শয়তানের কুমন্ত্রনা মুক্ত হয়ে একাগ্রতার সাথে একনিষ্টভাবে আল্লাহ তাআ'লার সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত হয়ে চরম সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভ করে।**

আল্লাহ তাআ'লা বলেন – وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

তুমি ছেজদা করো ও আল্লাহর চরম নৈকট্য লাভ করো।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَّبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ–

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেছেন – ছেজদার সময় বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী হয়। আবু দাউদ এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম ছাহাবাগণকে এ নামাজের পদ্ধতি শিখাতেন। রাছুলে পাক নামাজের মধ্যে আল্লাহর চরম নৈকট্য ও কথোপকথনের ঘটনা বলে বলেছেন, এ ঘটনা সত্য, এটা শেখ ও অন্যকে শেখাও। (৩৩ পৃষ্টায় হাদীছটি দেখুন)।

ক্বলবে ছুরা কেরাত না পড়ার কারণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ তাআ'লা কোরআন মাজীদে ক্বলবের রোগগ্রস্থ হওয়া, ক্বলবে মরিচা ধরে জং পড়া, ক্বলব জীবিত ও মৃত হওয়া, ক্বলবের সুস্থ্য হওয়া, সুস্থ্য হওয়ার লক্ষণ, ক্বলবের জেকেরের অবস্থা ও তার লক্ষণ ক্বলব দিয়ে ইমান ও এলেম অর্জণ না করলে তার শাস্তি ইত্যাদি ব্যাপারে ১৩৬ জায়গায় ক্বলবের কথা উল্লেখ করেছেন।

যখন কোন শিশু ভুমিষ্ট হয় তখন শয়তান তার ক্বলবে গুতা দিয়ে ক্বলবকে বিকল করে তার ওপর ঘাটি করে বসে থাকে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مَوْلُوْدٌ اِلاَّ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ . فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِّنْ مَّسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا- متفق عليه

হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন ঃ মরিয়াম এবং তাঁর পুত্র (ইছা আলাইহি চ্ছালাম) ব্যতীত এমন কোন আদম সন্তান ভূমিষ্ট হয়নি যাকে শয়তান স্পর্শ করেনি এবং স্পর্শের কারণে শিশু চিৎকার দিয়ে ওঠেনি। (বুখারী ও মুছলিম, মেশকাত হাদীছ নং - ৬৩)

❁ বিস্তারিত জানার জন্যে "ইনছান সৃষ্টি' দায়ীত্ব ও কর্তব্য" কিতাব দেখুন।

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . صِيَاحُ الْمَوْلُوْدِ حِيْنَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ . متفق عليه

উক্ত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন ঃ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেছেন ঃ ভুমিষ্ট হওয়ার সময় শিশুর চিৎকার শয়তানের খোচা মারার কারনেই। (বোখারী, মুছলিম, মেশকাত হাদীছ নং- ৬৪)

❁ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন ঃ শয়তান আদম সন্তানের ক্বলবে ঘাটি করে বসে থাকে। যখন ক্বলব আল্লাহর জিকির করে শয়তান ক্বলব থেকে পালিয়ে যায় আর জিকির না করলে শয়তান সেখানে বসে কুমন্ত্রনা দেয়। (বোখারী, মেশকাত - ২১৭৪)

ক্বলবে জিকির জারী করা, ক্বলব জেন্দা করা, ক্বলব দিয়ে পড়া এসব না জানলে তা জানার জন্যে আহলে জেকের বা জিকিরকারী লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করুন।

আহলে জিকর কে ?

رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ - وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ-

(৩৬) তাদের ব্যবসা বেচা কেনার কাজ কাম আল্লাহর জিকির থেকে বিরত রাখতে পারে না বরং নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে। (ছুরা নূর)

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-

(১৯১) যারা দাড়ান, বসা, শোয়া, সকল অবস্থায় আল্লাহর জিকর করে এবং আছমান সকল ও জমিনের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে গভীর চিন্তা ফেকের করে ..... । (আল ইমরান)

যারা চলা-ফেরা, কাজ-কাম, জাগ্রত ও ঘুমে সর্বাবস্থায় সমস্ত শরীর দিয়ে আল্লাহর জিকিরে নিমগ্ন থাকে, কেবলমাত্র তাদেরকেই আহলে জিকর বলা হয়। এরা সব সময় আল্লাহর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে এবং রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর পুরাপুরি অনুকরণ অনুসরণের চেষ্টা করে। আহলে জিকরের কাছ থেকে বিকল ও মরিচা ধরা ক্বলবকে সচল ও পরিস্কার করার পদ্ধতি জেনে নিয়ে ক্বলব জেকের শুরু করলে ছুরা আন ফালের দ্বিতীয় আয়াত ও ছুরা হজের ৩৫ আয়াত অনুযায়ী ক্বলব আল্লাহর ভয়ে (ঘড়ির কাটার মতো) কাপতে থাকবে, কোরআনের আয়াত পড়লে ঈমান বৃদ্ধি পাবে ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হবে। ৪০দিন ক্বলবে জেকেরকারী নামাজী নামাজের সময় ক্বলব দিয়ে নামাজের ছুরা কেরাত ও পড়তে পারবে। তখন শয়তান ক্বলব থেকে পালাতে থাকবে, ফলে নামাজের মধ্যের

pdf By Syed Mostafa Sakib

এদিক সেদিক খেয়াল করা শতকরা ৫০/৬০ ভাগ কমে গেছে তা বাস্তবে বুঝতে পারবে। অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত শরীর দিয়ে নামাজের কেরাত পড়া বুঝতে পারবে। সমস্ত শরীর দিয়ে নামাজ পড়ার কারণে আল্লাহ তাআ'লার রহমতের নূর তার সমস্ত শরীরে পড়তে থাকবে। ফলে শয়তান শরীর থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম না হয়ে ইসলাম কবুল করতে বাধ্য হবে। তখন সে আর কোন অছঅছা দিবে না। নামাজী একাগ্রতার সঙ্গে নামাজ পড়া নিজেই উপলব্ধি করতে পারবে।

নামাজ কায়েমের ধারা

কোন লোক ইছলাম কবুল করলে তার নামাজের সবকিছু অর্থাৎ কেয়াম, কেরাত, রুকু, ছেজদা প্রভৃতি ছুবহানাল্লাহ দিয়ে পড়বে। এরপর সে ছুরা ফাতেহা শিখবে। ছুরা ফাতেহা শেখার পর শুধুমাত্র ছুবহানাল্লাহ দিয়ে নামাজ পড়লে নামাজ হবে না। তারপর সে দৈনিক কিছু কিছু নামাজের মছলা মাছায়েল, ছুরা, কেরাত, ফরজ, ওয়াজিব, নামাজ ভঙ্গকারী আমলগুলি শেখবে। শেখার পর সেগুলি বাদ দিয়ে নামাজ পড়লে সে নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।

مَنِ اسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُوْنٌ-

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন ঃ দু'টি দিন যার একই অবস্থায় কাটবে সেও ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে। (দায়লমী শরীফ মকতুবাতে ইমাম রব্বানী তৃতীয় দফতর ৯৪ মকতুব)।

নামাজ ফরজ হওয়ার পর ছাহাবাগণ চলা-ফেরা, কাজ-কাম, এমনকি হাটে-বাজারেও তারা নামাজের মছলা মাছায়েল আলোচনা করতেন। রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম নামাজীকে ছালাম দিতেন এবং নামাজের মধ্যে ছালামের উত্তর দিতেন। নামাজের মধ্যেও কোন ছুরার পরে কোন ছুরা পড়তে হবে বা কোন আমলের পরে কোন আমল করতে হবে তা একে অন্যের কাছ থেকে জেনে নিতেন।

নামাজ শেখা হয়ে গেলে নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলা, ছালাম কালাম করা সব হারাম হয়ে যায়। নামাজের ফরজ, ওয়াজিব, কেয়াম, কেরাত, রুকু, ছেজদা প্রভৃতি আমলগুলি জানা হয়ে গেলে ছাহাবাগণ হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর কাছ থেকে একাগ্রচিত্তে নামাজ পড়ার নিয়ম কানুন জেনে নিতেন। এরপর নামাজে আল্লাহ পাকের সঙ্গে দীদার ও কথোপকথনের ধারা সম্পর্কেও তারা রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম থেকে জেনে নিতেন। যেমন– মেশকাত শরীফের ৬৯২নং হাদীছে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম নামাজের মধ্যে আল্লাহ পাকের দীদার সম্পর্কিত নিজ ঘটনা ব্যক্ত করে সাহাবাগণকে এর পদ্ধতি শিখে নিতে এবং অপরকে শিখাতে নির্দেশ ও দিয়েছেন। (৩৩পৃষ্টায় হাদীছটি দেখুন)

নামাজী প্রথমে নামাজ শুরু করে নামাজের আরকান-আহকাম শিখে সেমত নামাজ অভ্যাস করবে। এরপর ক্বলব বা মনের একাগ্রতা আনার জন্য আহলে জেকেরের কাছে যেয়ে ১। প্রথমে ক্বলব দিয়ে নামাজের ছুরা-কেরাত, রুকু-ছেজদার তছবীহ, দুরুদ, আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পদ্ধতি শিখে সেভাবে নামাজ পড়ার চেষ্টা করবে। তারপর ২। শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে নামাজ পড়ার পদ্ধতি শিখে নিয়ে সমস্ত শরীর দিয়ে নামাজ পড়ার চেষ্টা করবে। ফলে সমস্ত শরীর শয়তানী অছঅছা মুক্ত হয়ে যাবে।

যখন নামাজী ক্বলবসহ সমস্ত শরীর দিয়ে নামাজ পড়ে তখন আল্লাহ তাআ'লা নিজ রহমতের ফয়েজ দিয়ে নামাজীর আমলনামা থেকে গোনাহগুলি মুছে দেন। সাথে সাথে আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় গুনাবলীর নূর ক্বলবের মাধ্যমে নামাজীর সমস্ত শরীরে প্রবেশ করান। ফলে নামাজীর অসৎ স্বভাব, অসৎ চরিত্র, মন্দ কাজ কর্ম দূর হয়ে যায় এবং নামাজী নবী পাকের চরিত্রে চরিত্রবান হতে থাকে।

এরপর নামাজী আহলে জেকেরের নিকট থেকে ৩। নফছের অছঅছা বা কুমন্ত্রনা থেকে মুক্ত হওয়ার পদ্ধতি শিখবে। এ পদ্ধতিতে নামাজী নফছে আম্মারা, নফছে লাওয়ামাহ ও নফছে মুলহিমার স্তর অতিক্রম করে নামাজে দাড়ালে তার নামাজ ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি, লোক দেখান, লোক সন্তুষ্টি বা লোক ভয়ে না হয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্য হবে। এভাবে নামাজী শিরকে জলী (প্রকাশ্য শেরেক), শিরকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

খফি (গুপ্ত শেরেক) ও শিরকে আখফা (সুক্ষাতিসুক্ষ শেরেক) মুক্ত হয়ে প্রশান্ত মনে নামাজ পড়তে শুরু করলে আল্লাহ তাআ'লা তার উপর খাস রহমত বর্ষন করেন। ফলে নামাজীর নফস 'মুতমাইন্নায়' রূপান্তরিত হয়। এই অবস্থায় নামাজীর নামাজ সাত আসমান অতিক্রম করে আল্লাহ তাআ'লার দরবারে উঠতে সক্ষম হয়। তখন নামাজী নামাজে দাড়িয়ে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআ'লার প্রতি রাজী-খুশি হয়ে তার প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে। তখন আল্লাহ তাআ'লাও তার আনুগত্যের স্বীকৃতি দান করে তার নফসকে 'নফসে মারদিয়ার' স্তরে উঠিয়ে নেন। তখন আল্লাহ তাআ'লা মে'রাজ দানের জন্য নামাজীকে আবদীয়াতের গুন অর্জনের হুকুম করেন।

মে'রাজ লাভের উপায়

হযরত মুছা আলাইহিছ ছালাম তুর পাহাড়ে আল্লাহ তাআ'লা কে দেখার জন্যে আরিনী আরিনী অর্থাৎ আমাকে দেখা দাও! আমাকে দেখা দাও! বলে আবেদন জানিয়ে ছিলেন। আর আল্লাহ লান তারানী "আমাকে দেখতে পাবে না" বলে উত্তর দিয়েছিলেন।

এ দুনিয়ার পরিমন্ডলে আল্লাহকে দেখা যায় না। এ জন্যে আল্লাহ তাআ'লা রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে দুনিয়া আছমানের সীমানা পার করে রফ রফের মাধ্যমে আপন দরবারে এনে মে'রাজ নছীব করেন। কোরআন পাকের মধ্যে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে মুহাম্মাদ, আহমাদ, নবী, রাছুল, উম্মি, হাদী বিভিন্ন নাম উল্লেখ করেছেন। মেরাজের বর্ননায় سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا.... (১) আল্লাহ তাআ'লা তাঁর আবদকে রাতে ভ্রমন করিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। (ছুরা বনি ইছরাইল)

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম আবদ গুনে গুনান্বিত হলে আবদ গুন বিশিষ্ট মুহাম্মাদকে মেরাজে নিয়েছেন।

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর উম্মতদের ব্যাপারেও আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করেছেন -

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ– ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً–
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي– وَادْخُلِي جَنَّتِي–

(২৭) হে নফছে মুতমাইন্না ! (২৮) তুমি তোমার রবের দিকে ফিরে এসো এমন অবস্থায় যে, (২৯) তুমি তোমার রবের প্রতি সন্তুষ্ট আর রব ও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। তুমি আমার আবদভুক্ত হয়ে যাও এবং (৩০) আমার (দীদার ও নৈকট্যের জন্যে) জান্নাতে প্রবেশ করো। (ছুরা ফাজর)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা নফছে মুত মাইন্নাকে আবদ হতে আদেশ করেছেন। কোরআন মাজীদে নফছের ৭টি স্তরের কথা বলা হয়েছে।

১। নফছে আম্মারাহ বা দুস্কৃতিকারী নফছ। (ছুরা ইউছুফ - ৫৩)।
২। নফছে লাওয়ামাহ বা ভাল কাজে খুশী ও মন্দ কাজে অনুশোচনাকারী নফছ। (ছুরা ক্বিয়ামাহ- ২) ৩। নফছে মুলহিমাহ এলহাম বা নির্দেশ লাভকারী নফছ। (ছুরা শামছ ৭-৮) ৪। নফছে মুতমায়িন্নাহ বা প্রশান্ত নফছ। ৫। নফছে রাদিয়াহ বা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট নফছ। ৬। নফছে মারদিয়াহ বা বান্দার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির স্বীকৃতি প্রাপ্ত নফছ। (ছুরা ফাজর ২৭ - ৩০)।
৭। নফছে ছাফিয়াহ বা পরিশুদ্ধ নফছ।

নফছের স্বভাব হলো আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করা।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা হযরত দাউদ আলাইহিছ ছালামকে এরশাদ করেন –

۞ "হে দাউদ ! তুমি তোমার নফছের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। কেননা সে আমার বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত। (হাদীছে কুদছী)

শরীরের মধ্যে নফছ ও কুলব একই সাথে অবস্থান করে। কুলবের মূলের মূল যেমন আল্লাহ তাআ'লার দু আঙ্গুলের ফাকে নুরে মুহাম্মাদীতে অবস্থিত। নফছের মূলের মূল ও উক্ত স্থানে অবস্থিত।

আলোর বিপরিতে যেমন অন্ধকার সৃষ্টি হয়। কুলবের

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিপরিতে তেমন নফছ সৃষ্টি হয়েছে। নুরে মুহাম্মাদীর নূর থেকে আল্লাহ কৃলব সৃষ্টি করেছেন– যা আলোকিত নূর। আর উক্ত কৃলবের বিপরিতে নফছ সৃষ্টি হয়েছে যা জুলমাত ও অন্ধকার। কৃলব আল্লাহ তাআ'লার গুন প্রাপ্ত। সে কারণে কৃলব স্বচ্ছ, নিষকলুষ, আল্লাহ প্রেমিক ও আল্লাহর অনুগত। তার বিপরিতে নফছ – অন্ধকার, আল্লাহর তাআ'লার বিরুদ্ধাচারী ও খারাপ দোষে দুষ্ট।

আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করেন –

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ– ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ–

(৪) আমি ইনছান অর্থাৎ মানুষকে উত্তম সার বস্তু দিয়ে সৃষ্টি করেছি (৫) এরপর তাকে নিকৃষ্ট স্থানে ফিরিয়ে দিয়েছি। (ছুরা ত্বীন)

কৃলব ও নফছ একই সাথে অবস্থানের কারণে একে অপরের প্রভাবে প্রভাবিত হয় ও একে অপরের গুন গ্রহন করে গুনান্বিত হয়।

কৃলব একটি মাংসপিন্ড। তার স্তর আছে। আর তার স্তর হলো ৭টি। ১। ছদর ২। নশর ৩। শামছি ৪। নুরী ৫। কুরব ৬। মাকিন ৭। নাফছি।

۞ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেছেন – মু'মিন যখন কোন গোনাহের কাজ করে তখন তার কৃলবের মধ্যে অন্যায়ের কালো দাগ পড়ে। সে যদি তওবা এস্তেগফার করে তা হলে তার কৃলবের কালো দাগ উঠিয়ে দেয়া হয়। আর যদি বেশী বেশী অন্যায় করে তবে বেশী বেশী কালো দাগ পড়ে, এমনকি কালো দাগে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এটা ঐ মরিচা যে সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন – কখনো না, বরং তারা যা করেছে তাই তাদের কৃলবে মরিচা ধরে গেছে। (ছুরা তাতফীফ ১৪, মেশকাত- ২২৩৩)

۞ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেছেন – প্রত্যেক আদম সন্তানের কৃলবের মধ্যে দুটি কুঠুরী আছে। তার একটিতে ফেরেশতা ও অন্যটায় শয়তান অবস্থান করে। কৃলব যখন আল্লাহর স্মরন করে তখন শয়তান সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আর কৃলব আল্লাহর স্মরন না করলে শয়তান তার ঠোঁট কৃলবের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে অছ্অছা বা কুমন্ত্রনা দিতে থাকে।

যদি একজন ভাল মানুষ পাচজন খারাপ মানুষের সঙ্গে থাকে তবে তাদের খারাপ কাজ-কাম, খারাপ আলোচনার কারণে ভাল মানুষটি ভাল কাজের সুযোগ পায় না ও খারাপের প্রতিক্রিয়ায় খারাপ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে একজন খারাপ মানুষ পাচজন ভাল মানুষের সঙ্গে থাকলে তাদের ভাল কাজ-কাম ও ভাল আলাপ-আলোচনার কারণে খারাপ কাজকাম ও খারাপ আলাপ আলোচনার সুযোগ পায় না এবং ভালোর প্রতিক্রিয়ায় সে ভাল হয়ে যায়।

নফছ ও কৃলব দুই বিপরিত স্বভাবধারী একই সঙ্গে অবস্থান করে। হাদীছ অনুযায়ী নফছে আম্মারার খারাপ আমলের প্রতিক্রিয়ায় কৃলবের প্রথম স্তর ছদর গোনাহের কালিমায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রোগগ্রস্থ হয়ে যায়।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ– الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ– مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ–

(৪) আমি খান্নাছের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি (৫) যে কুমন্ত্রনা দেয় মানুষের ছদর সমূহে (৬) জ্বেন ও মানুষের মধ্যে থেকে। (ছুরা নাছ)

ফলে ছদর তার নিজস্ব শক্তি হারিয়ে ফেলে। পক্ষান্তরে ছদর আল্লাহর স্মরণ করলে আল্লাহর কাছে তওবা এস্তেগফার করলে আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করে গোনাহের কালো দাগ উঠিয়ে দেন। এ অবস্থায় ছদর আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত থাকলে আল্লাহর গুনাবলীর নূর উক্ত ছদরে পতিত হওয়ার ফলে ছদর আল্লাহর গুন সম্পন্ন হয়।

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ–

(২২) আল্লাহ তাআ'লা যার ছদরকে ইছলামের জন্য প্রসার করে দেন সে আল্লাহর নুরের মধ্যে প্রবেশ করলো। (ছুরা ঝুমার)

এ গুনের প্রভাবে নফছে আম্মারা তার খারাপ দোষক্রটি থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর গুন গ্রহনে আগ্রহী হয়। কৃলব গোনাহমুক্ত হলে কৃলবের প্রতিটি স্তর আল্লাহর গুনাবলী গ্রহন করে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

﴿ تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللهِ ﴾ 'তোমরা আল্লাহ চরিত্রে চরিত্র বান হও' আল্লাহ পাকের এ হুকুম অনুযায়ী আল্লাহর গুন সম্পন্ন হতে থাকে। সাথে সাথে ক্বলবের প্রভাবে নফছ ও তার খারাপ স্বভাব পরিত্যাগ করে উক্ত গুন গ্রহন করে ক্বলবের গুন সম্পন্ন হতে থাকে।

ক্বলবের দ্বিতীয় স্তর নশরের প্রভাবে নফছ লাওয়ামাহ অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনে খুশী ও এর বিপরিত কাজে অনুশোচনার গুন অর্জন করে।

ক্বলবের তৃতীয় স্তর শামছীর প্রভাবে নফছ মূলহিমার স্তরে প্রবেশ করে ভাল মন্দের পার্থক্য এবং নিজের লাভ ও ক্ষতির হিসেব বুঝে ক্ষতি ও খারাপ কাজ থেকে সরে যায়। এ স্তরে ক্বলবে অবস্থানকারী ফেরেশতার নিকট থেকে এলহাম বা আদেশ লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করে। ফলে নফছ ক্বলবে অবস্থিত শয়তানের প্রভাব মুক্ত হয়ে ফেরেশতার অধীনস্থ হয়ে পড়ে।

ক্বলবের চতুর্থ স্তর নুরীর প্রভাবে নফছ মুতমাইননায় পরিনত হয়। নফছ তখন আল্লাহর প্রত্যেক আদেশ নিষেধ কে তার জন্যে উপকারী মনে করে আল্লাহর প্রতি তার বিরুদ্ধাচারণ দূর করে দেয় এবং আল্লাহর প্রতি খুশী হয়ে যায়।

ক্বলবের পঞ্চম স্তর কুরব এর প্রভাবে নফছ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে আল্লাহর প্রেমে পাগল হয়ে যায়। প্রেমিক যেমন প্রেমাস্পদের দেয়া গালিগালাজ ব্যথা দুঃখ অবলীলাক্রমে হজম করে তাকে সুখ মনে করে। এখানে নফছ তেমন ছুরা বাকারার ১৫৫ আয়াত অনুযায়ী তার প্রতি ক্ষুধা, জান, মাল ও ফসলাদীর ক্ষয় ক্ষতির পরীক্ষায় নিজের গোনাহ মাফ ও আল্লাহর নেয়ামত মনে করে চরম ধৈর্য ধারণ করে। আল্লাহর প্রতি তার কোন অনুযোগ ও অভিযোগ থাকে না। আল্লাহ তাআ'লার আদেশ নিষেধের বিপরিত ভাব তার হাত পা, চোখ, কান, নাক মুখ এমন কি তার শরীরের কোন অংগ দিয়ে ও প্রকাশ পায় না। বরং আল্লাহর আদেশ নিষেধকে নফছ খুশী মনে গ্রহন করে। তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়েও এ খুশী প্রকাশ পেতে থাকে।

ক্বলবের ষষ্ট স্তর মাকিনের প্রভাবে নফছ আল্লাহর ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা, অনিচ্ছাকে অনিচ্ছা, আল্লাহর খুশী অখুশীকে নিজের

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ-

(১৫৭) এদের উপর আল্লাহর তরফ থেকে ছলাত এবং রহমত। আর এরাই হেদায়েত প্রাপ্ত। (ছুরা বাকারা)

এরপর নামাজী ক্বলবের শেষ স্তর নাফছিতে প্রবেশ করলে তার প্রভাবে নফছ ছাফিয়া বা পরিশুদ্ধ নফছ হয়ে আল্লাহ তাআ'লার অনুগত গোলাম বা আবদ হয়ে যায়।

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ....-...

(৫০) হে রাছুল ! বলে দাও আমার কাছে যে অহি আসে তা আমি হুবহু অনুসরণ করি। (ছুরা-আন্আম)

তোমরা ভয় পেয়োনা, তোমরা দুঃখীত হয়ো না আর সুসংবাদ গ্রহন করো জান্নাতের যা তোমাদের জন্যে ওয়াদা করা হয়েছে। (৩১) (আল্লাহ তাআ'লা সুসংবাদ দেন) আমি তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের বন্ধু। তোমাদের মন যা চাবে আর তোমরা যা দাবী করবে তা সবই তোমাদের দেয়া হবে। (ছুরা-হামীম ছেজদা-৪১ঃ৩০-৩১)

খুশী অখুশী মনে করে নিজকে পুর্ণরূপে আল্লাহর উপর ছোপর্দ্দ করে। আল্লাহর প্রতি অটল ও অবিচল থাকে। তখন আল্লাহ তাআ'লা ও তার প্রতি রাজী খুশী হয়ে যান।

﴿ আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ- نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ-

(৩০) যারা বললো আমাদের রব আল্লাহ। এরপর তারা এ কথার উপর অটল থাকলো তাদের কাছে ফেরেশতাগণ এসে বলেন-

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى- إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى-

(৩) মুহাম্মাদ নিজের ইচ্ছায় কিছু বলে না (৪) যতক্ষন আল্লাহর তরফ থেকে অহি না আসে। (ছুরা নজম)

আবদ মুহাম্মাদ দ্বীন প্রতি পালনে রোবটের মতো ছিলেন। রোবটের যেমন নিজস্ব কোন শক্তি নেই। মালিকের রিমোট কন্ট্রোলে পুরাপুরি পরিচালিত হয়। তার ইচ্ছা অনিচ্ছা নেই, নেই কোন মতামত। আবদ মুহাম্মাদ ও তেমন নিজেকে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআ'লা যখন মুহাম্মাদকে বললেন– হে মুহাম্মাদ ! তুমি আছ আমি আছি। মুহাম্মাদ জবাবে বললেন – হে আল্লাহ আমি নেই, তুমি আছ। তখন মুহাম্মাদকে আবদ খেতাবে ভুষিত করা হয় ও তাকে দীদার ও নৈকট্য দানের জন্য আল্লাহ নিজের দরবারে মেরাজে নিয়ে যান। আল্লাহ তাআ'লা আবদ মুহাম্মাদকে দেখা দেন, কথা-বার্তা বলেন।

۞ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেছেন –
আমি আমার রবকে দেখেছি আমার রবের চোখ দিয়ে।

রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম উম্মত ও যখন দ্বীনের ব্যাপারে নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা কাজ কাম সব কিছু আল্লাহর উপর ছোপর্দ করে রোবটের মতো আবদ বা অনুগত দাস হয়ে যায় তখন তাকেও মেরাজের সু সংবাদ দেওয়া হয়।

۞ হযরত ইবনে আব্বাছ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত – রাছুলে পাক বলেছেন – জিবরিল এসে বললেন, হে রাছুল আল্লাহ আপনাকে ছালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন – কোন বান্দা যখন আমার দীদারের জন্যে দাড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলে তখন আমার এবং ঐ বান্দার মধ্যের পর্দা উঠিয়ে দেওয়া হয়। (বিস্তারিত হাদীছ ১৩ পৃষ্টায় দেখুন)।

হযরত মুছা আলাইহিছ ছালাম যখন আরিনী আরিনী বলে ফরিয়াদ করেছিলেন তখন আল্লাহ তাআ'লা ৭০ হাজার নুরের পর্দার অন্তরাল থেকে নুরের তাজাল্লী ফেললে হযরত মুছা আলাইহিছ ছালাম বেহুশ হয়ে পড়েন। কিন্তু রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর উম্মতের মধ্যে আবদ যোগ্যতা অর্জনকারী নামাজে দাড়ালে আল্লাহ তাআ'লা তার উক্ত ৭০ হাজার নুরের পর্দা সরিয়ে দিয়ে বান্দার মূল

শরীর অর্থাৎ ক্বলব রুহকে নিজের দরবারে উঠিয়ে নেন। বান্দা তখন ছুরা ফাতেহার মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে কথোপ কথন করে আল্লাহর দীদার ও চরম নৈকট্য লাভ করে।

নামাজী তখন প্রতি নিয়ত আল্লাহর দীদারের জন্য ব্যকুল হয়ে পড়ে। তখন আল্লাহ তাআ'লা তাকে নৈকট্য দানে সৌভাগ্যবান করেন।

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه " . رواه البخاري

۞ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম বলেন– আল্লাহ তাআ'লা বলেন– আমি বান্দার জন্যে যা ফরজ করেছি তা ছাড়া এমন কোন প্রিয় ইবাদাত নেই যা দিয়ে বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে। (ফরজ ইবাদাতের নৈকট্য লাভের পর) বান্দা নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নিকটবর্ত্তী হতে থাকে। এমনকি আমি নিজে তাকে মুহব্বত করি। আর আমি যখন তাকে মুহাব্বত করি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে, আমি তার পা

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলে। (বোখারী আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু হতে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন)। (বুখারী হাদীছ নং - ৬১৩৭, মেশকাত- ২২৬৬)

বর্ত্তমান কালের টেলিফোনের উন্নত প্রযুক্তির সেক্রো ফোনে কানে কানে কথা বলার সঙ্গেঁ সঙ্গেঁ একে অপরকে দেখতে পায়। পঞ্চ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চোখ, কান, নাক, জিব ও ত্বক এরা প্রত্যেকে যে উপাদানে সৃষ্টি সে উপাদানকে দেখতে পায়। নাক সুগন্ধ দুর্গন্ধ দেখে, জিব তিতু মিষ্টি টক ঝালকে দেখে, ত্বক ঠান্ডা গরম দেখে, চোখ জড়বস্তু দেখে।

আকার প্রকার বিহীন, রং-রূপবিহীন ক্বলব – আকার আকৃতি বিহীন, রং-রূপবিহীন আল্লাহ তাআ'লাকে দেখে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ.....অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ ও রাছুল এ সাক্ষ্য দিয়ে ঈমানের স্তর অতিক্রম করে বুনিয়াদে ইছলামে প্রবেশ করে।

ত্বক, নাক ও জিব এর দেখা যেমন অনুভূতির ব্যপার। সুখ দুঃখের খুশী ব্যথা যেমন মনের অনুভূতি। তেমন ক্বলব বা মনের আল্লাহ দর্শনও তেমন অনুভূতি। এ দেখার কোন রূপ রেখা নেই।

۞ রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম যখন ছাহাবাদের বললেন আমি আল্লাহকে দেখেছি। ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ কেমন ? রাছুলে পাক জবাব দিলেন – লাইছা কা মিছলিহি শাইউন। অর্থাৎ কোন সৃষ্টি বস্তুর সঙ্গে তাঁর মিল নেই। স্থল বস্তু সন্দেশ, রস-গোল্লা ও জিলাপির মিষ্টির স্বাদের পার্থক্য যেমন কোন ব্যক্তি ভাষা বা মুখে প্রকাশ করতে পারেনা তেমন আল্লাহ দর্শনের
ধরন কেমন তা দর্শনকারী কোনরূপ আকার ইঙ্গিতেও প্রকাশ করতে

অক্ষম।

চার ইঞ্চি ডায়াগ্রামের একটি আয়না পৃথিবীর হাজার হাজার কোটী ভাগের এক ভাগ। পৃথিবীর থেকে সূর্য তের লক্ষ গুণ বড়। এ সূর্যের প্রতিবিম্ব চার ইঞ্চি ডায়াগ্রামের আয়নার মধ্যে অনায়াসে ঢুকে যায়। সূর্যের দিকে তাকালে যেমন চোখ ঝলসে যায়, আয়নার মধ্যের সূর্যের দিকে তাকালেও চোখ ঝলসে যায়। সূর্যের দিকে আতসী কাঁচ ধরলে তার থেকে কাগজে আগুন ধরে যায়, আয়নার মধ্যের সূর্যের দিকে আতসী কাঁচ ধরলেও তেমন আগুন ধরে যায়। আয়নার সূর্য, সূর্য নয় আবার সূর্য হতে আলাদাও নয়।

মু'মিনের ক্বলব আল্লাহ তাআ'লার আঙ্গুলগুলির দু'আঙ্গুলের ফাঁকে অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লার সামনে নূরে মোহাম্মাদীতে অবস্থিত। এ ক্বলব আকার আকৃতিবিহীন, চিন্তা-কল্পনা ও ধারণাবিহীন। আল্লাহ তাআ'লাও তেমন আকার আকৃতিবিহীন, চিন্তা-কল্পনা ও ধারণাবিহীন।

আল্লাহ তাআ'লা তার আবদ্ মোহাম্মদ কে স্বশরীরে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়ে তাকে দীদার দান করেন। আবদ্ গুণ অর্জনকারী বান্দা আল্লাহু আকবার বলে নামাজে দাড়ালে, আল্লাহ তাআ'লা তাঁর ও বান্দার মধ্যকার নূরের পর্দা উঠিয়ে দিয়ে বান্দার ক্বলবকে তাঁর দু'আঙ্গুলের ফাঁকে অর্থাৎ নূরে মোহাম্মাদীর মূলে উঠিয়ে নেন। বান্দা তখন আল্লাহ তাআ'লার সামনে দাড়িয়ে ছুরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ তাআ'লার সাথে কথা-বার্তা বলতে থাকে। আল্লাহ তাআ'লার সাথে ক্বলবের মাধ্যমে এ কথা-বার্তা বলাই হ'ল মু'মিনের মে'রাজ বা আল্লাহ তাআ'লার সাথে দীদার বা সাক্ষাত। মোহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর উম্মতের জন্য এ মে'রাজ লাভই দুনিয়াতে তাদের চরম পাওয়া।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ দীদার লাভের জন্যে নবী-রাছুলগণও আকাঙ্খা করে বলেছেন – নবী রছুল না হয়ে মোহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম এর উম্মত হতে পারলে আল্লাহ তাআ'লার দীদার লাভের মাধ্যমে জীবন ধন্য হ'ত।

আল্লাহ তাআ'লা তার দীদার লাভের আগ্রহী বান্দাগণকে সালাত কায়েমের মাধ্যমে তার চরম নৈকট্য ও অনন্ত মিলন নছিব করুন, আমীন॥

জামাআতের ফজিলত ও গুরুত্ব ঃ-

আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন, " ওয়া আকিমুস্-সালাতা ওয়া আতিউয্-যাকাতা ওয়ার কায়ূ মাআর রাকেঈন'' অর্থাৎ নামায কায়েম রাখো এবং যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু কর।(সুরাহ্ বাকারা, আয়াত- ৪৩)

হাদীশ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার রাদি আল্লাহো আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইরশাদ করেন-" ঐ জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করা একাকী নামায পড়ার থেকে সাতাশ দরজা (গুণ) বেশী ফজিলত রাখে।

নামাযের শর্তসমূহ ও আরকান সমূহ ঃ-

১) পবিত্রা ঃ- শরীর , কাপড়, জায়গা এবং দুই পা, দুই হাঁটু, দুই হাত ও মাথা -এর জায়গা নাজাসাত (অপবিত্রতা) থেকে পবিত্র হওয়া

২) সতর বা আবরণ ঢাকা ঃ- মহিলাদের মুখমন্ডল, দুই হাতের কব্জি, দুই পায়ের পাতা ব্যতীত সারা শরীরই হলো সতর, এই অংশগুলি ঢেকে রাখা ফরজ বা অপরিহার্য। পুরুষদের ক্ষেত্রে নাভীর নিচ থেকে হাটু পর্যন্ত সতর। এই অংশ ঢেকে রাখা ফরজ। নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু হাঁটু সতরের অন্তভুক্ত। ঐসকল পাতলা কাপড় যার দ্বারা শরীরের অংশ নজরে আসে তা সতরের জন্য যথেষ্ট নয়। ঐ প্রকার কাপড় দ্বারা নামাজ আদায় করলে নামায বাতিল হবে। মহিলাদের ঐরূপ ওরণা বা দোপাট্টা যার মধ্য দিয়ে চুলের কালো রঙ নজরে আসে, তা পরিধানে নামাজ বাতিল হবে।

বিঃদ্রঃ- আনেক লোক মাথায় কাপড় বা টুপি ব্যতীত নামায পড়ে থাকেন, কাপড় থাকা সত্বেও এরূপে খোলা মাথায় নামায আদায় করা সম্পূর্ণ সুন্নাতের পরিপন্থী। হযরত আনাস রাদিআল্লাহো তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময়ই মস্তক মোবারক আবৃত রাখতেন।

৩) কিবলামুখী হওয়া ঃ- কিবলামুখী হওয়ার অর্থ মুখের সম্মুখ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভাগে যেকোন অংশ কাবার দিকে হওয়া। নামায আল্লাহ্‌র জন্যই করা হয় এবং সিজদা তারই জন্য, কাবার জন্য নয়, কাবার দিকে মুখ করা বাঞ্ছনীয়। আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহো তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, "রাসুলপাক সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করবে তখন ভালোভাবে ওজু করো এবং কেবলামূখী হয়ে দাড়াও।"

যে ব্যক্তি খানায় কাবা শারীফে আছে এবং কাবা শারীফ সচক্ষে দেখছে তার উপর অপরিহার্য হলো যে তিনি কাবার সম্মুখে দন্ডায়মান হবে। এবং যে ব্যক্তি খানায়ে কাবাকে দেখছে না তার জন্য কিবলার দিকে মুখ করতে হবে যদিও বা সে মক্কা নগরীতে আছে।

৪) ওয়াক্ত বা সময় ঃ- (১) যখন মানুষের ছায়া নিজের বরাবর সমান হয়ে যাবে তখন যোহরের নামাজ আদায় করবে। আবার যখন ছায়া দ্বিগুন হবে তখন আসরের নামাজ আদায় করবে। (মোয়াত্তা ইমাম মালেক, অধ্যায় নামাজের সময়) (২) গরমের প্রখরতা যখন বেশি হবে তখন প্রখরতা কমলে নামাজ আদায় করতে হবে। কারন গরম অর্থাৎ তাপ জাহান্নামের কারনে বেড়ে যায়। (মুসলিম, ইসতাহ বাবুল, আবরাদে বিজ যোহরে ফিসিদ্দাতিল হার)। (৩) মোয়াজ্জেন যখন (বারগাহে রেসালাত) অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নিকট আজান দিবার জন্য প্রস্তুত হলেন তখন নবী পাক সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরসাদ করলেন আবহাওয়া ঠান্ডা হতে দাও। (প্রমান বোখারী) (৪) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল গ্রীষ্ম কালে অর্থাৎ গরমের সময় যোহরের নামাজ দেড়িতে এবং শীতের সময় তাড়াতাড়ি আদায় করতেন। (নেসায়ী) (৫) আকা সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম আসরের নামাজ দেড়িতে আদায় করতেন যতক্ষন পর্যন্ত সুর্য পরিস্কার থাকতো। (আবু দাউদ)

(৬) হযরত আবু সালমা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহসাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম সুর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে মাগরিবের নামাজ আদায় করতেন। (বোখারী শারিফ) (৭) রাসুলুল্লাহি

সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন যদি উম্মতের কষ্টের ভয় না থাকত তাহলে এশার নামাজ রাত্রি ১/৩ অংশ অথবা ১/২ অংশ হওয়ার পর আদায় করার জন্য বলতাম। (তিরমিজি)

উপরক্ত হাদিশ পাকের দলিল দ্বারা নামাজ সংক্রান্ত বিষয়ে বুঝাগেল যে ফযরের নামাজ ঐ সময় আদায় করতে হবে যখন ভালভাবে ফর্সা হয়ে যাবে। যোহর ঐ সময় যখন সুর্য আকাশের মধ্যবর্তী হয়ে পশ্চিমদিকে একটু ঢলে পড়বে আসরের নামাজ ও যোহরের সময় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু। মাগরিব সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে। এশা পশ্চিম আকাশে লাল রেখা অদৃশ্য হওয়ার পর।

নামাযের নিষিদ্ধ সময় ঃ- অ) সূর্য উদয়ের সময়, আ) ঠিক দ্বি-প্রহের সময় এবং, ই) সূর্যাস্তের সময়। হযরত উকবা ইবনে আমের রাদি আল্লাহো তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন রসুল সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্ধারিত তিন সময়ে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

উপরোক্ত তিনটি সময়ে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল সব ধরণের নামায নিষিদ্ধ এবং সিজদায়ে তিলাওয়াত নিষিদ্ধ।

যে সময় নামায আদায় করা মাকরূহ ঃ - ১) পায়খানা প্রসাবের বেগ হলে এবং বায়ূ নিসরণের প্রয়োজন থাকা অবস্থায়। ২) পানাহার উপস্থিত থাকা অবস্থায় ক্ষুধার্থের জন্য পানাহারের আগে নামায আদায় করা মাকরূহ। উপরোক্ত প্রয়োজন সেরে তবেই নামাযে মনোনিবেশ করতে হবে।

যে সময় শুধু নফল নামায আদায় করা মাকরূহ ঃ- ১) জুমআ, দুই ঈদ, বিয়ে বা হজ্বের খুতবা দেওয়ার জন্য ইমাম নিজের যায়গা থেকে উঠলে। ২) ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্য উদয় হয়ে আলো ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত। ৩) আসর নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। ৪) ফজরের সময় ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন নফল আদায় করা। ৫) জামআত আরম্ভ হয়ে গেলে। ৬) ঈদের নামাযের পূর্বে ঘরে বা মাঠে। ৭) ঈদের নামাযের পর ঈদের ময়দানে নফল নামায আদায় করা। ৮) আরাফাতের ময়দানে জোহর, আসরের মাঝে এ বং আসরের পরে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৯) মুজদালিফায় মাগরিব- এশার মাঝে এবং পরে। ১০) মাগরিব নামাযের পূর্বে ।

৫) সময় হওয়ার বিশ্বাস ।

৬) নিয়াত ঃ- নিয়ত বলতে মনের দৃঢ় ইচ্ছাকে বোঝায়। কেবল ধ্যান-ধারণা যথেষ্ট নয়। ইচ্ছায় প্রদান। মুখ দ্বারা নিয়ত করা মুস্তাহাব। তবে আন্তরের নিয়তও বৈধ।

৭) তাকবীরে তাহ্‌রীমা ঃ- আল্লাহো আকবারকে তাকবীর বলা হয়। যে তাকবীর দিয়ে নামায শুরু করা হয় তাকে তাকবীরে তাহরীমা বলে।

৮) তাকবীরে তাহরীমা এমনভাবে আদায় কর যে, দাড়িয়ে রয়েছে রুকুর জন্য ঝুঁকার আগে।

৯) নিয়ত তাকবীরে তাহ্‌রীমার আগে করা ।

১০) এমন শব্দে তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলা যে সে নিজে শুনতে পারে।

১১) মোক্তাদীগণকে ইমামের পেছনে এক্তেদার নিয়ত করা।

১২) ফরজকে উল্লেখ করা।

১৩) ওয়াজীবকে উল্লেখ করা। (নফল নামাযকে উল্লেখ করা শর্ত নয়)

১৪) নফল ছাড়া অন্য নামাযের মধ্যে অর্থাৎ ফজর এবং ওয়াজীবে কেয়াম, ফাতিহা এবং সুরাহ্ পড়ার জন্য দন্ডায়মান হওয়া।

১৫) কেরাত (কোরআন শারীফ পড়া একটি বড় আয়াত হোক না কেন, ফরজ-এর দুই রাকাতে এবং নফল ও বেতরের সমস্ত রাকআতে নামায সঠিক হওয়ার জন্য কোরআন শারীফে কোন আয়াত কিংবা কোন সুরাহ উল্লেখ করা নেই।)

বিঃদ্রঃ- মোক্তাদিগণ কেরাত করবে না। কান লাগিয়ে শুনবে না হলে নামায মাকরূহ তাহরীমি হবে।

১৬) রুকু ঃ- হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম

এরশাদ করেন, তোমরা রুকু সিজদা পূর্ণ কর। আল্লাহ্‌র শপথ আমি তোমদেরকে পিছনেতো লক্ষ্য করি। (বোখারী শারীফ, মুশলিম শারীফ)

১৭) সিজদা ঃ- এমন জায়গায় সিজদা করা অপরিহার্য্য সিজদার যায়গাটি যেন শক্ত থাকে; এরকম যায়গার প্রয়োজন হওয়া আবশ্যিক, যাতে করে নাক ও কপাল সেজদা করার অবস্থার সময় যায়গাটি বসে না যায়।

১৮)সিজদার যায়গা ঃ-সিজদার যায়গাএবং পায়ের জায়গা বরাবর থেকে অর্ধেক বালিশ থেকে (হাফ্ বিদ্দা পরিমান) বেশী হলে সিজদা যায়েজ হবে না। যদি অধিক লোকের কারণে সিজদার যায়গা না পাওয়া যায় তবে, সিজদার সময় আগের কাতারের লোকের পিঠের উপরে সিজদা করার হুকুম আছে।

১৯) দুই হাত ও দুই পায়ের হাঁটু মাটির উপরে রাখতে হবে ।

২০) দুই পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে কিছু আঙ্গুল সিজদার আবস্থায় রাখা ফরজ।

২১) এবং রুকু সেজদার আগে করতে হবে।

২২) সিজদা থেকে মাথা উত্তোলনের সময় সম্মূর্ণ সুস্থভাবে অর্থাৎ কোমর সোজা করে বসতে হবে।

২৩) এবং দ্বিতীয় সিজদার জন্য তৈরী হওয়া।

২৪) আত্তাহিয়্যাতো বলতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় শেষ বৈঠকে বসা।

২৫) শেষ বৈঠক।

২৬) নামাযকে জাগ্রত আবস্থায় আদায় করা।

২৭) নামাযের আবস্থার সঙ্গে পরিচয় হওয়া অর্থাৎ নামাযে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাবকে জানা। (নুরুল ঈজাহ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪.তাকবীর তাহরীমার সময় মাথা না ঝুকানো,
৫.তাকবীর শুরুর পূর্বেই উভয় হাতকে কান পর্যন্ত উঠানো,কুনুতের তাকবীর(বেতেরের নামাযে)ও ঈদের তাকবীরেই এরূপ করা সুন্নাত,
৬.ইমামের উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার,সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা ও সালাম বলা। প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চস্বর করা মাকরুহ।
৭.তাকবীর বলার সাথে সাথেই হাত বেঁধে নেওয়া।
বি:দ্র:-অনেকে তাকবীর বলার পর হাত ঝুলিয়ে দেয় এবং তারপর বাঁধে এরূপ করা খেলাফে সুন্নাত।[১]

মহিলাদের জন্য সুন্নাত:-
মহিলাদের স্কন্ধ বা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো হল সুন্নাত।

ক্বেয়ামের সময় সুন্নাত

৮.পুরুষেরা নাভীর নিচে ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রেখে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানিয়ে বাম হাতের উপর স্বাভাবিক ভাবে রাখা।[২]

মহিলারা বাম হাতের তালু সিনার একটু নিচে রেখে তার পিঠের উপর ডান হাতের তালু রাখবে।
৯.প্রথমে সানা পাঠ তারপর তাউযু এবং তারপর তাসমিয়া পাঠ করা।
১০.সানা,তাউযু ও তাসমিয়া পরস্পর পড়া এবং আস্তে পড়া।[৩]
১১.আমীন আস্তে বলা।[৪]
১২.প্রথম তাকবীরে সানা পড়া।[৫]
১৩.তাউযু শুধুমাত্র প্রথম রাকায়াতে পড়া।

রুকুর সুন্নাত সমূহ

১৪.রুকুর জন্য আল্লাহু আকবার বলা ।[১]
১৫.রুকুতে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' বলা।
১৬.পুরুষদের জন্য দৃঢ়ভাবে হাঁটুকে ধরা।
১৭.হাঁটু ধরার সময় আঙ্গুল সমূহ ফাঁকা করে রাখা ।
১৮.উভয় হাত সম্পূর্ণ সোজা করে রাখা।(কেউ কেউ কামানের ন্যায় হেলিয়ে রাখে,এরূপ ভাবে রাখা মাকরুহ)[২]
১৯.পিঠ সমান ভাবে বিছিয়ে রাখা।এমনকি যদি পানির পাত্র পিঠের উপর রাখা হয় ,তাহলে তা হেলবে না।[৩]

২০.মাথা,পিঠ কোমরের সাথে সমান রাখা।[৪]
হাদিস:-হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা রুকু ও সিজদা পূর্ণ করো । আল্লাহর শপথ আমি তোমাদেরকে পিছন হতে লক্ষ্য করি ।[৫]
২১.উওম হল তাকবীর বলা অবস্থায় রুকুতে যাওয়া।[৬]

মহিলাদের জন্য সুন্নাত

মহিলারা রুকুতে সামান্য ঝুকবে অর্থাৎ শুধু এতটুকু পরিমান যেন হাত দুটি হাঁটু পরিমান পৌঁছায়। পিঠ সোজা করা চলবে না এবং হাঁটুর উপর জোর দেওয়া চলবে না,বরং শুধুমাত্র হাত রাখবে। হাতের আঙ্গুল সমূহ খোলা থাকবে এবং পদ যুগল ঝুঁকিয়ে রাখবে পুরুষের ন্যায় ভালভাবে সোজা করবে না।

সিজদার সুন্নাত সমূহ

২২.সিজদাতে যাওয়ার সময় এবং সিজদা থেকে উঠার সময় আল্লাহু আকবার বলা।
২৩.সিজদাতে কমপক্ষে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলা।[১]
২৪.সিজদাতে হাতের তালু জমিনের উপর রাখা।
২৫.হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে ক্বিবলার দিকে রাখা।
২৬.সিজদাতে যাবার সময় প্রথমে উভয় হাঁটু জমিনের উপর রাখা, তারপর হাত,তারপর নাক এবং তারপর কপাল রাখা। সিজদা হতে উঠার সময় এর বিপরীত করা অর্থাৎ প্রথমে ক পাল,তারপর নাক,তারপর হাত এবং তারপর হাঁটু জমিন থেকে উঠানো।
২৭.পুরুষদের জন্য সিজদায় সুন্নাত হল বাহু পা থেকে পৃথক রাখা, আর পেট উরু থেকে দূরে রাখা।[২]
২৮.কব্জী সমূহ জমিনের উপর না বিছানো,কিন্তু যখন সারিবদ্ধ থাকবে তখন বাহু পার্শ্ব হতে পৃথক হবে না।[৩]
২৯.সিজদার মধ্যে দুই পায়ের দশ আঙ্গুলের পেট জমিনের উপর জমিয়ে রাখা এবং দশ আঙ্গুলই কিবলার দিকে রাখা সুন্নাত।[৪]

মহিলাদের জন্য সুন্নাত

৩০.মহিলারা কুঞ্চিত হয়ে সিজদা করবে এইভাবে বাহু পার্শ্বের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং পেট উরুর সাথে, উরু গোড়ালির সাথে এবং গোড়ালি জমিনের সাথে লেপটিয়ে সিজদা করবে।

৩১.মহিলারা সিজদার সময় উভয় পা ডানদিকে বের করে রাখবে।[৫]

কায়দা বা বসার সময় সুন্নাত

৩২.বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা, ডান পায়ের পাতা সোজাভাবে খাড়া রাখা।

৩৩.ডান পায়ের আঙ্গুল সমূহ ক্বিবলার দিকে রাখা।[৬]

৩৪.উভয় হাত রানের উপর হাঁটু বরাবর করে রাখা এবং কোলের প্রতি দৃষ্টি রাখা।

৩৫.হাতের আঙ্গুল সমূহ স্বাভাবিক রাখা।

৩৬.আত্তাহিয়াতু পড়ার সময় শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা এরূপ পদ্ধতিতে করা, বৃদ্ধাঙ্গুলি ও আশে পাশের আঙ্গুল বন্ধ করে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বৃত্ত বানিয়ে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লালাহর 'লা' অক্ষরে শাহাদাত আঙ্গুল উপরে উঠাতে হবে আর ইল্লাল্লাহ বলার সময় নামাতে হবে এবং সাথে সাথে অন্যান্য আঙ্গুল সোজা করতে হবে।[১]

৩৭.শেষ বৈঠকেও অনুরূপ করা।

সালাম ফিরানোর সময় সুন্নাত

৩৮.আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরানো।

৩৯.প্রথমে ডানদিকে ও পরে বাম দিকে সালাম ফিরানো।

৪০.ইমামের জন্য উচ্চস্বরে সালাম ফিরানো এবং অন্যান্যদের তুলনামূলক কম আওয়াজে সালাম ফিরানো।[২]

৪১.সালাম ফিরানোর পর ইমামের জন্য সুন্নাত হলো ডানদিকে কিংবা বামদিকে মুখ ফিরিয়ে বসা এবং উত্তম হলো ডানদিকে ঘুরে বসা। আর মুক্তাদির দিকেও মুখ করে বসতে পারে যদি শেষ লাইন পর্যন্ত তার সামনে কেও নামায় না পড়ে।[৩]

নামাযের মুস্তাহাব সমূহঃ

☐ নামাযে ক্বেয়াম বা দাড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি দেয়া। ☐ রুকুর সময় পায়ের পিটের দিকে দেখা। সিজদাতে নাকের দিকে। ☐ বৈঠকে ক্রোড়ের দিকে ☐ প্রথম সালামে ডান লতির দিকে। ☐ দ্বিতীয় সালামে বাম লতির দিকে ☐ হাই তুললে মুখ বন্ধ রাখবে, প্রতিরোধ না হলে ঠোঁট দাঁতের নীচে চাপবে এতেও প্রতিরোধ না হলে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাতের পিঠ দ্বারা মুখ ঢেকে নেবে। দাঁড়ানো অবস্থায় না হলে, বাম হাতের পিট দ্বারা বা উভয় হাতের আস্তিন বা জামার হাতা দ্বারা, তবে অপ্রয়োজনে হাত বা কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে রাখা মাকরূহ। ☐ হাই তোলা প্রতিরোধের পরীক্ষিত পদ্ধতি হলো এটা যে, অন্তরে একথা স্মরণ রাখবে আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামদের হাই তোলা আসেনি। পুরুষগণ তাকবীর তাহরীমার সময় হাত কাপড়ের বাহিরে রাখবে। মহিলারা কাপড়ের ভিতর রাখা উত্তম। যতটুকু সম্ভব হাঁচি প্রতিরোধ করবে।

মুকাব্বির যখন حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলবে ইমামও মুক্তাদি সকলে দাঁড়িয়ে যাবে।

মুকাব্বির যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বলবে তখন নামায শুরু করা যাবে। তবে ইকামত পূর্ণ হওয়ার [illegible] শুরু করা উত্তম। দাঁড়ানো অবস্থায় দুই পাওয়ার মাঝখানে চার আঙ্গুল ফাঁক রাখা। মুক্তাদি ইমামের সাথে শুরু করা। জমীনের উপর সিজদা আড়াল বিহীন হওয়া।

তা'দিলে আরকান

ইহা ইমাম আজাম আবু হানিফার নিকট ওয়াজিব। তা'দিলে আরকানের অর্থ নামাজ আদায় করা কালীন রুকু থেকে দাড়াইবার পর এবং প্রথম সেজদা থেকে মস্তক উত্তোলন করার পর দ্বিতীয় সেজদায় যাওয়ার আগে ৩বার তসবীহ পাঠ করার সময় পর্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে অপেক্ষা করা বা ধৈর্যের সহিত নামাজ আদায় করতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় সেজদার পর তারাতাড়ি দন্ডায় মান হতে হবে (আসারুস সুনান ১ম খন্ড পাতা ১২০)। শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রতঙ্গ স্ব স্ব স্থানে ফিরে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাওয়ার সময় পর্যন্ত আদবের সহিত নামাজ আদায় করতে হবে। ১ম রাকাতের পর উঠিবার সময় প্রথমে হাত তারপর হাটু উঠবে। সানা ও আউজ বিল্লাহ পাঠ করতে হবে না (আসারুস সুনান ১ম খন্ড পাতা ১২১, আবি সায়বা ১ম খন্ড পাতা৪০৮)।

তাকবির ও তাহরীমা ইহাও তিনটি শর্তে পুরন হবে

১) সঠিক অর্থে আল্লাহর মহত্ব বর্ননা করা এবং ঠিক ভাবে আল্লাহু আকবার বলা। ২) হস্ত দ্বয়কে দুই কান বরাবর উত্তোলন করিয়া আল্লাহু আকবার বলা। ৩) অন্তর যেন আল্লাহো আকবার বলে এবং তৎসঙ্গে, শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহো আকবার বলা।

ক্বেয়ামে দাঁড়ানোর মধ্যেও তিনটি শর্তবলী

১) চক্ষুদ্বয় যেন সেজদার মধ্যবতী স্থানে দৃষ্টিপাত হয়। ২) অন্তর যেন আল্লাহর দিকে মগ্ন থাকে। ৩) ডান বামে তাকানো থেকে বিরত থাকা।

ক্বেরাতঃ- সুরা পাঠ করাতেও তিনটি শর্তবলী

১) সঠিক উচ্চারনের দ্বারা বিশুদ্ধ ভাবে তেলাওত করা। তাজেল গানের সুরের ন্যায় না হয়। ২) মনো সংযোগ করে পঠ এবং অর্থ যেন বোধগম্য হয়। ৩) পাঠ সমপান্তে তার উপর আমল করতে হবে।

উচ্চ স্বরে আমিন বলা নিষেধ

আন আবি হোরায়রাতা কালা কালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইযা আম্মানাল ইমামু ফা আম্মেনু ফাইন্নাহু মান-ওয়া-ফাকা তামিনহু তামিনাল মালাইকাতি গুফেরালাহু মা তাকাদ্দামা মিন জামবেহি মুত্তাফাকুন আলাইহে ওয়া ফি রেওয়াইয়াতিন ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইযা ক্বালাল ইমামো গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দোল্লিনা-ফাকুলু আমিনা ফাইন্নাহু মানওয়াফাকা ক্বাওলাল মালাইকাতি গুফেরালাহু মা তাকাদ্দামা মিন জামবেহি-হাযা লাফযুল বোখারী রেওয়া মুসলিমে নাহবহু।

অর্থ- এই রেওয়াত মুসলিমশরিফহযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহ থেকে বর্নিত আছে যে তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন যখন ইমাম আমিন বলবেন তখন

তোমরাও আমিন বল কারন যার আমিন বলাটা ফেরেস্তার সঙ্গে হবে তার প্রথম গুনহা মাফ হবে। (বোখারী ও মুসলিম)

আবার অন্য একটি রেওয়াতে আছে যখন ইমাম গাইরিল মাগদুবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোল্লিন বলবেন তখন তোমরা আমিন বল, কারন যার আমিন বলাটা ফেরেস্তার সঙ্গে হবে তার প্রথম গুনহা মাফ হয়ে যাবে। এই কথাগুলি বোখারি ও মুসলিমের মধ্যে আছে।

ব্যাখ্যাঃ- এই হাদিশ পাক থেকে দুটি বিষয় প্রকাশ হচ্ছে।

প্রথমতঃ- মুক্তাদি ইমামের পশ্চাতে সুরা ফাতেহা যেন পাঠ না করে।কারন যদি মুক্তাদিদের সুরা ফাতেহা পাঠ করার হুকুম থাকত তাহলে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই রকম বলতেন তোমরা সুরা ফাতেহা পাঠ কর কিন্তু বলেছেন ওয়ালাদ্দোল্লিন এর পর আমিন বলতে বলেছেন। বুঝাগেল ফাতেহা পাঠ করা ইমামের কাজ আমিন বলা মুক্তাদির কাজ।

দ্বিতীয়তঃ- আমিন নম্রতার সঙ্গে আস্তে করে বলতে হবে। কারন ফেরেস্তারা আস্তে বলেন তাই আমরা শুনতে পায় না। উচ্চস্বরে আমিন বলা ফেরেস্তাদের আমিন বলার বিরুদ্ধে হবে।

তৃতীয়তঃ- আন ওয়ায়েলইবনে হাযার রাদিয়াল্লাহ আনহু কালা সামেতো আননান নাবিয়ো সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ক্বারায়া গাইরিল মাগদুবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোল্লিন ফাক্বালা আমিন খাফ ওয়া ফাদা বেহা সাওতাহু (রাওয়াহু তিরমিযি, আবু ইশা হাযা হাদীশ সহীহ)।

ওয়ায়েল বিন হাজার রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্নিত আছে যে নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ক্বেরাত করে যখন গাইরিল মাগদুবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লিন বলে সুরা শেষ করেছেন তখন বলেছেন আমিন এবং যে আওয়াজ ছিল নিম্ন গতি সম্পন্ন। (তিরমিজি শারিফ) পক্ষান্তরে আবু ইশা বলেছেন ইহা সহীহ হাদীস।

কানজুঁদ দাকায়েক এবং বাহুরুর রাকায়েক প্রথম খন্ড পাতা ৩১৩ এর মধ্যে রয়েছে ''আম্মানাল ইমামো ওয়াল মামুনো শিররান'' অর্থাৎ ইমাম ও মুক্তাদি গন আস্তে আমিন বলবে। দুররে মোখতারের

pdf By Syed Mostafa Sakib

মধ্যে আছে আম্মানাল ইমামো শীররান কামামোমিন ওয়া মুনফারেদিন অর্থাৎ ইমাম আস্তে করে আমিন বলবেন তেমন মুক্তাদি এবং মুনফারিদ (যে একা নামাজ পড়ে)।

হযরত ওমার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্নিত আছে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন- ইমাম চারটি জিনিস আসতে বলবে। যথা- (১) আউজবিল্লাহ সম্পুর্ন (২) বিসমিল্লাহ সম্পুর্ন (৩) আমিন (৪) রাব্বানা লাকাল হামদ (আইনি শরহে হেদায়া প্রথম খন্ড পাতা ৬২০)।

রুকুঃ- এটাতেও তিনটি শর্তপালন আবশ্যিক

১) উভয় হস্ত উভয় হাটুর উপর রেখে আঙ্গুল গুলি খোলা রাখতে হবে।

২) পিঠকে বরাবর সোজা করতে হবে, উচু নিচু করা চলবেনা।

৩) শান্ত মনে রুকু আদায় করতে হবে। এবং রুকুর তাসবীহ বিশুদ্ধ ভাবে তেলাওয়াত করতে হবে।

''রাফাদাইন প্রসঙ্গ''

রুকু থেকে দাড়াইবার সময় দ্বিতীয় বারের জন্য হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে হবে না। ব্যাক্ষা করা হলঃ-

১ নং হাদিস ঃ- আন আ লকামাতা কালা কালা আব্দুল্লাহি ইবনে মাসউদিন রাদিআল্লাহু আনহু আলা উসাল্লিবিকুম সালাতা রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফাসাল্লা ইয়ারফা ইয়া দাইহে ইল্লাফি আউয়ালে মাররাতিন (তিরমিযি প্রথম খন্ড পাতা ৫৮ , সোনান নিসায়ি প্রথম খন্ড পাতা ১৬১ , সোনানি আবিদাহুদ প্রথম খন্ড পাতা ১০৯)। হযরত আলকামা থেকে বর্নিত, আব্দুল্লাহে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি কি তোমাদের সম্মুখে রাসুল্লাহি সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের ন্যায় নামাজ পাঠ করব না ! তারপর তিনি নামাজ আদায় করলেন, কেবল প্রথমে নিয়াত (সুরার) পুর্বে কান পর্যন্ত হস্ত উত্তোলন করলেন, ইমাম তিরমিজি বলেন ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস হাসান ছাড়া সাহাবায়ে কেরাম আলেমগনের মধ্যে ও

তাবেয়েন আলেমগনের মধ্যে একথা বলেছেন।

২ নং হাদিশঃ- অনিল বারা ইবনে আযিবিন রাদিআল্লাহু আন আন্না রাসুল্লিল্লাহি ক্বালা কানান নাবিউ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম কানা এযা ইফতাতাহাস সালাতা রাফাআ ইযাইহে এলা কারিবিম মিন উজনাইহে উজনাইহে সুম্মালা ইয়ায়ুদু। (আবুদাউদ প্রথম খন্ড পাতা ১০৯ , সারামায়ানিউল আসার প্রথম খন্ড পাতা ১১০) হযরত বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্নিত, তিনি বলেছেন নবী কারিম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন নামাজ আরম্ভ করে তাকবীর তাহরীমা বলতেন তখন নিজের হস্ত মোবারাক তুলতেন বুড়ো আঙ্গুল কানের লতির কাছাকাছি পর্যন্ত। তার পর শেষ নামাজ পর্যন্ত আর রাফাইয়াদাইন করতেন না।

৩ নং হাদিশঃ- আন আসওয়াদিন ক্বালা রাআইতু ওমারার নাল খাত্তাবে রাফয়া ইয়াদাইহে ফি আউয়ালে তাকবিরাতে সুম্মা লা ইয়াউদু।

আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহ থেকে বর্নিত, তিনি বলেছেন, হযরত ওমর ইবনাল খত্তাব রাদিয়াল্লাহকে দেখেছি তিনি প্রথম তাকবীরে হস্ত উত্তোলন করেন তার পর শেষ নামাজ পর্যন্ত আর রাফাইয়াদাইন করতেন না। (তাহাবি শারিফ পাতা ১১০)

৪ নং হাদিশঃ- আন মোযাহিদিন কালা সাল্লাইতো খালফুবনা উমারা ফালাম ইয়াকুন ইয়ার ফায়ো ইদাইহে ইলাফিত তাকবীরাতিল উলা মিনাস সালাতি।

হযরত মোযাহিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্নিত, তিনি বলেছেন, যে আমি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পিছনে নামাজ আদায় করলাম। তিনি শুধু প্রথমেই তাকবীর বলার সময় রাফাদাইন (কান পর্যন্ত হস্ত উত্তোলন) করলেন। (তাহাবি শারিফ পাতা ১১০)

উপরোক্ত হাদিস গুলির মর্মার্থ এটাই বুঝাযাচ্ছে যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত ফারুকে আযাম রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু, সাহাবা এবং তাবেইন রিদওয়ানুল্লাহে তায়ালা আলাইহিম আযমাইন গন শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় রাফাদাইন (কান পর্যন্ত হস্ত উত্তোলন) করলেন। তারপর বাকী নামাজে আর রাফাদাইন করতেন না। কিছু কিছু রেওয়াতে আছে যে, রুকুর আগে ও পরে রাফাদাইন প্রমানিত। কিন্তু পরে মানসুখ (বাতিল) হয়েছে। যেমন আইন-ই-সরহে বোখারি শারিফে বর্নিত আছে আন আব্দুল্লাহইবনে যোবাইরিন আন্নাহু রা আ রাজুলান ইয়ারফাউ ইদাইহে ফিস সালাতি ইনদর রুকুয়ে ওয়া ইনদা রাফায়ে রাসেহি মিনার রুকুয়ে ফাকালা লাহু লা আফয়াল ফাইন্নাহু সায়য়ুন ফাআলাহু রাসুল্লাহি সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম সুম্মা তারাকাহু।

হাযরত আব্দুল্লা ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু এক ব্যাক্তিকে রুকুতে যেতে এবং উঠতে রাফাদাইন (কান পর্যন্ত হস্ত উত্তোলন) করতে দেখে ওই ব্যাক্তিকে এরুপ করতে নিষেধ করলেন। বললেন এরকম করনা কারন এটি এমন জিনিষ যাকে নবী কারিম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রথমে করেছিলেন তারপরে ছেড়ে দিয়ে ছিলেন।

প্রথম তাকবীরের পর হাত না উঠানোর সম্পর্কে আলোচনা

আন আবদিল্লাহে ক্বালা সাল্লাইতো মা'আ রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আবি বাকরিন ওয়া উমারা রাদিয়াল্লাহ আনহু ফালাম ইয়ার ফায়ো ইল্লা আইদিহিম ইল্লা ইনদা ইয়াতেতাহিস সালাতি (রাওয়াহু দার কুতানি)

আব্দুল্লা বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্নিত আছে যে, আমি নুরে মুজাস্বাম নাবী করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সঙ্গে নামাজ আদায় করতে ছিলাম সঙ্গে ছিলেন হযরত আবুবাকার সিদ্দিক ও হযরত ওমার ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুমা তিনারা কেউয়ি হস্ত উত্তোলন করেননি। একমাত্র নামাজের প্রারম্ভেই তুলেছিলেন, বর্ননা দিয়েছেন। (দারকুতনী আখরাজাহু ফিস সোনান প্রথম খন্ড পাতা ২৯৫ অয়ালস বাই হাক্কী ফিস সোনানিল কুবরা ২য় খন্ড পাতা ৮৯)

ইমামের পিছনে ক্বেরাত না করার হুকুম

আনজাবেরি বনে আবদিল্লাহে রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহে সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম মান সাল্লা খালফাল ইমামে ফাইন্না কেরাআতাল ইমামে লাহু ক্বেরাতুন। (রাওয়াহু আবু হানিফা)

হাযরত জাবের বিন আবদ্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্নিত আছে যে হুজুর নাবী করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে,- ব্যাক্তি ইমামের পিছনে নামাজ আদায় করিবে তার জন্য ইমামের কেরাত ইমাম মুহাম্মাদ ফিল মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ বাবুল ক্বেরাত ফিস সালাতে খলফুল ইমাম ১ম খন্ড পাতা ৯৮)। **"আন উমরা ক্বালা লাইতাফি ফামিলল্লাজি ইয়াকরা ও খলফাল ইমামে হাজারা রাওয়াহু ফি মেয়াত্তা ইমাম মহম্মাদ"** অর্থ- হযরত উমার রাদিআল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বল্লেন যে- যে ইমামের পিছনে ক্বেরাত করে যদি ওর মুখে পাথর পড়ে যেত। অতঃএব এই হাদিস থেকে বোঝাগেল ইমামের পেছনে ক্বেরাত করা যাবেনা। যদি ক্বেরাত করা যেত তাহলে হযরত উমার রাদিআল্লাহ আনহু একথা বলতেন না।

রাফাদাইন করা মানসুখ হয়েছে

নামাযে রুকুর মধ্যে যাওয়ার সময় রুকু থেকে উঠবার সময় সাজদাতে যাওয়ার সময় সাজদা থেকে উঠবার সময় দুই হাতকে ঘার অবদি নিয়ে যাওয়া এবং ছেড়ে দেওয়া যাকে রাফাদাইন বলে।

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কারনে কিছু সময়ে রাফাদাইন করে ছিলেন তাঁর পরে ছেড়ে দিলেন।

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ সময়ে রাফাদাইন করতেন না। ইমাম আযম আবু হানীফা তিনি এই হাদীস এর উপর ফায়েসলা শুনান। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ আমলই সঠিক আছে।

ইমাম আবু জাফর তাহাবি তিনি সারা মা আমিউল আসার এর ব্যাখ্যার মধ্যে বলেন যখন ইসলাম ধর্ম শুরু হয়েছিল তখনি রাফাদাইন

pdf By Syed Mostafa Sakib

এর আদেশ ছিল, পরে তা মানসুখ হয়ে গেছে (নুগহাতুল কারি সারা বুখারি কেতাবুল আজান তৃতীয় খন্ড, পাতা নং ১৯২)। রাফাদাইন ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে অনেক হাদীস রয়েছে। এখানে শুধু হাওয়ালা উল্লেখ করছি- (১) তিরিমিজি শরীফ প্রথম খন্ড পাতা ৩৫

(২) আবু দাউদ প্রথম খন্ড পাতা ১২৫

(৩) নেশাই শরীফ প্রথম খন্ড পাতা ১৫৮

(৪) আবু দাউদ প্রথম খন্ড পাতা ১০৯, ১২৬

(৫) উমদাতুল কারী সারা বুখারি ৫ ম খন্ড পাতা ২৭২

(৬) মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড পাতা ১৮১ এর মধ্যে রয়েছে ।

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন রাফাদাইন করা চঞ্চল ঘোড়ার লেজের মতো বিবরন দিলেন। নামাজ পড়ো মন স্থির সহো পড়ো। অর্থাৎ নামাযের মধ্যে ঘোড়ার লেজের মতোন হাতকে হেলাওনা।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ-

আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাফাদাইন করে ছিলেন তখন আমরা রাফাদাইন করে ছিলাম। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাফাদাইন করা ছেড়ে দিলেন তখন আমরা রাফাদাইন করা ছেড়ে দিলাম।

রাফাদাইন না করার সাহাবাগনের ইযমা

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা আছে যে, দশটি সাহাবী যীনাকে আসরায়য়ে মোবাসেরা বলা হয় যে তিনারা রাফাদাইন করতেন না। ওই দশ সাহাবী গন ছাড়া হযরত ইবনে মাসুদ, হযরত ইবনে ওমর, হযরত বাবা ইবনে আগিব, জাবির বিন সুমরা, আবু সাঈদ কুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুম, ওমদাতুল কারী ৫ ম খন্ড, পাতা ২৭২। এই পনের জন সাহাবা তাগবিরে তাহারিমা ছাড়া আর কোনো জায়গায় রাফাদাইন করতেন না

মন্তব্য ঃ-

এই সব কিছুর বিবরন হলো এই যে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইপতেদান অর্থাৎ (ইসলাম যখন আরম্ভ হয়) তখন রাফাদাইন করতেন কিন্তু পরে রাফাদাইন নিষিদ্ধ করে দিলেন। এই কারনে রাফাদাইন করা মানসুখ হলো। এই জন্য হযরাতে আলি এবং হযরাতে ইবনে ওমর হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পর রাফাদাইন করতেন না।

-:সিজদা:-

১) দুই হাত কান বরাবর রেখে হাতের আঙ্গুল খুলে রাখতে হবে।

২) হাতের কনুই ফাকা থাকবে, বগলের লেগে থাকবে না।

৩) পরিপুর্ন ভাবে সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে সিজদা করতে হবে।

নামাজে বসার কায়েদাও তিনটি কাজের দ্বারা সম্পাদন হবে।

১) নামাজে বসার সময় (শেষ বৈঠকে) ডান পা খাড়া এবং বাম পাকে পেড়ে রাখতে হবে। অর্থাৎ বাম পয়ের উপর বসতে হবে। কমপক্ষে ৩টি আঙুল পুরোপুরি ভাবে বসিয়ে রাখতে হবে।

২) আত্যাহিয়াত পুরপুরি তাজিমের সঙ্গে পাঠ করতে হবে, স্মরন রাখতে হবে যে আত্যাহিয়াত পাঠ করার সময় যখন আসসালামো আলাইকা ইয়া আইয়োহান নাবিয়ো পর্যন্ত আসবে তখন হুযুরকে হাবির নাজির জানতে হবে।

৩) সালামের দ্বারা নামাজ সমাপ্তি করতে হবে।

তাশাহুদের মধ্যে বারবার আঙ্গুল নাড়ানো নিষেধঃ-

হযরত মোযাদ্দীদ আলফেসানী রহমাতুল্লাহ্ আলাইহি আঙ্গুল বারবার নড়ানোকে সুন্নাত মানেন নি। কেননা, অঙ্গুল বারবার নড়ানোতে আনেক মতভেদ রয়েছে।

আত্তাহিয়্যাতোর মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহো আলাইহ ওয়া সাল্লামকে-

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাজির নাজির মান্য করা অপরিহার্য্যঃ-

আস্-সালামো আলাইকা আইয়োহান্নাবিয়ো ওয়া রাহ্মাতুল্লাহে ওয়া
বারাকাতুহ্। এর মধ্যে আলাইকা হলো সিগাহে খেতাব অর্থাৎ বর্তমান বা হাজির ও নাজির এবং সাহাবাগণের সিগাহে খ্েতাবের উপরে আমল রয়েছে। এখান থেকে সুস্পস্ট বোঝা যাচ্ছে যে, সাহাবাগণ যখন আস্-সালা মালায়কা পড়তো হুজুর করিম সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজির ও নাজির মনে করতেন। (দার্সে তিরমিযী, ২ য় খন্ড, পৃষ্ঠা - ৬০,৩৬)

নামাজ আদায় করার সঠিক পদ্ধতি

শর্তাবলীর প্রতি পুর্ন খেয়াল রেখে দুই পা খুব নিকটবর্তী করে জায় নামাজে দাড়িয়ে প্রথমে এই দোওয়া পড়িবে ঃ-

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

'ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহীয়া লিল্লাজি ফাতারাস সামাওয়াতে অল আরদা হানীফাঁও অমা আনা মিনাল মোশরেকিন।'

অর্থঃ- 'যিনি আকাশ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, আমি নিজেকে সমস্ত দিক থেকে বিছিন্ন করে তাঁহার দিকে মুখ ফিরালাম। নিশ্চয় আমি মোশরেকদের অন্তরভুক্ত নয়।'

তার পরে নিয়েত করতে হবে, (বোখারি শারিফ প্রথমখন্ড পাতা ১১৬) নিয়েত করার পর দুই হাত কান পর্যন্ত উত্তেলন করতে হবে, (শরাহ মায়ানিয়ুল আসার প্রথম খন্ড পাতা ১১৬) মহীলারা দুই হাত কাধ পর্যন্ত উত্তোলন করবে। (মাসান্নায় ইবনে আবি সাইবা পাতা ২৭০ ও কানজুল উম্মাল ৩য় খন্ড পাতা ১৭৫)।

এর পরে-তাকবীরে তাহরীমা- হস্তদ্বয় উত্তেলন করার পর 'আল্লাহো আকবার' (অর্থ- আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ট) বলবে (ইবনে মাজা) তার পর দুই হাত নাভির নিচে বাঁধবে, এই ভাবে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে কনিষ্টা আঙ্গুল নিচে ও বৃদ্ধাঙ্গুল উপরে বাকি তিন আঙ্গুল হাতের মাঝখানে কবজির উপর স্থাপন করতে হবে। (আবু দাউদ শারিফ, ১ম খন্ড পাতা ২৭৪, মসনদে আহমদ, ১ম খন্ড, পাতা ২৮০, মাসান্নায় ইবনে আবি সাইবা, পাতা ৪২৭, আসারুস সুনান, ১ম খন্ড পাতা ৭৬৯, আইনি সরহে বোখারী, ৫ম খন্ড পাতা ২৭৯) মেয়েরা বুকের মাঝখানে (মিনার উপরে) বাধবে। (সাআইয়া ২য় খন্ড পাতা ১৬৪) হাত বাঁধার পর সানা পাঠ করবে।

সানা ঃ- 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবেহামদেকা ওয়াতাবারা কাসমকা ওয়া তায়ালা জ্যাদ্দোকা ওয়ালাইলাহা গায়রোকা'। (তিরমিজি শারিফ ১ম খন্ড পাতা ৫৭)

অর্থঃ- 'হে আল্লাহ আমি তোমার পবিত্রতা বর্ননা করিতেছে এবং আমি তোমার মোহিমা ঘোষণা করিতেছে। তোমার নাম বরকত পূর্ন, তোমার মহিমা সবার উপরি এবং তুমি ভিন্ন অন্য কেহই এবাদাতের যোগ্য নাই।' তার পর তাউজ অর্থাৎ 'আউজবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম' তার পর তাসমিয়া অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহির রাহামা নিররাহিম' আস্তে পাঠ করতে হবে। (কেতাবুল আসার পাতা ২২, নেসায়ী শারিফ পাতা ১৪৪,আসারুস সুনান ১ম খন্ড পাতা ৭৩ তার পর কেরাত করতে হবে। (সুরা মোজ্জামিল আয়াত ২০) কেরাতে প্রথমে সুরা ফাতেহা ও তার সঙ্গে অন্য একটি যে কোন সুরা পাড়তে হবে। (সুরা আয়ারাফ আয়াত ৩০৪,বোখারি ও মুসলিম শারিফ ১ম খন্ড পাতা ১১১ ও ২১৫, ইবনে মাজা শারিফ পাতা ৬১, মুয়াত্তা ইমাম মালেক পাতা ২৯, তিরমিজি শারিফ ১ম খন্ড পাতা ৮৩,৭২, আবু দাউদ শারিফ ১ম খন্ড পাতা ১১৯) ওয়ালাদ্দিন বলার পর একাই নামাজ আদায় কারী, জামাতে আদায় করলেও আস্তে আমিন বলতে হবে। (তিরমিজি শারিফ

pdf By Syed Mostafa Sakib

১ম খন্ড পাতা ৫৮, কানজুল উমাল- ৪থ খন্ড পাতা ২৪৯,আসারুস সুনান- পাতা ৯৯, সুরাহ মায়ানিল আসার- ১ম খন্ড পাতা ১২০) তার পরে রুকু করতে হবে।

সুরা ফাতেহা ও অন্য একটি সুরা পাঠ করার পর 'আল্লাহো আকবার' (অর্থ- আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ট) বলে রুকুতে যেতে হবে। (মেশকাত ১ম খন্ড পাতা ৬৭) রুকু করতে হবে এই ভাবে-দুই হাটুর উপর দুই হাত রেখে আঙ্গুল ফাঁকা রেখে মজবুত করে হাটু ধরতে হবে। (আসারুস সুনান ১ম খন্ড পাতা ১১২) রুকু করার সময় মাথা ও পিঠ বরাবর সমান রাখতে হবে। (ইবনে মাজা শারিফ পাতা ৬২, মেশকাত ১ম খন্ড পাতা ৭৫) রুকুর তসবীহ কমপক্ষে তিনবার বলতে হবে। রুকুর তসবীহ হল-সুবহানা রাব্বিয়াল আযিম। (তিরমিজি শারিফ ১ম খন্ড পাতা ৬০) তার পরে কওমা যথা-সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদাহ বলে রুক থেকে সোজা হয়ে দাড়িয়ে পঠ করতে হবে রাব্বানা লাকাল হামদ। (বোখারি শারিফ ১ম খন্ড পাতা ১০৯) জামাতে ইমাম পাঠ করবে সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদাহ মোক্তাদি (অর্থাৎ যারা ইমামের পিছনে নামাজ পড়বে) বলবে রাব্বানা লাকাল হামদ। (বোখারি শারিফ ১ম খন্ড পাতা ১০১) রুকুতে যাবার এবং উঠার সময় হাত উত্তোলন করতে হবেনা। (মুসলিম শারিফ ১ম খন্ড পাতা১৮১, তিরমিজি শারিফ ১ম খন্ড পাতা ৬৯,নেসায়ী শারিফ ১ম খন্ড পাতা ৬১,আবু দাউদ শারিফ ১ম খন্ড পাতা ১০৯,শারহে ময়ানিউল আসার ১ম খন্ড সাফা ১৩২, ১৩৩ আসরে সুনান ১ম খন্ড পাতা ১০৯)

সিজদাঃ- তারপরে আল্লহ আকবার বলে সিজদায় যাওয়ার সময় হাত মাটিতে রাখার পূর্বে হাটু জমিনে রাখতে হবে, তার পরে হাত মাটিতে রাখবে। (তিরমিজি শারিফ ১ম খন্ড পাতা ৬১) তারপর কপাল দুই হাতের মধ্যে এবং হাতের আঙ্গুলগুলি কানের বরাবর রাখতে হবে। (শারহে ময়ানিউল আসার ১ম খন্ড পাতা ১৫১) সিজদায় প্রথমে হাটু মুড়ে বসে দুই হাত মাটিতে রেখে প্রথমে নাক তারপরে কপাল স্পর্শ করাবে ও দুই পায়ের আঙ্গুল মাটিতে স্পর্শ হতে হবে।

পুরুষদের ক্ষেত্রে সিজদার অবস্থানঃ-

সিজদার সময় বগল থেকে বাহু, পেট থেকে জানু, জানু থেকে পায়ের গোড়ালি এবং দুই পায়ের কনুই সব অংশগুলি আলাদা থাকবে। (আবু দাউদ শারিফ ১ম খন্ড পাতা ১৩০)

মেয়েদের ক্ষেত্রে সিজদার অবস্থানঃ-

পুরুষদের নিয়ম থেকে সব বিপরীত অর্থাৎ যত সংকুচিত হয়ে বসতে পার। বসার সময় দুই পা ডানদিকে বাহির করিয়া জমিনে বসবে (পিছনের নরম অংশ তার উপর ভর দিয়ে বসবে)। (মানান্নায়ো ইবনে শায়বা পাতা ৩০২,৩০৩,আবু দাউদ শারিফ পাতা ৮) এবার সিজদায় পাঠ করতে হবে কমপক্ষে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা'তারপরে প্রথমে মস্তক উত্তোলন করার পর একটু থেমে আবার দ্বিতীয় সিজদার জন্য যেতে হবে। আবারও তিনবার সিজদার তাসবীহ পাঠ করতে হবে। তারপর সোজা হয়ে দাড়াতে হবে ইহা এক রাকাত নামাজ হয়ে গেল। এই ভাবে ক্রমান্বয়ে দুই বা তিন বা চার রাকাত নামাজ আদায় করতে হবে। দুই রাকাত নামাজ পড়ার সময় সানা তাউজ পাঠ করতে হবে না। (আসার আসসুনান ১ম খন্ড পাতা১২১) তিন রাকাত নামাজের ক্ষেত্রে দুই রাকাতের পর আত্তাহিয়াত শেষ করে উঠে দাড়াতে হবে। ৪ রাকাতের বেলায় ২ রাকাতের পর তাশাহুদ পাঠের পর দাড়াতে হবে। সালাম ফিরাইবার সময় প্রথমে ডানদিকে তারপর বামদিকে মুখ ফিরাইবে।

শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়াতের পর দারুদ শারিফ ও তারপর দোওয়ায় মাসুরা পাঠ করতে হবে। মহিলারা তাকবীর তাহরীমার সময় কাধ পর্যন্ত হাত উঠাবে। হাত সিনাতে বাধিবে। রুকুর সময় সামান্ন নীচু হবে। রুকুর সময় আলত ভাবে হাত রাখবে খুব শক্ত করে চেপে ধরে রাখবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাশাহুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُه اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه‘ وَ رَسُوْلُه‘

উচ্চারণ ঃ- আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াত্ তাইয়্যেবাতু আস্-সালামু আলাইকা আইয়ূহান্নাবিয়ূ ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্। আস্-সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ স্বালেহীন আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

অনুবাদ ঃ- সকল মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহ্র জন্য হে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনার উপর সালাম ও আল্লাহর রহমত ও বরকত হোক। আমাদের উপর ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আরও সাক্ষী দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই,আরও সাক্ষী দিচ্ছি যে,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসুল।

যখন তাশাহুদের ‘লা’ পর্যন্ত পৌঁছাবে তখন ডান হাতের মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে বৃত্ত তৈরী করবে আর কনিষ্ঠ ও তার পার্শ্ববর্তী আঙ্গুলকে তালুর সাথে মিলিয়ে ফেলবে এবং ‘লা’ বলতেই শাহাদাত আঙ্গুল উপরের দিকে উঠাবে, তবে এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করবে না। আর ‘ইল্লা’ শব্দটি বলতে বলতে নামিয়ে ফেলবে এবং সাথে সাথে সমস্ত আঙ্গুল পূণরায় সোজা করবে। যদি দুই রাকায়াতের চেয়ে অধিক রাকায়াত পড়তে হয়,তাহলে আল্লাহু আকবার বলে তৃতীয় রাকায়াতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। যদি তিন বা চার রাকায়াত বিশিষ্ট ফরয নামায হয় তাহলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকায়াতে ক্বিয়ামে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়ার পর শুধুমাত্র সুরা ফাতিহা অর্থাৎ আলহামদু লিল্লাহ সুরা পাঠ করবে,এরপর অন্য সুরা মিলানোর প্রয়োজন নাই। বাকী অন্যান্য কার্যাবলী বর্ণিত নিয়মানুসারে সম্পন্ন করবে। আর যদি চার রাকায়াত বিশিষ্ট সুন্নাত ও নফল হয় তবে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকায়াতেও

সুরা ফাতিহার পর অন্য সুরা মিলাবে। যদি ইমামের পিছনে নামাজ পড়া হয়,তবে কোন রাকায়াতে ক্বিরাত পড়তে হুবে না। এভাবে চার রাকায়াত পূর্ণ করে ‘কাদায়ে আখিরা’ বা শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দরুদে ইবরাহীম পড়তে হবে।

দরুদে ইব্রাহীম

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা সাইয়েদিনা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি সাইয়্যেদিনা ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম্ মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক্ আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা সাইয়্যেদিনা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি সাইয়্যেদিনা ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

অনুবাদ:-হে আল্লাহ ! দরুদ প্রেরণ করো আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর বংশধরের উপর,যেরূপ ভাবে তুমি দরুদ প্রেরণ করেছো হযরত সাইয়্যেদিনা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উপর এবং তাঁর বংশধরের উপর,নিশ্চয় তুমি সর্ব্বাধিক প্রশংসিত ও সর্বাধিক সম্মানিত। হে আল্লাহ! বরকত অবর্তীণ করো আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর বংশধরের উপর,যেরূপ ভাবে তুমি বরকত অবর্তীণ করেছো হযরত সাইয়্যেদিনা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উপর এবং তাঁর বংশধরের. উপর,নিশ্চয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

তুমি সর্বাধিক প্রশংসিত ও সর্বাধিক সম্মনিত।

অতঃপর যে কোন দুআয়ে মাসুরা পড়তে হবে।

বিঃ দ্রঃ- উক্ত দরুদ শারিফে **"সাইয়্যেদিনা"** অতিরিক্ত শব্দ যা বাহারে শরিয়তে উল্লেখ আছে।

দোয়া মাসুরা

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِمَنْ تَوَالِدَ وَ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী ওয়ালে ওয়ালাদাইয়া ওয়ালে মান তাওয়ালাদা,ওয়ালে জামিইল মুমিনীনা ওয়াল মুমিনাতে,ওয়াল মুসলেমিনা ওয়াল মুসলিমাতে,ওয়াল আহইয়ায়ে মিনহুম ওয়াল আমওয়াতে বে রাহমাতিকা ইয়া আর হামার রাহিমীন।

অর্থ:-হে আল্লাহ! ক্ষমা করো আমাকে , আমার পিতা মাতাকে. এবং তাদের দ্বারা যারা জন্ম গ্রহন করেছে,সমস্ত মুমিন নর ও নারী,মুসলমান নর ও নারী এবং তাদের মধ্যে যারা জীবিত এবং মৃত। নিশ্চয় তুমি দোআ কবুলকারী। তোমারই দয়ায়,হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

অথবা এই দুয়া পড়লেও চলবে

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও ফিল

আখিরাতে হাসানাতাও ওয়া ক্বিনা আযাবান্নার।

অত:পর নামায শেষ করার জন্য প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁধের উপর দৃষ্টি রেখে আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলতে হবে এবং অনূরূপভাবে বামদিকে মুখ ফিরিয়ে আস সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ বলতে হবে। এহভাবে নামায পারপূর্ণ হল।

তাশাহুদের (আত্তাহিয়াত) বসার নিয়মঃ-

তাশাহুদের দুটি নিয়ম হাদিশ থেকে প্রমানিত- ১) ইফতেরাস অর্থাৎ বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা খাড়া করা। ২) তাওরুক অর্থাৎ বাম মাজার উপর বসা এবং দুই পাকে ডান দিকে বের করা। আমাদের হানাফিও মাজহাবের নিকটে পরুষের জন্য প্রথম কাদা ও দ্বিতীয় কাদা মধ্যে ''ইফতেরাস'' অর্থাৎ বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা খাড়া উত্তম কিন্ত মহিলাদের জন্য ''তাওরুক'' অর্থাৎ বাম মাজার উপর বসা এবং দু পা কে ডান দিকে বের করা উত্তম বলা হয়। কারন এর মধ্যে পর্দা রয়েছে। এবং মহিলাদের জন্য ইসলামি পর্দা প্রয়োজন রয়েছে।

ইমাম মালিকের মতে প্রথম কাদা ও শেষ কাদার মধ্যে তাওরুক উত্তম । ইমাম শাফায়ীর মতে যে কাদার উপর সালাম হয় তার মধ্যে তাওরুক, যে কাদার উপর সালাম হয় না তার মধ্যে ইফতেরাস উত্তম এবং ইমাম আহম্মাদের মতে দু রাকাত নামাজের মধ্যে ''ইফতেরাস'' উত্তম, এবং ৪ রাকাত নামাজের শধু শেষ কাদার মধ্যে তাওয়ারুক উত্তম।

তাওয়ারাকা উত্তম বলার ব্যাক্তিগন দলিল পেশ করেন এরুপ ইমাম বোখরী (কেননা সহিহ বোখারীর মধ্যে ও এই রেওআত টি এসেছে) ও এই দলিল পেশ করেন (তিরমিজী শরিফ প্রথম খন্ড পতা ৬৪)। মধ্যে হজরত আবু হামীদ শায়েতের বর্ণনা গুলোকে ধরেছেন। এর উত্তর ইমাম তাহাবী দিলেন তার সনদ এর উপর এতরাজ করলেন। উনার দলিল কবুল করার মতন এই জন্য সঠিক উত্তর

এই হল তাওয়ারাকা অর্থাৎ বাম মাজার উপর বসা এবং দু পাকে ডানদিক বেরকরা।হানাফিদের দলিল হযরত ওয়াইল বিন হাজারের হাদীস থেকে রয়েছে- *কাদাম তুল মাদিনাতা কুলতো লা আন জোরান্না এলা সালাতি রাসুলিল্লাহি সাল্লেল্লাহো আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফালাম্মা জালাসা ইয়ানি লিততাশাহুদে ইফতারাসা রিজলাহুল ইউসরা ওয়াওয়াদাআয় য়াদাহুল ইউসরা ইয়ানি আলা ফাখাজেহিল ইউসরা ওয়া নাসাবা রিজলাহুল ইউমনা* অর্থাৎ ওয়ায়েল বিন হাজার এর হাদিশ শরিফ থেকে প্রমানিত রয়েছে যে, আমি মাদিনা শরিফ গেলাম আমি বললাম নিশ্চয় আমি হুজুর পাক সাল্লেল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর নামাজকে দেখব যখন উনি বসলেন অর্থাৎ তাশাহুদের জন্য নিজের বাম পাকে বিছালেন এবং নিজের বাম হাতকে রাখলেন অর্থাৎ নিজের বাম উরুর উপরে রাখলেন, এবং ডান পা কে খাড়া করলেন। ইমাম তিরমিজি এই রেওয়াতটি কে বের করার পর তিনি বললেন এই হাদিশ শরিফ হাসান(উত্তম) সহিহ আর বেশীর ভাগ উলামায়ে কেরামগনের আমল রয়েছে।

নারী ও পুরুষের নামাজের পার্থক্য-

সাম্প্রতিক কালে ফিৎনা সমুহের মধ্যে আহলে হাদিস ফিৎনা অন্যতম। তাঁরা বলে নারী পুরুষদের মধ্যে নামাজ আদায় করার পদ্ধতি অভিন্ন। এই যুক্তির স্বপক্ষে বোখারী শরীফের একটা হাদিস পেশ করে। হাদীসটি হল- সাল্লু কামা রা আয়তু মুনি উসাল্লি।

অর্থ- যে ভাবে তোমরা আমাকে নামাজ আদায় করতে দেখছো সে ভাবে নামাজ আদায় করো। এই হাদীসটির ব্যপারে নারীর পুরুষের নামাজের পার্থক্যের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়নি যার কারনে

হযরত যাবির ইবনে আবী রাওয়াহ বলেন একবার রাসুল সাল্লেল্লাহ আলাইহিস সালাম নামাজ রত দুই মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদের কে উদ্দেশ্য করে বলেন যখন তোমরা সিজদা করবে শরীর জমিনের সঙ্গে মিশিয়ে রাখবে, কেননা এ ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের মত নয়। ইমাম বাইহাক্কী রাহামাতুল্লাহ আলাইহে

মৃত ৪৫৮ হিঃ বলেন উক্ত হাদিস মুরসাল রয়েছে। মহিলাদের জন্য ইদগাহ এবং মসজিদ যাওয়া নিষেধ- হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ আনহা বর্ণিত- **লাহ আদরাকা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম মা আহাদাহ সিন নিসায়ি লা মানা আহুন্নাল মাসজিদা কামা মোনেআৎ নিসা-ও বানি ইসরাইল**। অর্থ- হুযুর সাল্লেল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম যদি ভাবতেন মহিলাদের প্রতি ফিৎনা আছে তাহলে তাদের মসজিদ ও ইদগাহে যাওয়া আটকে দিতেন। যেমন বানি ইসরাইলের মহিলাদের আটকে দেওয়া হয়েছিল। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, পাতা নং- ১৮৪)

ব্যখ্যা- ১) হুজুর সাল্লোল্লাহি আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর যুগে যে কোন ফিৎনার আক্রমন খুব কম ছিল।

২) মহিলাগন সাজ-গোজ করে বের হত না। এই কারনে জামাআতের মধ্যে হাযির হওয়ার অনুমতি ছিল। কিন্তু হুজুর পাক সাল্লেল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর পর ঐ মহিলারা সাজ-গোজ করতে আরম্ভ করল এবং ফিৎনার আকার আকৃতি বাড়তে শুরু করল এই জন্য তাদেরকে ইদগাহ মসজিদ যাওয়া নিষেধ করা হল। যদি হুজুর সাল্লেল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম পর্দা না করতেন তাহলে হুজুর এই যুগের মহিলাদেরকে ও নামাজের জন্য বের হওয়ার অনুমতি দিতেন না। ইমাম তাহাবি রাহামাতুল্লাহ আলাইহে এরসাদ করছেন- যে মহিলাদেরকে নামাজের জন্য বের হওয়ার কথা ইসলামের প্রথমে শত্রুদের চোখে মুসলমানদের সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। এখন এই কারনটা যুক্তিযুক্ত নয়। ৩) আল্লামা আইনি রাহামাতুল্লাহ আলাইহে এরসাদ করছেন- উক্ত হাদিসের যে কারন বলা হলো ঐ যুগে মহিলাদের নামাজে বেরানোর কারন ছিল শত্রুদের চোখে মুসলমানদের সংখ্যা প্রকাশ ঘটানো।এবং সে যুগের শান্তির তুলনায় এ যুগে সে শান্তি নেই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওলামায়ে জামহুর নিকটে মহিলাদের নামাজে বেরানোর আদেশ না আছে জুমআ ও না আছে ইদ এর নামাজে না অনান্য নামাজে।

''লে কাউলিহি তায়ালা ওয়া করনাফি বউয়ূতে কুন্না'' কারন এই মহিলা দের বের হওয়া ফিৎনার কারন।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের রাকআতের সংখ্যা ঃ-

১) ফজর ঃ- সুন্নাতে মোয়াক্কাদা - ২ রাকআত এবং ফরয - ২ রাকআত।

২) জোহর ঃ- সুন্নাতে মোয়াক্কাদা - ৪ রাকআত, ফরয - ৪ রাকআত, সুন্নাতে মোয়াক্কাদা - ২ রাকআত এবং নফল - ২ রাকআত।

৩) আসর ঃ- সুন্নাতে গায়ীর মোয়াক্কাদা - ৪ রাকআত এবং ফরয - ৪ রাকআত।

৪) মাগরিব ঃ- ফরয - ৩ রাকআত, সুন্নাতে মোয়াক্কাদা - ২ রাকআত এবং নফল - ২ রাকআত।

৫) এশা ঃ- সুন্নাতে গায়ীর মোয়াক্কাদা - ৪ রাকআত, ফরয - ৪ রাকআত, সুন্নাতে মোয়াক্কাদা - ২ রাকআত, নফল - ২ রাকআত, বেতর (ওয়াজিব) - ৩ রাকআত এবং নফল - ২ রাকআত।

নিয়তের গুরুত্ব-

নিয়ত আমল বিশুদ্ধ ও কবুল এবং যথেষ্ট হওয়ার জন্য একটি শর্ত। নিয়তের স্থান হল অন্তর। ইহা প্রত্যেক আমলের জন্য জরুরী। কেননা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন -

''ইন্নামাল আ মালো বেন নিয়াত ওয়া ইন্নামা লে কুল্লিম রে ইম মা নাওয়া

'' নিশ্চয় আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভর করে। লোকেরা সেটাই পাই যা সে নিয়ত করে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নিয়ত ঃ-

ফযরের নামাযের নিয়াত

ফযরের দুই রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ ফাজ্রি সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি ফজরের দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার

ফযরেব দুই রাকায়াত ফরয

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকাআতাই সালাতিল্ ফাজ্রি ফারদ্বিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি ফজরের দুই রাকায়াত ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

যোহরের নামাযের নিয়াত

যোহরের চার রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিজ্ জোহ্রে সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি যোহরের চার রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

যোহরের চার রাকায়াত ফরয

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিজ্ জোহ্রে ফারদ্বাল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি যোহরের চার রাকায়াত ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

যোহরের দুই রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ জোহ্রে সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি যোহরের দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

যোহরের দুই রাকায়াত নফল

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ নাফ্লি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত নফল নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

আসরের নামাযের নিয়াত

আসরের চার রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিল আস্রি সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি আসরের চার রাকায়াত সুন্নাত নামাযের ডদ্দেশ্যে াক্বলা মুখা হয়ে , আল্লাহু আকবার।

আসরের চার রাকায়াত ফরয

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিল আস্রি ফারদ্বাল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি আসরের চার রাকায়াত ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাগরিবের নামাযের নিয়াত

মাগরিবের তিন রাকায়াত ফরয

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা সালাসা রাকাআতি সালাতিল মাগরিবে ফারদ্বাল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:-আমি নিয়াত করছি তিন রাকায়াত মাগরিবের ফরয নামাযের ক্বিবলার দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের দুই রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল মাগরিবে সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি মাগরিবের দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের দুই রাকায়াত নফল

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ

الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ নাফ্লি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত নফল নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার

এশার নামাযের নিয়াত

এশার চার রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিল ইশায়ী সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিলকা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি এশার চার রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

এশার চার রাকায়াত ফরয

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিল ইশায়ী ফারদ্বাল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি এশার চার রাকায়াত ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এশার দুই রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল ইশায়ী সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি এশার দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

এশার দুই রাকায়াত নফল

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ

اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ নাফ্লি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত নফল নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

বেতর নামাযের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبًا لِلّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা সালাসা রাকাআতি সালাতিল বিত্রি ওয়াজিবান্ লিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

বেতর নামাযের বিবরণ ঃ- বেতর নামায ওয়াজির। এই নামাযের প্রত্যেক রাকআতে সুরাহ্ ফাতিহা ও কেরাত পাঠ করতে হয়। এই নামায তিন রাকআত সর্বাধিক সহিহ বর্ণণা অনুযায়ী ইমাম আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বেতন নামায তিন রাকাআত ওয়াজিব হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ইশার নামাযের পর বেতর নামায পড়তে হয়। তৃতীয় রাকআতে সুরাহ ফাতিহা ও কেরাত পাঠ করতে হয়। কেরাত পাঠ করবার পর আল্লাহো আকবার বলে কান পর্যন্ত হাত তুলে পুণরায় নাভির নিচে হাত বেঁধে দোওয়া কুনুত পড়ে আবার তাকবীর বলে রুকু সিজদা ইত্যাদি যথা নিয়মে আদায় করে সালাম ফিরে নিতে হবে। শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের সঙ্গে বেতর নামায পড়া মুস্তাহাব। দোওয়া কুনুত জানা না থাকলে " রাব্বানা আতিনা ফিদ্-দুন্-ইয়া হাঁসাতাউ অকিনা আজাবান্নার পাঠ করবে।

দোওয়া কুনুত ইচ্ছাকৃত পাঠ করা ত্যাগ করলে বেতর নামায পুণরায় আদায় করতে হবে। আর যদি ভুলবশতঃ পড়তে ভুলে যায় তবে সাহু-সিজদা করলে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।

দোয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْ مِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَ نُثْنِىْ

عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَلَا نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ

اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ

وَ نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّرِ مُلْحِقٌ.

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাইনুকা অনাসতাগফিরুকা,অনু মিনু বিকা অনাতাক্কালু আলাইকা,অনুসনী আলাইকাল খাইরা,অনাশকুরুকা অলানাকফুরুকা, অনাখলায়ু ও নাতরুকু ,মাই ইয়াফ জুরুকা আল্লাহুম্মা ইয়াকানাবুদু ,অলাকানুসল্লি, অনাসজুদু,অইলাইকা নাসআ ,অনাহফিদু,অনারজু রাহমাতাকা অনাখশা আযাবাকা, ইন্না আযাবাকা বিলকুফফারি মুলহিক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বেতর তিন রাকআত এক সালামে ঃ- তিন রাকআত এক সালামে এই হাদীসটি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহো তায়ালা হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত দুই রাকআত নামাযে বসতেন এবং সালাম ফেরাতেন ও শেষে তিন রাকআত বেতন (এক সালামে) আদায় করতেন। যেমন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহো তায়ালা আনহার একটি বর্ননার মধ্যে এই বাক্য- "সুম্মা আবিত্রা বেসালাসিন্ লা ইয়ূফাস্-সিলো বাইনাহুন্না" আবার বেতর পড়তে তিন রাকআত তার মাধ্যম ফাঁকা (সালাম) ফিরাতেন না।

দ্বিতীয় বর্ণনাতে রয়েছে- "আন্না রাসুলুল্লাহে সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম কানা লা ইউ সাল্লামো ফি রাকআতিল বেতরে।"যে রাসুল-ল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেতরে দুই রাকআতে সালাম ফেরাতেন না। (সুনানে নেশায়ী- প্রথম খন্ড, পাতা-২৪৮)

বেতর নামাযে দোওয়ায়ে কুনুত পড়ার প্রমাণ ঃ- ১) হানাফিদের নিকটে দোওয়া কুনুত পুরো বছর পড়া জায়েজ।(মারেফুস্ সুনান- ৪র্থ খন্ড, পাতা-২৪১) ২) হানাফিদের নিকটে বেতরের দোওয়ায়ে কুনুত রুকুর আগে পড়া জায়েজ। যেমন, হযরত উবাইদ বিন কাব বর্ণনা করেন-"আন্না রাসুলুল্লাহে সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম কানা ইয়ূওয়াহিয়া ফা ইয়াক্ নিতো কাবলার রুকু। অর্থাৎ হুজুর পাকু সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেতর (নামায) পড়তেন যে দোওয়ায় কুনুত পড়তেন রুকুর আগে। (ইবনে মাযাহ-পৃষ্ঠা - ৮৩, সুনানে নেশায়ী-১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৪৮) ৩) আন্নাবনা মাসউদিন ওয়া আসহাবিন নাবি সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম কানু ইয়াকনুতুনা ফিল বিতরে কাবলা রুকূ" অর্থাৎ হযরত ইবনে মাস্উদ রাদিআল্লাহো তায়ালা আনহূ এবং নাবি সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবাগণ দোওয়া কুনুত পড়েছিলেন বেতর নামাযের রুকুর আগে। (আসারুস সুনান-পৃষ্ঠা ১৬৮) বিঃদ্রঃ- উক্ত হাদিস শারীফ গুলো থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, হানাফিদের কাছে এই মাসআলায় মারফু হাদিস আছে এবং সাহাবাগণ এর পর উপর আমল করেছেন। কিন্তু লা মাযহাবীদের কাছে হানাফীদের হাদিসের তুলনায় দুর্বল হাদিস বয়েছে।

জুমার বর্ণনা

জুমা ফরযে আইন। এর ফরযটা যোহর থেকে অধিক জোরালো। এর অস্বীকার কারী কাফির।[১]

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে ,যে ব্যক্তি পরস্পর তিন জুমা বাদ দিল , সে যেন ইসলামকে পিঠের পিছনে ফেলে দিল।[২]

জুমা পড়ার শর্ত সমূহ:-জুমার নামায পড়ার জন্য ছয়টি শর্ত রয়েছে। যদি এর কোন একটি শর্ত পাওয়া না যায়, তাহলে জুমা হবে না। শর্ত গুলি হল:-১.শহর বা শহরতলী,২.বাদশাহ,৩.যোহরের ওয়াক্ত ,৪.খুৎবা, ৫.জামাত ,৬.সকলের জন্য অনুমতি।[৩]

১ম শর্ত শহর বা শহরতলী হওয়ার ব্যখ্যা:-শহর ঐ স্থানকে বলা হয়, যেখানে বিভিন্ন প্রকার অলিগলি(লেন) ও বাজার থাকে এবং সেটা জেলা বা মহকুমা হবে,যার সঙ্গে গ্রাম অঞ্চলের সংযোগ থাকে । সেখানে এমন কোন শাসক থাকে যিনি স্বীয় ক্ষমতা ও বলে মজলুমের সুষ্ট বিচার জালিমের থেকে আদায় করে নিতে পারে । অর্থাৎ যিনি ন্যায় বিচারে যথার্থ সামর্থবান যদিও বা যথাযথ বিচার না করে বা প্রতিদান গ্রহণ না করে থাকে।[৪]

শহরের আশে পাশের জায়গা যা শহরের স্বার্থে ব্যবহার হয় এই জায়গা শহরতলী হিসেবে গণ্য হবে। যেমন কবররস্থান,ঘোড়দৌড়ের মাঠ, সেনানিবাস,কাছারী,ষ্টেশন,এসবগুলো শহরের বাইরে হলেও তবু শহরতলী হিসেবে গণ্য হবে। এই প্রকার স্থানে জুমা জায়েয।[৫]

মাসয়ালা:-যে সকল গ্রামে জুমা হয় না ঐ সকল গ্রামে জুমা কায়েম করা উচিত নয়,আর যেখানে পূর্ব থেকেই জুমা হয়ে আসছে ঐ সকল গ্রামে জুমা বন্ধ করাও অনুচিত।[৬]

মাসয়ালা:-গ্রামে জুমার দিনেও জোহরের নামায আযান,ইকামত ও জামায়াত সহকারে পড়তে হবে।[৭]

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪র্থ শর্ত খুৎবা:-খুৎবার জন্য শর্ত হল ১.ওয়াক্তের মধ্যে হওয়া ২.নামাযের আগে হওয়া ৩.এরকম জামাতের সামনে হওয়া যা জুমার জন্য আবশ্যক ৪.এতটুকু আওয়াজ হওয়া যেন কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে আশে পাশের লোকজন শুনতে পায়।[১]

জুমার খুৎবার সুন্নাত সমূহ :-১.খাতীব পবিত্র হওয়া ২.দাঁড়িয়ে খুৎবা দেওয়া ৩.খুৎবার পূর্বে খাতীবের বসা, ৪.খাতীব মিম্বারের উপর হওয়া ৫. শ্রোতাদের দিকে মুখ করা,৬.ক্বিবলার দিকে পিঠ রাখা,৭.উপস্থিত সকলে ইমামের দিকে মনোনিবেশ করা খুৎবার পূর্বে নিম্নস্বরে আউজুবিল্লাহ পড়া ৯.এতটুকু উঁচু আওয়াজে খুৎবা পড়া যেন লোকেরা শুনতে পায় ১০.আলহামদু বলে শুরু করা ১১. আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করা,১২. মহান আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের ও হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইসি ওয়া সাল্লামের রেসালাতের স্বাক্ষী প্রদান করা,১৩.হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইসি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ প্রেরণ করা ১৪.কমপক্ষে একটি আয়াত তেলাওয়াত করা ,১৫.প্রথম খুৎবায় ওয়াজ নসীহত করা,১৬.দ্বিতীয় খুৎবায় ছানা ,হামদ, শাহাদাত ও দরুদের পূনরাবৃত্তি করা,১৭.মুসলমানদের জন্য দুয়া করা, ১৮.উভয় খুৎবা হালকা করা,১৯.উভয় খুৎবার মাঝখানে তিন আয়াত পাঠ পরিমাণ বসা;মুস্তাহাব হচ্ছে দ্বিতীয় খুৎবায় প্রথম খুৎবার তুলনায় আওয়াজ ছোট হওয়া ,২০.খোলাফায়ে রাশেদীন, সম্মানিত দুজন চাচা হযরত হামযা ও হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা এর আলোচনা করা।[২]

মাসআলা:-যখন ইমাম খুৎবার জন্য দাঁড়াবে,সেইসময় থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত নামায, জিকির, আযকার এবং যে কোন ধরনের কথাবার্তা বলা নিষেধ। অবশ্য সাহেবে তারতীব ব্যক্তি স্বীয় কাযা নামায পড়ে নিতে পারবে। যে ব্যক্তি সুন্নাত বা নফল নামাযে রত থাকে,তাড়াতাড়ি যেন শেষ করে।[৩]

জুমুয়ার প্রথম খুৎবাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ هُوَ الَّذِىْ مَالِكُ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّنَ ـ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَالطَّاهِرِيْنَ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ شَادُوْا الدِّيْنَ ـ وَبَذَلُوْا اَمْوَالَهُمْ وَاَنْفُسَهُمْ لِاِعْلَاءِ الدِّيْنِ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمَعْبُوْدُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْمَحْبُوْبُ ـ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ الْكَلَامِ الْمُبِيْنِ فِىْ شَانِ رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ـ قَدْ جَآئَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ ـ وَفِى الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ " قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَخْبِرْنِىْ عَنْ اَوَّلِ شَىْءٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ ؟ قَالَ : يَا جَابِرُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نُوْرِهٖ فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرُ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ ـ لَمْ يَكُنْ فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَّلَا قَلَمٌ وَّلَا جَنَّةٌ وَّلَا نَارٌ وَّلَا مَلَكٌ وَّلَا سَمَآءٌ وَّلَا اَرْضٌ وَّلَا شَمْسٌ وَّلَا قَمَرٌ وَّلَا اِنْسٌ وَّلَا جِنٌّ ـ فَلَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ

تعالى ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الرابع اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول السموت ومن الثاني الارضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم الرابع اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول نور ابصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله ومن الثالث نور انسهم وهو التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ايها الاخوان ! ما الفائدة في السماع بل تدبروا وتفكروا واعملوا صالحا -

জুময়ার দ্বিতীয় খুতবাহ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين - هو الذي خلق الانسان من طين - ولهدايتنا ارسل رسلا كثيرين - وجعلنا امة محمد

عليه الصلوة والتسليم - وامرنا ان نصلي ونسلم على من كان نبيا وادم بين الماء والطين - وقال عليه الصلوة والتسليم - اسمع صلوة اهل محبتي واعرفهم وتعرض علي صلوة غيرهم عرضا وقال عليه السلام من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا بلغته - وقال عليه السلام من صلى في يوم جمعة وليلة جمعة مرة مائة من الصلوة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الاخرة وثلاثين من حوائج الدنيا - وقال عليه السلام ان الله تعالى ملكا اعطاه اسماع الخلائق قائم على قبري فما من احد يصلي علي صلوة الا ابلغنيها - وقال عليه السلام صلوا علي وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم - اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه خصوصا على خلفاء الراشدين وعلى فاطمة الزهراء والحسن والحسين - ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به - واعف عنا - واغفرلنا - وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين - امين يا رب العالمين -

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রথম খুৎবার অনুবাদ

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ তায়ালার যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। যিনি কিয়ামত দিবসের অধিপতি। দরুদে ও সালাম অবতির্ন হউক রসুল দিগের সর্দার নবী দিগের সমাপ্ত কারী মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি এবং আরও দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হক তাহার পাক পবিত্র বংশধর গনের প্রতি এবং তাহার সেই সমস্ত সাহাবা গনের প্রতি, যাহারা দ্বীনকে সুদৃঢ় করিয়াছেন এবং দ্বীনের প্রচারের জন্য নিজেদের ধনপ্রানকে বের করিয়াছে। আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একাকি তার কোনো অংশিদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি, মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসুল ও প্রিয় বান্দা। ইহার পর আল্লাহ তায়ালা তাহার বুজর্গ রসুলের সম্পর্কে কোরআন পাকের মধ্যে ঘোষনা করিয়াছেন নিশ্চয় তোমাদের নিকটে আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি নূর এবং প্রকাশ্য কিতাব আসিয়াছে। এবং হাদীস শরীফে হযরত জাবীর বিন আব্দুল হোক আনসারী হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আমি বলিয়াছি ইয়া রসুলুল্লাহ ! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। আপনি বলুন, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম কোন জিনিষ সৃষ্টি করিয়াছেন ? হুজুর বলিলেন-হে জাবির, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রথম তোমার নবী মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার নূর হইতে। সেই নূর আল্লাহর ইচ্ছামতো ঘুরিতে লাগলো। সেই সময় লোহ কলম ছিলো না, জান্নাত ও জাহান্নাম ছিলো না, ফেরেশতা ছিলোনা, আসমান ও জমীন ছিলোনা, সূর্য্য ও চন্দ্র ছিলোনা, মানব ও দানব ছিলোনা যখন আল্লাহ মাখলুক সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করেছেন, তখন উক্ত নূরকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অংশ হতে কলম,

দ্বিতীয় অংশ হতে লৌহ, তৃতীয় অংশ হতে আরশ সৃষ্টি করিলেন, পুনরায় চতুর্থ অংশকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তৎপর প্রথম অংশ হতে আরশ বাহী ফেরেশতা, দ্বিতীয় অংশ হতে কুরশি, তৃতীয় অংশ হতে বাকী ফেরেশতা গনকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর চতুর্থ অংশকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম অংশ হতে আসমান সমূহ, দ্বিতীয় অংশ হতে তাহাদের অন্তরের নূরকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা হইলো আল্লাহ তায়ালার মারেফাৎ এবং তৃতীয় অংশ হতে ওহাদের মুহাব্বতের নূরকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা হইলো তৌহিদ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহম্মদূর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ভায়েরা, শোনাতে কোনো উপকার নাই বরং গভীর ভাবে চিন্তা করুন এবং সৎআমল করুন।

দ্বিতীয় খুৎবার অনুবাদ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি সমস্ত জগৎ এর প্রতিপালক যিনি মানুষের মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমাদের হিদায়েতের জন্য বহু রসুল প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মাত করিয়াছেন এবং তিনি আমাদের আদেশ করিয়াছেন সেই সত্বার প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করিতে, যিনি ওই সময় নবী ছিলেন, যখন হযরত আদম আলাইহিস সালাম পানি ও মাটির মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন - আমি প্রেমিকের দরুদ নিজ কানে শুনিয়া থাকি এবং তাহাকে চিনিতে পারি এবং অন্যদের দরুদ আমার নিকট পৌছানো হইয়া থাকে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলিয়াছেন - যে আমার কবরের নিকট দরুদ পড়িয়া থাকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমি উহা শুনিয়া থাকি এবং যে দূর হইতে পড়িয়া থাকে উহা আমার নিকটে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি আমার প্রতি জুমার দিন অথবা রাতে এক শত বার দরুদ শরীফ পাঠ করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার একশটি প্রয়োজন সমাধান করিয়া দিবেন। ৭০ টি আখেরাতে এবং ৩০ টি দুনিয়াতে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন - আমার কবরে আল্লাহর একজন ফেরেশতা রহিয়াছেন। যিনি সমস্ত সৃষ্টির শব্দ শুনিতে সক্ষম। যখন হেউ আমার প্রতি দরুদ পাঠ করিয়া থাকে, তখন উক্ত ফেরেশতা আমার নিকটে পৌঁছিয়া দিয়া থাকেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলিয়াছেন - তোমরা যেখানে থাকো, আমার প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করিবে। তোমাদের সালাম ও দরুদ আমার নিকটে পৌঁছানো হইয়া থাকে। হে আল্লাহ পাক, মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি এবং তাহার বংশধড় সাহাবাগনের প্রতি, বিশেষ করিয়া খুলাফায়ে রাশীদ্বীনগনের প্রতি এবং ফাতিমা জোহরা হযরত হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমের প্রতি দরুদ ও সালাম অভতীর্ণ করিয়া দিন। হে খোদা ! আমাদের ভুল ত্রুটি ধরিবেন না। হে আমাদের খোদা, আমাদের উপর বোঝা চাপাইবেন না। যেমন আমাদের পূর্ববর্ত্তীগনের উপর চাপাইয়াছিলেন। হে আমাদের খোদা, আমাদের শক্তির বাহিরে কিছু চাপাইয়া দিবেন না। আমাদের মাফ করিয়া দিন, আমাদের ক্ষমা করিয়া দিন, আমাদের প্রতি দয়া করিবেন। আপনি আমাদের প্রতিপালক, কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করিবেন, কবুল করিবেন হে জগতের প্রতিপালক।

জুমার নামাযের নিয়াত

দুই রাকায়াত তাহিইয়াতুল ওযু

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِيَّةِ الْوَضُوْءِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ তাহিইয়াতুল ওজু সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

দুই রাকায়াত দুখুলুল মাসজিদ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ دُخُوْلِ الْمَسْجِدْ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ দুখলিল মাসজিদে সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

জুমার পূর্বে চার রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ قَبْلَ الْجُمْعَةِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবাআ রাকা'আতি সালাতি কাবলাল জুমআ সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

জুমার দুই রাকায়াত ফরয নামায

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ اَلْجُمْعَةِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ জুমআতে ফরযাল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

জুমার পর চার রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবাআ রাকা'আতি সালাতি বাদাল জুমআ সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

জুমার পর দুই রাকায়াত সুন্নাত নামায

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ سُنَّةِ الْوَقْتِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতি সুন্নাতিল ওয়াক্ত সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

জুমার পর দুই রাকায়াত নফল

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ নাফ্লি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

কাযা নামাযের বর্ণনা

বিনা কারণে (শরয়ী) নামায কাযা করা বড় মারাত্মক গুনাহ । নামায কাযা হলে আন্তরিকভাবে তওবা করত: আদায় করা ফরয।

হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে তার জন্য এই নামায কিয়ামত ও কবরের মধ্যে নুর হবে এবং মুক্তির গ্যারান্টি হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে না তার জন্য এই নামাযতো ঈমানের নুর হবে না ,উপরন্ত কারুন, ফেরাউন,হামান,নমরুদ এবং উবাই ইবনে হলফের সাথে তার হাশর হবে। (নাউজুবিল্লাহ)[১]

কাযা নামায পড়ার সময়:-

কাজা নামায পড়ার কোন সময় নাই। যখন স্মরণ হবে দ্রুত পড়ে নিতে হবে। কিন্তু নিষিদ্ধ সময়ে পড়বে না। যেমন-সূর্যোদয়,সূর্যস্থির এবং সূর্যাস্তের সময়।[২]

উমরী কাযা:—পুরো জীবনের না পড়া নামাযগুলি আদায় করে দেয়াকে কাযায়ে উমরী বা উমরী কাযা বলা হয়।

উমরী কাযার নিয়াত:—উমরী কাযার মধ্যে একটি বিষয় হলো , কাযা নামাযে দিন-তারিখ-মাস-বছর অনেক সময় স্মরণ থাকে না।ফলে নিয়াত করতে সমস্যা হয়। তাই এর নিয়ম হলো,উমরী কাজা পড়ার সময় মনে মনে সব কাযা নামাযের প্রথম ওয়াক্তের কাযা পড়ার নিয়াত করতে হবে। যেমন-আমি নিয়াত করছি , আমার বালেগ জীবনের প্রথম ফজর ওয়াক্তের ফরয কাযা আদায়ের।এই নামায আল্লাহর জন্য,আমার মুখ কাবার দিকে আর নামাযআল্লাহর জন্য -আল্লাহ আকবার ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাযা নামায পড়ার সহজ নিয়ম

পূর্বে যাদের অনেক ওয়াক্তের নামায কাযা রয়েছে,তাদের ক্ষেত্রে ঐ সকল নামায পড়ার কিছু সহজ উপায় হল:-

১.প্রতি রুকু ও সিজদাতে তাসবীহ তিনবারের পরিবর্তে একবার সঠিক ভাবে পড়লেও চলবে। অর্থাৎ রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিইল আযীম' একবার এবং সিজদাতে একবার 'সুবহানা রাব্বিইল আলা' সঠিকভাবে পড়তে হবে।

২.চার রাকায়াত ফরয নামাযের শেষ দুই রাকায়াতে 'আলহামদু বা সুরা ফাতিহার পরিবর্তে শুধুমাত্র 'সুবহানাল্লাহ' তিনবার পড়তে হবে।

৩. শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু বা তাশাহুদের পর দরুদ শরীফ ওদোয়া মাসুরার পরিবর্তে শুধুমাত্র 'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা ওয়া আলিহী' পড়ে সালাম ফিরাবে।

৪. বিতর নামাযের তৃতীয় রাকায়াতে দুআ কুনুতের পরিবর্তে কমপক্ষে একবার 'ইয়া রাব্বিগ ফিরলি' বলবে।[১]

মাসআলা:-বিতিরের নামাযের কাজা পড়া ওয়াজিব।

কাযা নামাযের নিয়াত:- যে নামাযের কাযা আদায় করা হবে সেইনামাযের কথা উল্লেখ করে নিয়াত করতে হবে। যেমন আমি নিয়াত করছি ফজর/জোহর/আসর/মাগরীব/এশা-র ফরয নামাযের যা কাযা হয়েছে।

মাসআলা:-কসরের নামাযের কাযা মুকিম অবস্থায় পড়লে কসরই পড়তে হবে,আর মুকিম অবস্থার নামায সফরে পূরো পড়তে হবে।[২]

তারাবীহের নামাজের বর্ণনা

তারাবীহের নামাজ বিশ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, যেটা রমযান শরীফে ইশার ফরজের পর প্রতিরাতে পড়া হয়। **মাসলা :** তারাবীহের সময় হচ্ছে ইশার ফরজ পড়ার পর থেকে সুবহে সাদেক হওয়া পর্যন্ত। (হেদায়া) **মাসলা :** তারাবীহের জামাত হল সুন্নাতে কেফায়া, যদি মসজিদের সবলোক তারাবীহের জামাত বাদ দেয়, তাহলে সবাই গুনাহগার হবে। আর যদি কেউ ঘরে একাকী পড়ে নেয়, তাহলে গুনাহগার হবে না। (হেদায়া, কাযী খান) **মাসলা :** রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব রবং অর্ধরাতের পরে পড়লেও কোনো মাকরূহ নেই। (রদ্দুল মুহতার, বাহার) **মাসলা :** তারাবীহ পুরুষদের জন্য যেমন সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, তেমন মহিলাদের জন্যও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এটা বাদ দেওয়া নাজায়েজ। (কাযী খান) **মাসলা :** তারাবীহের বিশ রাকাত দুই দুই রাকাত করে দশবার সালাম ফিরায়ে পড়তে হয় এবং প্রতি চার রাকাত পড়ার পর চার রাকাত পড়তে যতটুকু সময় লাগে, আমার করার জন্য সেই পরিমান বসা মুস্তাহাব। আরামের জন্য এ বসাকে তরবীহা বলা হয়। আলমগীরী,কাযী খান) **মাসলা :** তারাবীহের বিশ রাকাতের শেষে পঞ্চম তরবীহাও মুস্তাহাব। তবে যদি পঞ্চম তরবীহা লোকেদের কাছে বোঝা মনে হয়, তাহলে না করা চাই। (আলমগীরী, অন্যান্য কিতাব) **মাসলা :** তরবীহার মধ্যে এটা ইখতিয়ার রয়েছে যে, হয়তো চুপচাপ বসে থাকবে অথবা কিছু কলেমা, তসবীহ, কুরআন শরীফ ও দরুদ শরীফ পড়তে থাকবে। একাকী নফলও পড়া যায়। তবে জামাত সহকারে মকরূহ।(কাযী খান) **মাসলা :** যে ইশার ফরজ নামাজ পড়েনি সে ফরজ আদায় করার আগে তারাবীহ বা বিতর কোনোটাই পড়তে পাবে না। **মাসলা :** যে ইশার ফরজ নামাজ একাকী পড়েছে এবং তারাবীহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

জামাত সহকারে পড়েছে, সে বিতর একাকী পড়বে। (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার) **মাসলা ঃ-** যদি ইশার ফরয নামায জামাআত সহকারে পড়া হয় এবং তারাবীহ একাকী পড়া হয়, তাহলে বেতরের জামাআতে শরীক হতে পারবে। (দুর্-রুল মুখতার, রুদ্দুল মুহতার)

মাসলা ঃ তারাবীর কিছু রাকআত বাঁকী থাকা অবস্থায় ইমাম যদি বেতর পড়ার জন্য দাড়িয়ে যায়, তাহলে ফরজ নামায জামাত সহকারে পড়া হলে ইমামের সাথে বেতর আদায় করবে অতঃপর তারাবীর অবশিষ্ট নামায পড়ে নিবে। এটাই উত্তম। তবে তারাবীহের নামায পূর্ণ করে বেতর একাকী পড়া জায়েজ। (আলমগিরী, রুদ্দুল মোহতার) **মাসলা ঃ** লোকেরা তারাবীহ পড়ে নিল। এখন যদি অন্যেরা পড়তে চাই, তাহলে একলা-একলা পড়তে পারে, জামাতের অনুমতি নিয়ে। এক ইমাম যদি দুই মসজিদে তারাবীহ পড়ায় এবং উভয় মসজিদে পুরোপরি নামায পড়ায়, তাহলে নাজায়েজ। তবে মোক্তাদী যদি উভয় মসজিদে পুরাপুরি পড়ে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু দ্বিতীয়বার পড়ার সময় বেতর পড়া নাযায়েজ, যদি প্রথমবার পড়ে থাকে। (আলমগীরি) **মাসলা ঃ** তারাবীহ মসজিদে জামআত সহকারে পড়াটা অফজল। যদি ঘরে জামআত সহকারে পড়া হয়, তাহলে জামআত বর্জনের গোনাহ হলো না। কিন্তু সেই সোওয়াব পাবে না, যা মসজিদে পড়লে পেত। (আলমগীরি) **মাসলা ঃ** অপ্রাপ্ত বয়স্কের পিছনে প্রাপ্ত বয়স্কের নামাজ হবে না। হেদায়ার প্রাপ্ত এটাকে সঙ্গত বলেছেন। ফতহুল কদীরও এটাকে সঠিক বলেছেন। আলমগীরীতে এটা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। মাসলা : সারা মাসের তারাবীহ সমুহে একবার কুরআন মাজীদ খতম করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। দুবার খতম ভালো এবং তিন বার খতম করা আফজাল। লোকেদের অলসতার কারনে খতমে কুরআন যেন বাদ দেওয়া না হয়। (দুররুল মুখতার) মাসলা :

হাফেজকে পারিশ্রমিক দিয়ে তারাবীহ পড়ানো নাজায়েজ। দাতা ও গ্রহীতা উভয় গুনাহগার হবে। পারিশ্রমিক কেবল ওটা নয়, যেটা আগে থেকে নির্ধারিত করে নিলো - এত দিবে, এত নিবে। বরং যদি এটা জানা থাকে যে এখানে কিছু পাওয়া যায়, যদিওবা কোনো কথা বার্তা না হয়ে থাকে, কারন জানাটা শর্তের মতো। তবে যদি বলে দেওয়া হয় যে কিছু দেবে না বা কিছু নিবে না, কিন্তু লোকেরা হাফেজকে খেদমত বা সাহায্য হিসেবে কিছু দিলে কোনো ক্ষতি নেই। (বাহারে শরীয়ত)

শবীনা : এক রাতে পুরা কুরআন মাজীদ তারাবীহ খতম করাকে শবীনা বলা হয়। যেমন আমাদের যুগে প্রচলন আছে যে, হাফেজ এত তাড়াতাড়ি পড়ে যে বর্ণের উচ্চারনের কথাতো বাদি দিলাম, শব্দ পর্যন্ত বুঝে আসেনা। শ্রবণ কারী দেরও এ অবস্থা হয়ে থাকে যে, কেউ বসে থাকে, কেউ শুয়ে থাকে, কেউ ঝিমুতে থাকে, যখন ইমাম রুকুর তকবীর বলে, তখন সবাই তাড়াতাড়ি নিয়ত বেধে রুকুতে চলে যায়। এ রকম শবীনা নাজায়েজ। হাফেজ যদি নাম প্রচারের জন্য এত তাড়াতাড়ি পড়ে, তাহলে এতে রিয়ার গুনাহ অতিরিক্ত যোগ হবে।

২০(বিশ)রাকাত তারাবীর উপর সাহাবায়ে কেরামগনের ইযমা

(১) আন সায়েব বিন ইয়াসিদা ক্বালা কুন্না নাকুমু ফি যামানে উমার ইবনিল খাত্তাবে বেইশারিনা রাকাআতান ওয়াল বিতরে।

হযরত সায়েব বিন এজিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্নিত আছে যে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন- আমি এবং সাহাবাগন হাযরত ওমার ফারুক রাদিয়াল্লাহর যূগে বিশ রাকাত তারাবী এবং বিতির পড়তাম (বায়হাকি)।

এই হাদিস প্রসঙ্গে মিরকাতের সারাহ মিশকাত ২য় খন্ড পাতা ১৭৫ এর মধ্যে রয়েছে ইমাম নববি বলেছেন এই রেওয়ায়েত দলীলটা সহীহ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২) আন ইয়াযিদাবনে রুমানা কালালান্নাসো ইয়াকুমুনা ফি যামানিন ওমারাবনিল খাত্তাবে ফি রামাদানা বেসালাসিওয়া ইশরিনা রাকআতান। হযরত ইয়াযিদ বিন রুমান রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্নিত হাযরত ওমার ফারুক রাদিয়াল্লাহর যামানায় ২৩ রাকাত (২০রাকাত তারাবী ও ৩ রাকাত বিতর)। (ইমাম মালিক)

(৩) মালেকুল ওলমা আবু বাকার বিন মাসুদ কাশানী রাদিয়াল্লাহ আনহু লিখেছেন-রোয়েয়া আন অমরা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু জামেয়া আসহাবা রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফি শাহারে রামাদানা আলা উবায় বিন কাআব ফাসাল্লাবেহিম ফিকুল্লে লাইলাতিন ইশরিনা রাকআতিন ওয়ালাম ইয়ানকুদ আলাইহে আহাদুন ফাইয়াকুন ইজমাআমমিন হুম আলা মালাক।

হাযরত ওমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু রমজান মাসে সাহাবাগনকে নির্দেশ দিলেন হাযরত ওবাই বিন কাআব রাদিয়াল্লাহুর নিকটে জমায়েত হতে। সাহাবাগনের ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি প্রত্যহ ২০ রাকাত নামাজ জমায়েত সহকারে পড়াতেন কিন্তু কোন সাহাবা তার বিরুদ্ধ করেননি। ২০ রাকাতের উপর সাহাবাগনের ইজমা হয়েগেল। (বাদা উস সুনান ১ম খন্ড পাতা ২৮৮)। উমদাতুল ক্বারী সারহে বোখারী ৫ম খন্ড পাতা ৩৬৫ এর মধ্যে আছে-

ক্বালা ইবনে আবদিল বাররে ওয়া ইয়া কুলু যমহুরুল ওলামা ওয়াবেহি কালাল কুফি-উনা ওয়া শাফায়ি ওয়া আকসারুল ফোক্বাহায়ে ওয়া হুয়া সাহীহুন আন উবাই বিন কাআব মিন গাইরি খেলাফিম মিনাস সাহাবা। ইবনে আবদুল বার বলেছেন (২০রাকাত তারাবী)

সমস্ত অলামায়ে কেরামগনের কথা হচ্ছে কুফাদের ওলামা, ইমাম সাফেয়ী এবং বেশির ভাগ ফোকাহবিদগন এই কথা বলেছেন এবং এটাই সহীহ উবাই বিন কাআব বলেছেন ২০ রাকাত নামাজে সাহাবাদের মধ্যে সাহাবাদের মতভেদ নাই।

আল্লামা ইবনে হাযার বলেন সাহাবাগনের ২০ রাকাত তারাবীর উপর ইজমা আছে।

মুল্লা আলী ক্বারী রাহামাতুল্লা আলাইহে লিখেছেন, ২০ রাকাত তারাবীর উপর সাহাবাগন একমত। (মিরকাত ২য় খন্ড পাতা ১৭৫)

রোগীর নামাজ

যে ব্যক্তি রোগের কারনে দাড়াতে না পারে, সে বসে নামাজ পড়তে পারে। বসে বসে রুকু করবে অর্থাৎ সামনের দিকে ভালোমতো ঝুকে ''সুবহানা রাব্বি ইয়্যাল আজিম''। পুনরায় সোজা হয়ে যাবে এরপর স্বাভাবিক অবস্থায় যেভাবে সিজদা করা হয়, সেভাবে সিজদা করবে। যদি বসেও পড়তে না পারে, তাহলে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়বে। এমনভাবে শুইবে যেন পা কিবলার দিকে থাকে এবং হাটু খাড়া থাকে এবং মাথার নীচে বালিশ ইত্যাদি দিবে, যেন মাথা উচু হয়ে মুখ কিবলার দিকে হয়ে যায়। রুকু, সিজদা ইশারায় করবে। অর্থাৎ মাথাকে যতটুকু ঝুকানো যায়, ততটুকু সিজদার জন্য ঝুকাবে এবং রুকুর জন্য এর থেকে কম ঝুকাবে। অনুরূপ ডান বা বাম পার্শ্ব হয়েও কিবলার দিকে মুখ করে পড়া যায়।

মাসলা : রোগী যদি মাথার ইশারায়ও নামাজ পড়তে না পারে, তাহলে নামাজ বাদ দিবে। চোখ, ভ্রু বা মনের ইশারায় নামাজ পড়ার প্রয়োজন নেই। যদি ৬ ওয়াক্ত-এ অবস্থায় অতিবাহিত হয়, তাহলে কাযাও আদায় করতে হবে না এবং ফিদয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই। আর যদি এ অবস্থায় ৬ ওয়াক্ত থেকে কম সময় অবিবাহিত হয়, তাহলে সুস্থ হওয়ার পর কাযা আদায় ফরজ। মাথার ইশারায় পড়তে পারার মতো সুস্থ হলেও কাযা আদায় করতে হবে। (দুররুল মুখতার, বাহারে শরীয়াত)

মাসলা : যে রোগীর এ রকম অবস্থা হয়ে যায় যে রাকাত ও সিজদার সংখ্যা স্মরন থাকে না, তাহলে ওর নামাজ আদায় করারপ্রয়োজ নেই।(দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসলা : সমস্ত ফরজ নামাজ, বিতর, উভয় ঈদের নামাজ এবং ফজরের সুন্নাতে দাঁড়ানো ফরজ। যদি বিনা কারনে এ সব নামাজ বসে পড়া হয়, তাহলে নামাজ আদায় হবে না

(দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসলা : দাঁড়ানো যেহেতু ফরজ সেহেতু বিনা কারনে এটা বর্জন করা অনুচিত। অন্যথায় নামাজ হবে না। এমন কি যদি লাঠি বা খাদেম বা দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো যায়, তাহলে সেভাবে দাঁড়িয়ে পড়াটা ফরজ। যদি কিছুক্ষনের জন্য দাঁড়াতে পারে, তাহলে দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করা ফরজ। অতঃপর বসে নামাজ পূর্ণ করবে, অন্যথায় নামাজ হবে না। সামান্য জ্বর, মাথাব্যাথ্যা বা এধরনের নগন্য কষ্টসমূহ, যেগুলো নিয়ে মানুষ চলাফেরা করে, কখনও ওজর হিসেবে গন্য হবে না। এরকম সামান্য রোগে যেসব বসে পড়া হবে, সেগুলো হবে না ওগুলোর কাযা অপরিহার্য। (গুনিয়া, বাহারে শরীয়াত ইত্যাদি)

মাসলা : যে ব্যক্তি দাঁড়ালে ফোটা ফোটা পায়খানা হয় বা যখম থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়, কিন্তু বসে পড়লে, সেরকম হয় না তাহলে অন্য কোনো উপায়ে বন্ধ করা না গেলে ওর-জন্য বসে করা ফরজ। মাসলা : এতটুকু দুর্বল যে মসজিদে জামাত পড়ার জন্য গেলে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে না, আর ঘরে পড়লে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে, তাহলে ঘরেই পড়বে। জামাত সহকারে পড়তে পারলে ভালো, নতুবা একাকি পড়বে। (দুররুল মুখতার, রুদ্দুল মুহতার)

মাসালা : রোগী যদি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে গেলে কিরাত মোটেই পড়তে পারে না, তাহলে বসে পড়বে। কিন্তু দাঁড়িয়ে যদি যৎ সামান্য পড়তে পারে, তাহলে যতটুকু দাঁড়িয়ে পড়া যায়, ততটুকু দাঁড়িয়ে পড়া ফরজ। অবশিষ্ট নামাজ বসে পড়বে। (দুররুল মুখতার, রুদ্দুল মুহতার)

মাসলা : রোগীর বিছানা নাপাক এবং অবস্থা এরকম যে বদলানো হলেও নামাজ পড়াকালিন সময়ে পুনরায় সে রকম নাপাক হয়ে যাবে, তাহলে ওটার উপরই নামাজ পড়ে নিবে।

আর যদি বদলালে এরকম তারাতারি নাপাক না হলেও রোগীর ভীষন কষ্ট হয়, তাহলে সেই নাপাকির উপর পড়ে নিবে। (আলমগিড়ি, দুররুল মুখতার, রুদ্দুল মুহতার)

মাসলা : পানির মধ্যে ডুবন্ত অবস্থায় যদি সেই সময়ও আমলে কসীর ব্যতীত ইশারায় পড়া যায়, যেমন সাঁতরানো অবস্থায় লোকড়ি ইত্যাদির জন্য যদি আশ্রয় পাওয়া যায়, তাহলে নামাজ পড়া ফরজ। অন্যথায় অপারক হিসাবে মাফ। তবে বেচে গেলে কাযা আদায় করতে হবে। (দুররুল মুখতার, রুদ্দুল মুহতার)

ঈদ্ ও বাক্‌রিদ্-এর নামায

ইদ হল প্রতি বছর একি সময়ে খুশির নামাজ এবং বকরিদ হল ইবরাহিম ও ইসমাইল আলাইহে সাল্লামের কামিয়াবি শুকরিয়া ও হজ এর নিয়ামত এর সুকরিয়া। হাদিশ শরিফ এর মধ্যে রয়েছে- আন যাবির ইবনে সামরাতা ক্বালা সাল্লাইত মা রাসুল্লিল্লাহি সাল্লেল্লাহ আলাইহে সাল্লাম আল ইদায়নি গাইহা মারাতিন ওলা আস্মা রাইতিনে বে গাইরে আজানিন ওয়া একামাতিন (রাওয়াহ মুসলিম)।

ব্যাখ্যা- হযরত জাবির বিন সুমরা থেকে বর্ণিত উনি বলেছেন- আমি হুজুর পাক সাল্লেল্লাহ ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ইদ ও বকরিদ এর নামাজ এক দুবার নয় বহুবার বিনা আজান এক্কামতে পরেছি।

ঈদের নামায ইমাম আবু হানীফার নিকট ইদ ও বকরিদ এর নামাজ ওয়াজিব রয়েছে। ঐ ব্যাক্তির উপর যার উপর জুম্মার নামাজ ফরজ রয়েছে।

আল্লাহো তাবারাক তায়ালা এরশাদ করেন **''ফাস্বল্লিলি রব্বিকা ওয়ানহার''** অর্থাৎ নামায পড়েন নিজের রবের জন্য এবং কুরবানি করেন।

তাফসীরে-

১) তাফসীর অনুযায়ী উক্ত আয়াতে 'সাল্লি' থেকে বোঝা যায় '' সাল্লি সালাতাল ঈদে'' অর্থাৎ পড় ঈদের নামায (মোয়ারেফুস সোনান ৪র্থ খন্ড পাতা ৪২৬)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লাম বার বার ইঙ্গিত করেছেন ঈদ্ ও বকরিদ্ -এর নামাযের জন্য । তিনি কখন ছাড়েননি । যেমন হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিআল্লাহ তায়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন- **আন্না রাসুলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কানা ইয়্যাখরুজু ইয়াও মাল ফিতরে ওয়া ইয়াওমাল আজহা এলাল মুসাল্লা ফা ইউ সাল্লি বিন্নাস** শেষ পর্যন্ত । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঈদ ও বাক্‌রিদ্ এর দিনে ঈদগাহ- এর পথে বের হতেন, মানুষকে নামায পড়াতেন কিংবা ইমামতি করতেন।

৩) সাহাবার যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত উম্মতেরা এই পথেই চলছে।

৪) হজরত জাবির বিন সুমরা থেকে বর্ণিত উনি বলেছেন আমি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে নামায এক দুবার নয় বহুবার বিনা আজান ও একামতে পড়েছি।

সঠিক মাজহাব এর নিকট ঈদ্ এবং বোকরিদ্-এর নামায ওয়াজিব রয়েছে ঐ ব্যাক্তির উপর, যার উপর জুম্মার নামায ফরয রয়েছে।

ঈদ্গাহে নামাযের নিয়ম ঃ-

কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে আল্লাহো আকবার বলে তাহরিমা বাঁধার পর দোওয়া সানা পাঠ করবে। তারপর কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে আল্লাহো আকবার বলে হাত সোজা ছেড়ে দেবে। আবার কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে আল্লাহো আকবার বলে হাত ছেড়ে দেবে। আবার কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে আল্লাহো আকবার বলে হাত নিবে। চতুর্থ তাকবীরের পর ইমাম আস্তে আউজোবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়বার পর উচ্চেস্বরে সুরাহ ফাতিহা এবং অন্য কোন সুরাহ পড়ে রুকু ও সিজদা করার পর দ্বিতীয় রাকআতে প্রথমে সুরাহ ফাতিহা তারপর একটি সুরাহ পড়ার পর তিনবার কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে প্রত্যেকবার আল্লাহো আকবার বলে হাত ছেড়ে দেবে। এবং চতুর্থবারে হাত না উঠিয়ে আল্লাহো আকবার বলে রুকুতে যাবে। এবং সিজদা ইত্যাদি করে নামায সম্পন্ন করে দেবে।

ঈদের দিনের মুস্তাহাব বিষয়সমুহ ঃ

১.চুল, দাড়ি-গোঁফ ঠিক করা,২.নখ কাটা,৩.গোসল করা, ৪.মিসওয়াক করা, ৫.ভালো কাপড় অর্থাৎ নতুন কাপড় অথবা ধোলাই করা কাপড় পড়া।৬. আংটি পরিধান করা[১],৭.সুগন্ধি লাগানো, ৮.ফজরের নামায মহল্লার মসজিদে পড়া, ৯.ঈদগাহে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া , ১০.নামাযের আগে সাদকাযে ফিতর আদায় করা,১১.ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া ,১২.ভিন্ন রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা ,১৩. নামাযে যাবার আগে তিন ,পাঁচ,সাত এভাবে বিজোড় খেজুর খাওয়া,খেজুর না থাকলে মিষ্টি জাতীয় কোন কিছু খাওয়া। অবশ্য নামাযের আগে কিছু না খেলে গুনাহাগার হবে না। তবে ইশা পর্যন্ত কিছু না খেয়ে থাকা দোষনীয়।[২] আনন্দ প্রকাশ করা , বেশী করে দান-সাদকা করা,ঈদগাহে ধীর স্থির ওগাম্ভীর্য সহকারে নিচের দিকে দৃষ্টি রেখে গমন করা। পরস্পর ঈদ মুবারক জ্ঞাপন করা।

ঈদের দিনে বের হওয়ার আগে খাওয়ার হাদীস ঃ-

“কানান নাবিয়ো সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা এ্যাখরোজো ইয়াউমাল ফিতরে হাত্তা ইয়াত্য়েমো ওয়ালা ইয়াত্য়েমো ইয়াউমাল আযহা হাত্তা ইয়োসাল্লি”

অর্থঃ- হুজর পাক সাল্লাল্লাহো সাল্লাম ইদের দিন খাবার খেয়ে বের হতেন। এবং বকরিদের দিন না খেয়ে বের হতেন। যতক্ষন পর্যন্ত নামায আদায় না করে। উক্ত হাদিস থেকে বোঝা গেল ইদের নামাযের আগে কিছু খাওয়া এবং বকরিদের দিন নামাযের পর পর্যন্ত না খাওয়া মোস্তাহাব এবং মাসনুন রয়েছে। (মারেফুস্-সুনানা) ৪র্থ খন্ড, পাতা-৪৫১)

ইদ এবং বকরিদের নামাযের জন্য এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে বের হওয়া।

“ কানা রাসুলুল্লাহে সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইজা খারাজা ইয়োমাল ইদে ফিতারিয়েকিন রাজাআ ফি গায়রেহি”

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থ ঃ- হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো ওয়া সাল্লাম ইদের দিন যখন বের হতেন ইদ্‌গাহা থেকে তখন এক রাস্তাতে এবং যেতেন অন্য রাস্তাতে। (তিরমিযী শারীফ, বোখারী শারীফ - ১ম খন্ড পাতা-১৩৪)

বিঃদ্রঃ- রাসুল পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইদের নামাযের জন্য যে রাস্তা দিয়ে যেতেন আসবার সময় অন্য রাস্তায় আসতেন।

ঈদ এবং বকরিদের নামাযের পূর্বে এবং পরে কোন নামায নেই ঃ-

"আন্নান নাবি ইয়া সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম খারাযা ইয়োমাল ফিতরে ফাসাল্লা রাকাতাইনে সুম্মা লাম ইয়ুসাল্লি কাবলাহা ওয়ালা বাদাহা"

অর্থ ঃ- যে নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের দিনে বাড়ি থেকে বের হতেন, তিনি দুই রাকআত নামায আদায় করতেন। আবার নামায পড়তেন না তার পূর্বে এবং পরে। (মারেফুস্-সুনানা, ৪র্থ খন্ড , পৃষ্ঠা-৪৪৪)

বিঃদ্রঃ- উক্ত হাদিসের উপর উম্মতের ইযমা রয়েছে, যে ঈদ এবং বকরিদের আগে এবং পরে ঈদগাহে কোন সুন্নাত নামায নেই। কিন্তু যদি বাড়িতে যদি দুই রাকআত নামায আদায় করা যায়। ঈদের পূর্বে এবং পরে বাড়িতে নফল নামায আদায় করাতে অনেক মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফার নিকট বাড়িতে ঈদের নামাযের পূর্বে মকরুহ নেই, কিন্তু ঈদ গাহে মাকরুহ আছে। (সুনানে ইবনে মাযাহ- পৃষ্ঠা ৯২)

ঈদুল ফিতর নামাযের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالىٰ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتِ زَائِدَاتٍ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:-নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই সলাতি ঈদিল্ ফিতরি মায়া সিত্তাতি তাকবীরাতি ওয়াজবিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল কাবাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়াত

আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত ঈদুল ফিতরের ওয়াজিব নামাযের ,ছয় তাকবীরের সহিত । আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

ঈদুল আযহার নামাযের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالىٰ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الاَضْحٰى مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتِ زَائِدَاتٍ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই সলাতি ঈদিল্ আযহা মাআ সিত্তাতি তাকবীরাতি ওয়াজিবিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ্ শারী ফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়াত

আমি নিয়াত করছি, দুই রাকায়াত ঈদুল আযহার ওয়াজিব নামাযেব,ছয় তাকবীরের সহিত আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে ,কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাকবীরে তাশরীক

৯ই জিলহজ্বের ফজর থেকে ১৩ই জিলহজ্বের আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর (যা জামায়াত সহকারে আদায় করা হয়),একবার উচ্চস্বরে তাকবীর বলা ওয়াজিব এবং তিনবার বলা আফজাল বা খুবই উত্তম।একেই তাকবীরে তাশরীক বলা হয়।এটা হল ,

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণ:-আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ,লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ,ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।[১]

মাসয়ালা:তাকবীর তাশরীক সালাম ফিরানোর সঙ্গে সঙ্গে বলা ওয়াজিব , যদি মাসজিদের বাইরে চলে আসে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে ওযু ভঙ্গ করে ফেলে বা কারো সাথে কথা বলে এবং যদিও তা ভুল বশত: হয়,তাহলে তাকবীর বাদ পড়ে গেল। আর যদি বিনা ইচ্ছায় ওযু ভেঙ্গে যায়,তাহলে তাকবীর বলে নিবে।[২]

দুই ঈদের নামায অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের সহিত আদায় করার প্রমাণ- ইহা সহিহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ঃ-

“ক্বালা আক্বারানী আবু আয়েশাতো জালিসুন লে আবি হুরাইরাতা আল্লা সায়তাবনাল আসে-সাআলা আবা মুসা আল আসয়ারী ওয়া উজিখাতুবনুল ইয়ামানে কাইফা কানা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইয়ো কাববেরো ফিল আয্‌হা অল্‌ফিতরে ? অকালা আবু মুসা কানা ইয়ো কাব্বেরো আরমান, তাকবিরাতাল আলাল যানায়েজ(আই মিসলে তাকবেরেহী আল্লাল যানায়েজ)..... ইহার শেষ পর্যন্ত।

(সুনান আবি দাউদ- ১ম খন্ড, পাতা নং-৬৩)

মনে রাখবেন ঃ- উক্ত হাদিসে চার তাকবীরের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে একটি তাকবীরে তাহরীমা এবং তিনটি অতিরিক্ত, এই হাদীসটি দুই হাদীসের বরাবর।

অর্থঃ-মোহাম্মাদ ইবনুল আ'লা রাদিআল্লাহো তায়ালা আনহু সাঈদ ইবনুল আস রাদি আল্লাহো তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত তিনি আবু মুসা আল আশয়ারী রাদিআল্লাহো তায়ালা আনহুকে এবং হোযাইফা

ইবনুল ইয়ামান রাদি আল্লাহো তায়ালা আনহুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইদুল ফিতর্ ও ইদুল আযহার তাকবির কিরূপে আদায় করতেন। তিনি বলেন (আবু মুসা), তিনি যানাযার নামাযে ৪(চার) তাকবীর আদায় করতেন (অর্থাৎ তিনি যানাযার নামাযের অনুরূপ ইদের নামাযের প্রতি রাকআতে চার তাকবীর বলতেন এবং তা তাহ্‌রীমা ও রুকুর তাকবীরসহ) হুজাইফা রাদি আল্লাহো তায়ালা আনহু বলেন, আবু মুসা আল আশয়ারী রাদি আল্লাহো তায়ালা আনহু সত্য বলেছেন। তিনি বলেন, আমি বসরার আমির থাকাকালে এরূপে তাকবীর দিয়েছি।

বর্ণনাকারী আবু আয়েশা রাদিআল্লাহো তায়ালা আনহু বলেনঃ সাঈদ ইবনুল আস রাদিআল্লাহো তায়ালা আনহু ও হজরত আবু মুসা রাদিআল্লাহো তায়ালা আনহু-এর মধ্যে কথাবার্তার সময় আমি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আযহার নামাযের তাকবীরের অনেক মতভেদ রয়েছে কিন্তু উক্ত হাদীস থেকে অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমাদ এবং ইমাম মালেক রহমাহুমুল্লাহ্ -এর কাছে অতিরিক্ত ৬ তাকবীর বেশী উত্তম কিন্তু ১২ তাকবিরের রেওয়ায়েত যয়ীফ।

ঈদ্ ও বকরিদ নামাযের জন্য ঈদগাহে প্রবেশ মহিলাদের নিষেধ ঃ-

ওলমায়ে জমহুর নিকট যুবতী মহিলাদেরকে জুম্মা এবং দুই ঈদে বের হওয়ার হুকুম নেই এবং অন্য কোন নামাযেও বের হতে পারে না। আল্লাহ্ তাবারাক তায়ালা এরশাদ করেন- “ ওয়া কারনা বো-ইয়ূতেকুল্লাহ” কারণ এই, তাদের বাড়ি হতে বের হওয়ার ফিতনার কারণ আছে কিন্তু আমাদের হানাফী মযহাবের নিকট বয়স্ক মহিলাও বের হতে পারে না। (মোওয়ারেফুস্-সুনান- ৪র্থ খন্ড, পাতা-৪৪৬)

ইমাম তাহাবী বলেন, মহিলাকে নামাযের জন্য বের হওয়ার হুকুম প্রথম অবস্থায় ছিলো কারণ দুশমনের চোখে মুসলমানের দলটা

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশ করাটা বাঁকী নেই। হযরত আয়েশা রাদি আল্লাহো তায়ালা আনহু বলেন- "লাউ আদরাকা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম মা আহ্‌দা সিন্নে সায়ে লা মানা হুল্লাল মাসজিদা কামা মোনে আত নেশায়ে বানি ইসরায়িয়েল।" হযরত আয়েশা রাদি আল্লাহো তায়ালা আনহু বালেন - যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই যুগের ফেতনাকে ভেবে নিতেন। তা নিশ্চয়ই উনাদেরকে মসজিদে যেতে বারণ করতেন। যেমন বাণি ইসরায়িইয়েলর মহিলাকে বারণ করা হয়েছিলো। (মোয়াত্তা ইমাম মালেক- পাতা ১৮৪)

রাসুলুল্লাহর যুগে ফেতনার সম্ভাবনা কম ছিলো, দ্বিতীয়তঃ ঐ যুগের মহিলা সাজ-সজ্জা করতেন না- যার জন্য তাদের জামানায় জামাআত সহকারে নামায আদায় করার নির্দেশ জারি ছিলো। কিন্তু নবী পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরে মহিলারা সাজ-সজ্জায় থাকার কারণে ফেতনা বাড়তে থাকলে এই নির্দেশ জারি হয়েছে; সমস্ত মোতা আখিরীন ওলামায়ে কেরামগণের ফতওয়া এইটাই।

জানাযার নামাযের বর্ণনা

জানাযার নামায ফরযে কেফায়া। একজনও যদি পড়ে নেয় তাহলে সবাই দায়মুক্ত হবে। অন্যথায় যাদের কাছে খবর পৌঁছেছিল কিন্তু নামায পড়েনি, তারা গুনাহগার হবে। এর ফরয হওয়াকে যে অস্বীকার করে,সে কাফির।

জানাযার নামাযের রুকুন বা ফরয:-জানাযার নামাযের রুকুন অর্থাৎ ফরয হল দুটি:-১.চার তাকবীর ,২.কিয়াম।

মাসআলা:-বিনা কারণে বসে বা বাহনের উপর জানাযার নামায পড়া নাজায়েজ। আর যদি ওলী বা ইমাম অসুস্থ থাকায় সে বসে পড়ে এবং মুক্তাদিগণ দাড়িয়ে পড়ে তাহলে নামায হয়ে যাবে।[১]

জানাযার নামাযের সুন্নাত:-জানাযার নামাযের সুন্নাত মুয়াককাদা হল তিনটি:

১.আল্লাহ তায়ালার সানা পাঠ,২.দরুদ শরীফ পড়া ৩.মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা।

জানাযা নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُوَدِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ
الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَ الصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الدُّعَاءُ لِهٰذَا
الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:নাওয়াইতু আন উয়াদ্দিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া তাকবীরাতে সালাতিল জানাযাতি ফারযিল কিফাইয়াতি আস্‌সানাউ লিল্লাহি ওয়াস সালাতু আলান্নাবীইয়ি ওয়াদ্দুআউ লি হাযাল মাইয়্যিতি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার

জানাযার নামায পড়ার নিয়ম

জানাযার নামাযের নিয়াত করে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে আল্লাহ আকবার বলে হাত নামিয়ে যথারীতি নাভীর নিচে বেঁধে নিবে এবং এ দুআটি পাঠ করতে হবে-

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ
وَ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ:-সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।

এরপর হাত না উঠায়ে আল্লাহু আকবার বলবে এবং দরুদ শরীফ পড়বে।সেই দরুদ শরীফ পড়াটা উত্তম,যেটা নামাযে পড়া হয়।যদি অন্য কোন দরুদ শরীফ পড়া হয়, তাতেও কোন ক্ষতি নেই।[১]

pdf By Syed Mostafa Sakib

এরপর পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে নিজেরও মৃত ব্যক্তির জন্য এবং সমস্ত ঈমানদার পুরুষ ও মহিলার জন্য এ দুআটি পড়বে:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ اُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগ ফির লি হায়্যেনা ওয়া মাইয়্যেতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা আল্লাহুম্ম মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফা আহয়িহী আলাল ইসলাম ওয়া মান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ঈমান।

এরপর আল্লাহু আকবার বলে সালাম ফিরাবে।

মাসআলা: -যার উপরোক্ত দুয়াটি মুখস্ত না থাকে তাহলে অন্য কোন একটি দুআয়ে মাসুরা পড়ে নিলে নামায হয়ে যাবে।

মাসআলা:-মৃত ব্যক্তি যদি পাগল বা নাবালেগ হয়, তাহলে তৃতীয় তাকবীরের পর এ দুয়াটি পাঠ করতে হবে:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا

উচ্চারণ: -আল্লাহুম্মাজ আলহু লানা ফারাতাঁও ওয়াজ আলহু লানা অজরাঁও ওয়া যুখরাও ওয়াজ আলহু লানা শাফিয়াঁও ওয়া মুশাফ্ফাআ।

যদি বালিকা হয়,উপরোক্ত দুয়ায়'আজআলহু'স্থলে'আজআলহা'এবং শাফিয়াঁও ওয়া মুশাফ্ফাআ এর স্থলে শাফিয়াঁতাও ওয়া মুশাফ্ফিয়াহ বলবে।

মাসআলা: -জানাযার নামাযের চার তাকবীরের মধ্যে কেবল প্রথম তাকবীরে হাত উঠাতে হয়,বাকীগুলিতে নয়।[১]

জানাযার নামাযে ইমাম কে হবে ?

জানাযার নামাযে সর্বাগ্রে ইমামতির হকদার হচ্ছে ইসলামী শাসক । অত:পর কাজী,অত:পর জুমার ইমাম অত:পর মহল্লার ইমাম এবং তারপর ওলী।

ওলীর উপর মহল্লার ইমামকে অগ্রাধিকার দেয়া মুস্তাহাব। তবে মহল্লার ইমাম ওলী থেকে উত্তম হতে হবে। অন্যথায় ওলী উত্তম।[২]

মাসজিদের মধ্যে জানাযার নামায মাকরুহ তাহরিমী

যে কোন অবস্থায় মাসজিদে জানাযার নামায মাকরূহ তাহরিমী। এতে লাশ মাসজিদের ভিতরে হোক বা বাইরে , সব নামাজী মাসজিদের ভিতরে হোক বা কিছু মাসজিদের ভিতরে, উভয় ক্ষেত্রেই জানাযা নামাজ পড়ার ব্যাপারে হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে।[৩]

একসঙ্গে কয়েকটি জানাযা হলে কীভাবে জানাযার নামায পড়া হবে ?

কয়েকটি জানাযা একত্রিত হলে একসাথে সবগুলির জানাযা পড়া যাবে। অর্থাৎ একই নামাযে সবার নিয়াত করে নিবে। তবে সবগুলি পৃথক পৃথক করে পড়া উত্তম। যখন পৃথক করে পড়া হবে, তখন ওদের মধ্যে যিনি উত্তম ওর জানাযা প্রথমে পড়বে এরপর পর্যায়ক্রমে যিনি উত্তম ওর নামাজ পড়বে।[১]

মাসআলা: - কয়েকটি জানাযা একসাথে পড়ালে সবগুলি আগে পিছে করে রাখার এখতিয়ার আছে অর্থাৎ সবার সিনা ইমামের বরাবর করে রাখবে।[২]

শিশু জীবিত জন্ম হোক বা মৃত জন্ম হোক উভয়ের জানাযা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কী ?

মুসলমানের শিশু বা মুসলমান মহিলার শিশু জীবিত জন্ম হওয়ার পর মারাগেলে,ওকে গোসল ও কাফন দিতে হবে এবং জানাযার নামায পড়তে হবে। আর যদি মৃত জন্ম হয়, তাহলে এমনি গোসল করিয়ে পবিত্র কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করতে হবে।ওর জন্য নামায ও সুন্নাত তরীকা মত গোসল ও কাফনের প্রয়োজন নেই।[৩]

মাসআলা :- শিশু জীবিত জন্ম হোক বা মৃত জন্ম হোক ,গঠন পূর্ণাঙ্গ হোক বা অপূর্ণাঙ্গ , সর্বাবস্থায় ওর নাম রাখতে হবে। ক্বীয়ামতের দিবসে ওর হাশর হবে।[৪]

pdf By Syed Mostafa Sakib

মৃত্যুর মুখে পতিত ব্যক্তিকে কলেমা পাঠ করাবার হুকুম ঃ-

মৃত্যুর মুখে পতিত ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় কেবলার দিকে মুখ করিয়া ডানদিকে কাত করিয়া শুইয়া দিতে হয়। অথবা চিত করে শোয়ানো জায়েজ আছে। যদি চিত করে শোয়ানো হয় তখন মাথা একটু উচু থাকে। তার আসে পাশে লোক বসে আস্তে আস্তে কলেমা পাঠ করে। তাকে যেন আদেশ দেওয়া না হয়। কেননা মৃত্যুর সময় খুব কঠিন সময়। এমন না হয় যেন কলমা পড়তে ইনকার না করতে পারে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন যে ব্যক্তির শেষ কথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু হয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেন তার শেষ নিশ্বাস কলমার সঙ্গে হয়।

মাই-ঈয়াত্‌কে গোসল করাবার নিয়ম ঃ-

যখন তাঁর মৃত্যু হয় তখন ওই মৃত্যু ব্যক্তিকে কাঠের তকতায় শোয়ানো হয়। এবং তার আসে পাশে তিন বা পাচঁ বার আগাড়বাতি দিয়ে খুসবু ছড়ানো হয়। যেন তাঁর মুখ কেবলার দিকে হয়।

প্রথমে তাঁকে ওজু করানো হয়। ওজুতে কুল্লি এবং নাকে পানি দেওয়া যাবেনা কিন্তু মুখোমন্ডল ও মাথায় মাসাহ্ করানো জায়েজ। কুল্লির পরিবর্তে এক টুকরো কাপড় ভিজিয়ে আঙ্গুলে মুরিয়ে দাঁত, তালু, ঠোট, নাক, ও নাভি পরিস্কার করা হয়।

ওজুর পরে সমস্ত শরীরের উপরে পানি বোহানো হয়। কুলের পাতা দিয়ে পানিকে গরম করা হয়। সেই পানি সমস্ত শরীরের উপরে বোহানো হয়। যদি তা না করতে পারে শুধু সাবান দিয়েও গোসল দিতে পারে।

প্রথম ডান দিকে কাত করে শুয়ে দেওয়ার পর বাম দিকে পানি বোহানো যায় । যদি কোনো কারনে ওই দিক খারাপ হয়ে যায় বা গোসল দেওয়া অসুবিধা হয় তাহলে শুধু পানি বোহানো হয়।
আল্লাহ, আমার দিন ইসলাম, আমার নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয় (হাওয়ালা আবু দাউদ শরীফ বা হাওয়ালা নুরুল ইযা)। অথবা আজান দেওয়া জায়েজ, কেননা আজানের মধ্যে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর রয়েছে(ফাতুয়া স্বামী)।

জানাযা নামায পর দোওয়ার দলিল ঃ-

" ইজা সাল্লাইতুম আলাল মাঈয়্যেতে ফা আখলেসু লাহুদ্-দোয়া" অর্থ ঃ- যখন তুমি মৃত্যু ব্যক্তির উপর নামায পড়ে নাও, তখন তুমি মৃত্যু ব্যক্তির জন্য অন্তর থেকে দোওয়া কর। (মিশকাত-বাবুল সালাতুল জানাযা ২য় খন্ড)

জানাযা নামাযের ৪ তাকবীরের প্রমাণ ঃ-

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত, যিনি হযরতে আলি রাদি আল্লাহো তায়ালা আনহুর মা ফাতেমা বিনতে আসাদের জানাযার নামাযে চারটি তাকবীর বললেন। সেই জানাযাতে হযরত আবু বকর ও উমার রাদি আল্লাহো আনহুম যাদেরকে শাইখান বলা হয় এবং হযরত আলি রাদি আল্লাহো আনহু ছাড়াও হযরত আব্বাস, হযরত আবু আইউব আনসারী, হযরত ওসামা বিন যায়েদ রাদি আল্লাহো আনহুম এর মতো বিখ্যাত সাহাবাগণ উপস্থিত ছিলেন। (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, ৯ম খন্ড পাতা - ২৫৬,২৫৭)

" ফাকাব্বারা আর্-বাআন্" অর্থাৎ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারটি তাকবির বললেন। (উমদাতুল কারী - ৮ম খন্ড পাতা- ১১৬)

বিঃদ্রঃ- উক্ত হাদিসের উপর নির্ভর করে জুমহুর ওলামায়ে কেরামগণ এই মাশআলায় একমত।

জানাযার নামাযে প্রথম তাকবিরে হাত উঠানো যাবে, বাঁকি তাকবিরে হাত উঠানো নিষেধ ঃ-

"আন্ আবি হুরাইরাতা রাদি আল্লাহো আনহু আন্না রাসুলাল্লাহি সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাব্বারা আলা জানাযাতিন ফা-রা ফা-ইয়া এদাইহে ফি আউওয়ালে তাকবিরাতিন ওয়াফ ওয়াদা আল ইয়ূমনা আলাল ইয়ূসরা"

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থ ঃ- আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহো তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত - হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযার নামাযে নিজের দুই হাত প্রথম তাকবীরে উঠালেন। এবং ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখলেন।

বিঃদ্রঃ- উক্ত হাদিস থেকে প্রমাণিত হল- যানাজার নামাযে প্রথম তাকবিরে হাত উঠানো যাবে এবং বাঁকী তাকবিরে হাত উঠানো যাবে না। এই মাযহাব ইমামে আজম আবু হানিফা , ইমাম মালেক রাহিমাউল্লাহ্ এবং সমস্ত ফোকাহে কেরামগণ এই মাসআলায় একমত পোষণ করেন।

মাই-ঈয়াতের কাফনের নিয়ম ঃ-

পুরুষের জন্য তিনটি কাফনের কাপড় সুন্নত ও মহিলাদের জন্য পাচঁটি কাফনের কাপড় সুন্নত।

(১) পুরুষের জন্য একটি কামিজ যাকে কাফনি বা জামা বলা হয়। যা ঘার থেকে হাটুর নিচে পর্যন্ত। আস্তিন এবং বোতাম বা সেলাই হবেনা। সামনে এবং পিছনে সমান থাকে। গলার কাছে গোলের মতো কাটা থাকবে যাতে মাথা প্রবেশ করতে পারে। পুরুষের জন্য ডান ও বাম দিকে কাটা থাকে।

(২) একটা এজার অর্থাৎ তাহাবন(লুঙ্গি) কান বা ঘার থেকে পা পর্যন্ত।

(৩) লিফাপা বা চাদর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা থাকে। এবং এমন ভাবে ঢাকা থাকবে যা মাথার কিছু অংশ ও পায়ের কিছু অংশ বড়ো থাকবে যাতে মাথা ও পায়ের দিকে বাধা যায়। সারা জীবন যে উত্তম কাপড় ব্যবহার করে ওই রকম কাপড় দেওয়া উচিত। সাদা কাপড় অতি উত্তম।

মহিলাদের জন্য সিনাবান্দ ও ওরনি যাতে মাথা এবং মুখোমন্ডল ঢাকা থাকে। সিনাবান্দ ছাতি থেকে হাটুর উপর পর্যন্ত (হাওয়ালা ফাতুয়া আলমগিড়ি)। ওরনি তিন হাতের হওয়া চায় অর্থাৎ দেড় গোজ। কাফনের কাপড় গলা গোল করে এবং সিনা পর্যন্ত কাটা থাকবে।

কাফন পড়ানোর নিয়ম

মৃত্যু ব্যক্তির গোসল করানোর পরে পরিস্কার কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হবে। যেন কাফনের কাপড় ভিজে না যায়। যেন কাপড় পড়ানোর আগে আগড়বাতির কিংবা লোবানের ধুনি কাপড়ে একবার বা তিন বা পাচঁ এর থেকে বেশি নয়। তার পর কাপড় পড়ানো হয়। প্রথমে বড়ো চাদর বিছানোর পর তাঁর পর এজার বা তাহবন(লুঙ্গি) বিছাতে হয় তাঁর পরে কাফুনি বা জামা বিছানো হয়। তাঁর পর মাইয়াত কে ওর উপর শুয়ানো হয় এবং কাফুনি পড়ানো হয়। দাড়ি ও সমস্ত শরীরে আতর বা খুসবু লাগানো হয়। কপাল, নাক, দুই হাতের তালু এবং দুই হাটু ও পায়ের উপর কূপুর লাগানো হয়। মহিলা ও পুরুষ একই নিয়মে করা হয়। মুখে, নাকে এবং কানে তুলা দেওয়া হয়। তাঁর পরে এজার বা তাহবন পড়ানো হয়। এর নিয়ম হল প্রথমে বাম দিক থেকে শুরু করে ডান দিকে নিয়ে আসা হয় আবার ডান দিক থেকে শুরু করে বাম দিকে নিয়ে আসা হয়। তাঁর পর লিফাপা বা চাদর বাম দিক থাকে শুরু করে ডান দিকে বা ডান দিক থেকে শুরু করে বাম দিক দিয়ে পড়ানো হয়। কারন এজার(লুঙ্গি) উপরের অংশ ডান দিকে থাকে। মাথা ও পায়ের দিকে অংশটি বেধে দিতে হয় যাতে খুলে না যায়। মেয়েদের কাফুনি পড়ানোর পর মাথার চুলকে দুটি অংশে বিভক্ত করে মৃত্যু মহিলার বুকের কাফুনির উপর রেখে দিতে হয়। ওরনি অর্ধেক পিঠের পিছনের দিক থেকে এনে মাতা পর্যন্ত হিজাবের ন্যায় মুখ পর্যন্ত ঢেকে দিতে হবে। ওরনি লম্বা অর্ধেক পিঠ থেকে বুক পর্যন্ত এবং চওড়া এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত। তাঁর পর এজার ও লিফাপা পড়িয়ে দিতে হবে। তাঁর পর সবার উপরে সিনাবান্দ ছাতির উপর থেকে হাটুর উপরের অংশ পর্যন্ত।

যানাযা উঠানোর বর্ণনা

যানাযা কে কাঁধে নেওয়া ইবাদাত (পুন্য) রয়েছে। সমস্ত ব্যক্তির ইবাদাতের জন্য আলস দেখানো উচিত নয়। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদবিন মাজ এর যানাযা উঠিয়ে ছিলেন (বাহারে শরীয়ত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

একজন ব্যক্তিকে চল্লিশ কদম পর্যন্ত কাঁধে নিয়ে উঠানো সুন্নাত। প্রথম মাথার ডান দিকে কাঁধের উপর দশ কদম চলতে হবে আবার ডান দিকে পিছনে কাঁধে নিয়ে চলতে হবে। আবার মাথার বামের দিকে কাঁধের উপর নিয়ে দশ কদম চলতে হবে। আবার নিচের দিকে বাম তরফে কাঁধের উপর নিয়ে দশ কদম চলতে হবে। হাদিস শরীফে রয়েছে যে ব্যক্তি চল্লিশ কদম চলবে তাঁর চল্লিশ কাবিরে অর্থাৎ বড়ো গুনাহ শেষ করা হবে। এবং যে যানাযার চারটি পায়াকে কাঁধা দিবে আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় তাঁর গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে (দুররে মুক্তার)।

মাসলা

(১) হাদিস শরীফের মধ্যে উল্লেখ আছে নবী করিমরাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-**ইশরাউ উবিল যানাযা** অর্থাৎ যানাযাকে মধ্যম গতিতে নিয়ে যাও। বা অর্থাৎ তাঁরা তারি নিয়ে যাও কারন আমি এই জায়গায় আসরাউ তারজামার মাধ্যম করলাম। কেননা মৃত্যু ব্যক্তিকে ঝাকানি না লাগে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন(ফাতহুল কাদির, দুররে মুক্তার, ওয়ারাদ্দুল মোহাতার)।

(২) শিশু বাচ্চাকে একজন ব্যক্তি হাতে নিয়েও যেতে পারে। কিংবা এক হাত থেকে অন্য হাতেও নিয়ে যেতে পারে। যানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় মাথা আগে হওয়া উচিত (ফাতাওয়া আলামগিরি)।

(৩) যানাযার নামাজ ফরযের কাফায়া রয়েছে। একজন পরলে সবাই গুনাহ থেকে বেচেযায়। এই নামাজের জন্য যামাত শর্ত নাই। একজন পরলে ফরজ আদাই হয়ে গেল (ফাতয়া আলমগিরি)।

কবর জিয়ারতের আদেশ

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, কুন্ত নহি কুম আন জিয়ারাতিল কবুরে ফাজারুহা ফা ইন্নাহা তামকে রাতুল আখেরাতে। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারতে নিষেধ করে দিয়েছিলাম (কিন্তু এখন আদেশ দিচ্ছি) তোমরা জিয়ারত করতে পারো। কেনান (জিয়ারত) শেষ আখেরাতকে স্মরন করায়। কবর

জিয়ারতে যাওয়া সুন্নত। প্রত্যেক সপ্তাহের মধ্যে একদিন জিয়ারত করো। জুম্মা কিংবা বৃহস্পতিবার কিংবা সোমবার জিয়ারত করা সঠিক। সব থেকে জুম্মার দিন সকালের সময় অতিউত্তম। আউলিয়া কেরামগনের মাজারে যাওয়ার নিয়তে সফর করা যায়। আউলিয়া গন নিজের জিয়ারত কারিদেরকে লাভ পৌছায়। আবার যদি ওইখানে মহিলাদের মুখোমুখি হওয়ার ভয় থাকে কিংবা বাজনা ইত্যাদি থাকে তাঁর জন্য জিয়ারত ছাড়া যাবেনা। অথচ ওকে খারাপ বুঝে এবং পরে যদি খারাপ কাজ ও খারাপ কথাকে দূর করে (রাদ্দুল মহতার)।

মাসলা ঃ-এর মধ্যে ভালোই রয়েছে যে, এই হয় যাকি মহিলাদেরকে কবর জিয়ারতের সময় কবর জিয়ারত থেকে আটকানো হয় (ফাতওয়া রাজবিয়া)।

ইসালে সওয়াব অর্থাৎ নেকি পৌছানো

নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত, সাদকা, খাইরাত এবং সমস্ত ভাগের এবাদত ও সমস্ত ভালো কাজ ফরজ ও নফলের সওয়াব পৌছানো যায়। আকায়াইদে নাসাফিয়ার মধ্যে রয়েছে- **ওয়াফি দুয়া ইল আহো ইয়া এ ইল আমুওয়াতে ওয়া সাদাকাতে হুম আনহুম নাফোনালা হুম।** অর্থাৎ মৃত্যুর জন্য আমাদের দুয়া করতে এবং ওনাদের জন্য সাদকা দিলে মৃত্যুদেরকে লাভ পৌছে যায়। এবং হেদায়ের মধ্যে রয়েছে- **ইন্নাল ইনসানা লাহু আইয়েজ আলা সাওআবা আমালেহি লে গায়বেহি সালাতান আউ সাওমান আউ সাদাকাতান আউ গায়রেহা ইন্দা আহেলিস সুন্নাতে অল যামা-আ অর্থাৎ-** আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা রয়েছে মানুষ নিজের আমলের সওয়াব অপরকে বকশিয়ে দিতে পারে। চাহে নামাযে হোক কিংবা প্রজার কিংবা সাদকার কিংবা ওই ছাড়া কোনো ভালো আমলের হয়। যেমন তেলাওয়াতে কোরান ও যিকির আযকার ইত্যাদি। সারাহ ফিকাহে আকবার মধ্যে রয়েছে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আহাম্মাদ বিন হাম্বাল ইত্যাদি। সম্পূর্ন বুজরুগ গনের মাজহাব রয়েছে এ এবাদতের বাদনি অর্থাৎ নামাজ, রোজা, হজ্জ ও মালী অর্থাৎ যাকাতের সওয়াব মৃত্যু ব্যক্তিদের পৌছায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবর চুম্বন দেওয়া খ্রীষ্টানদের তারিকা

মাসানা কুনাত কাবরা অবোসা না দেহাদ আরা আমানাখি নাসা সাহাবাদ ওয়া রুহহে বামাক নাহ মালিদ বেহি আদোতে নাসারা আস্থ (আসআতুল্লামা আত প্রথম খন্ড জিয়ারাতিল কুবুর পৃষ্টা (৭১৬)।

ওয়ালা ইমাম সারহল কববরান নাসাড়া ওয়ালা হও কবরে লহ ম্যা ইন্না জালেকা মিন আদাতিন নাসারা

অর্থ - কবরের উপর হাত ফেরা ও চুম্বন দেওয়া নিষিদ্ধ। এর কারন হলো যে এটা নাসারা(খ্রীষ্টান) দের অভ্যাস রয়েছে (ফাতওয়া আলামগিরি ৫ ম খন্ড পাতা ৩০৪)। ফাতওয়া রাজবিয়া চথুর্ত খন্ড, পাতা ৮০-এর মধ্যে রয়েছে মাজার চুম্বন দেওয়া নিষিদ্ধ আছে।

অর্থাৎ - মাজারের উপর হাত ফেরানো, চুম্বন দেওয়া এবং তর্জা করা ও চেহারা ইস্কস করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারন এই অভ্যাসটি নাসারা(খ্রীষ্টানদের)। নাসারা বলতে খ্রীষ্টানদের বোঝায়। খ্রীষ্টানরা প্রকাশ্য ভাবে কাফের। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- **মানতাসাবাহা বে কমিন মা হোয়া মিনহো।** যারা যাদের নিয়ম মেনে চলে তাঁরা সেই দলের মধ্যে রয়েছে।

কবর এবং দাফনের নিয়ম

মৃত্যু ব্যক্তিকে দাফন করা ফারজে কাফায়া রয়েছে। কবরে লম্বা মৃত্যু ব্যক্তির মাথা থেকে পা পর্যন্ত হয়। এবং চওরা তাঁর অর্ধেক চওরায়ি ও গর্ত কম পক্ষে অর্ধেক কিংবা ছাতি পর্যন্ত। এর থেকে যদি বেশি গর্ত করা হয় তা উত্তম। কবর দুই প্রকারের হয়। একটি লাহাদ অর্থাৎ বাগলি যে কিবলার দিকে কবরের মধ্যে ভিতরে জায়গায় গর্ত করা হয়। মৃত্যু ব্যক্তিকে রাখার জন্য। দ্বিতীয় সিন্ধুক যা হজ্জমতে তৈরি করে। তাঁর মধ্যে মৃত্যু ব্যক্তিকে রেখে তকতা বা বাঁশ লাগাতে হয়। কিন্তু মনে রাখবা বাগলি সুন্নত রয়েছে। বাগলি যদি না হয় তাহলে সিন্ধুক মতো করলে কোনো আপত্তি নয় (ফাতওয়া আলমগিরি) ? মৃত্যু কিবলা দিক থেকে কবরে নামানো যায়। মাথার দিক থেকে কবরে নামাতে হবে পায়ের দিক থেকে নয় (দুররে মুক্তার ও ফাতাহুল

কাদির)। মৃত্যু ব্যক্তিকে কবরের নামানোর সময় এই দুয়া পাঠ করা হয়। বিসমিল্লাহি ওয়াবিল্লাহি ওয়ানা মিলতে লাতুল লিল্লাহি (ফাতওয়া আলমগিরি)। মৃত্যু ব্যক্তিকে কাত করে শোয়ানো হয় এবং মুখ কেবলার দিকে করা হয়। কবরের মধ্যে রাখার পর কাফনের বন্ধন খোলা হয়। আর না খুললেও কোনো আপত্তি নয়। এবং কাঁচা ইট দিয়ে বন্ধ করতে হয়। মৃত্যুকে লেহাত (বাগলি) রাখবার পর লেহাতকে কাঁচা ইট দিয়ে বন্ধ করা হয়। যদি জমিন নরম থাকে তাহলে তকতা লাগানো জায়িজ। কিন্তু মহিলাদের কবরের পর্দা করা মোস্তাহাব। পুরুষের জন্য পর্দা দরকার নয়।

মাটি দেওয়ার নিয়ম

তক্তা লাগানোর পর মাটি দেওয়া হোক। মাথার দিক থেকে মাটি দুই হাতে মাটি দেওয়া মুস্তাহাব। প্রথম বার বলে মিনহা খালাক না কুম। দ্বিতীয় বার ওয়াফিহা তায়দোকুম। তৃতীয় বার ওয়ামিনহা নাখরোজা কুম তরে তান উখরা। তাঁর পর বাকি মাটি কোদাল দিয়ে কবরের মধ্যে দেওয়া হোক। কিন্তু যে মাটি কবর থেকে বের হয়েছে তা থেকে বেশি দেওয়া মাকরুহ (ফাতওয়া আলমগিরি)।

মাসলা ঃ- (১) ওলামা এবং পির গনের কবরের উপর গুম্বুজ ও বাধানো ইত্যাদি তৈরি করা আপত্তি নায়।

(২) কবরকে পাকা না করা হোক। অর্থাৎ ভিতরে থেকে পাকা না করা হোক। এবং যদি ভিতরে কাঁচা হয় ও উপরের দিকে পাকা করা হয় তো আপত্তি নয় (বাহারি শরীয়ত)।

(৩) দাফনের পর কবরের পাশে **''সুরা বাকারার''** প্রথম এবং শেষ আয়াত পড়া হয়। মাথা থেকে **''আলিফ লাম মিম''** থেকে **''মুফলি হুন''** পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে আমানের রাসুল থেকে সুরা শেষ পর্যন্ত (বাহারে শরীয়ত)। কবরস্থানে যে নতুন রাস্তা বের করা হয় তার উপর চলাচল করা নাজায়িজ।

(৪) কবরস্থানে জুতা পরে যাওয়া নিষেধ। এক ব্যক্তিকে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুতা পরে দেখলেন ও তাঁর জুতা

Pdf By Syed Mostafa Sakib

খুলতে বললেন। তা কবর বাসীকে তুমি কষ্ট দাওনা ও তোমাকে কষ্ট দায় (বাহারে শরীয়ত)।

কবর জিয়ারতের নিয়ম

পায়ের দিক থেকে গিয়ে মৃত্যু ব্যক্তির মুখের সামনে দাড়ানো যায়। এবং এই বলে আসসালামো আলাইকুম আহালা দারে কাউমিন মোমেনিনা আনতুম লানা সালফুন ওয়াইন্না ইনসাল্লাহু বেকুম লায়ে কুনা নাসা আনুল লাহো লানা ওয়ালাকুম আল আফুয়া ওয়ালা আফিয়াতা। তাঁর পরে ফাতিয়া পড়ায় এবং যদি বসবার ইচ্ছা থাকে ও চার হাত দূরে বসা যায় (ফাতুয়া রাযবিয়া)। হাদীস শরীফের মধ্যে রয়েছে যে এগারো বার কুলহু আল্লাহু শরীফ পড়ে। তাঁর সবাব মৃত্যু ব্যক্তিকে পৌছেদায়। মৃত্যু ব্যক্তির সমান নেকি পাবে (দুররে মুক্তার)।

কেয়াম ও মিলাদের পর চল্লিশার জন্য দিন ধার্য্য করা যায়েজ ঃ-

মিশকাত শারীখ, কেতাবুল ইলম, অধ্যায়ে বর্ণিত আছে- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহো তায়ালা আনহু বৃহস্পতিবার বক্তব্য দেওয়ার জন্য দিন নির্ধারিত করেছিলেন। লোকেরা বলল, আপনি প্রতিদিন বক্তব্য রাখবেন, তিনি উত্তরে বললেন আপনাদের প্রতিদিন কষ্ট দেওয়া আমার পছন্দ নাই।

বিঃদ্রঃ- উক্ত হাদীস থেকে পরিস্কার বোঝা গেলো দিন ধার্য্য করা যায়েজ।

কবরের মৃত্যু ব্যক্তিকে স্মরণ করানো ঃ-

দাফন করে দেওয়ার পর সাধারন মানুষ যখন চলে যায় তখন কিছু ভালো ব্যক্তি তিনবার তাঁর নাম বাবার নামের সঙ্গে নিয়ে বলতে বলে, বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ(মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তার পরে তিনবার বলতে বলে যে, বলো আমার রব আল্লাহ, আমার দিন ইসলাম, আমার নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয় (হাওয়ালা আবু দাউদ শরীফ বা হাওয়ালা

নুরুল ইযা)। অথবা আজান দেওয়া জায়েজ, কেননা আজানের মধ্যে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর রয়েছে(ফাতুয়া স্বামী)।

ফাতেহা এবং ইসালে সাবাব এর নিয়ম

কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরুন ১ বার, কুলহো ওয়াল্লাহো আহাদ ৩ বার, কুল আউযো বে রাব্বিল ফালাক ১ বার, কুল আউযু বি রাব্বিনন্নাস ১ বার, সুরা ফাতেহা ১ বার, আলিফ লাম মিম মুফলেহুন পর্যন্ত এবং দুরুদ শরিফ পড়বারব পর বলেন ।

এ মহান রাব্বুল আলামিন আমি যা কিছু পড়লাম ঐ সমস্ত তেলাওয়াত গুলি, জিকরো আজগার গুলি এবং সমস্ত যা কিছু আমার নিকটে রয়েছে তার সোওয়াব যেমন তোমার শানের (মর্যাদার) মোতাবিক আপনার দ্বরবারে কবুল করে নাও। এবং আপনার খাস ফযল ও রোহমত এর দ্বারাই এই সোওয়াবগুলি আপনার মেহেবুব সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লম এর দ্বরবারে পৌছে দাও। তিনার সাদকা ও ওসিলাতে সমস্ত রসুল ও আম্বিয়াগণ আলাইহে মুলসালাতো ওয়াসসালাম কে এর সোয়াব পৌছিয়ে দাও। খলেফায়ে রাশেদিন, সাহাবা একরামগণ , হুযুর পাক সাল্লাল্লাহ ওয়াসাল্লাম এর সমস্ত স্ত্রী ও সন্তানগণ ও সমস্ত শহীদ গণ আলাইহিররাহাঃমাতো ওয়ার রিদয়ুআন কে এই সোওয়াব পৌছিয়ে দাও। উনাদের ওসিলাতে সমস্ত তাবাইনগণ, তাবে তাবাইনগণ, মুজতাহিদ ইমামগণ মোহাদ্দেসিন গণ, ফোকাহা গণ, পীর এবং আওলিয়া গণ রাহিমুহোল্লাকে এ সোয়াব পৌছিয়ে দাও। উনাদের ওসিলাতে পৃথিবীতে যত মুসলীম নারী পুরুষ যা ছিলেন এবং আছেন ও হবেন খাস করে আমাদের নিকট আত্মীয় গণকে এ সোওয়াব পৌছিয়ে দাও। উনাদের, আমাদের রক্ষা ও মাফ করে দাও। উনাদের কবরকে নিজের রহমতে উজ্বল করে দাও। আওলিয়াগণ, আম্বিয়া গণ, রসুল গণ, খাস করে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর ফাইজ থেকে আমাদেরকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মালামাল করে দাও। ‘‘ওয়া সাল্লাল্লাহ তা আলা আলা খাইরে খালকেহি মোহাম্মাদিউ ওয়া আলেহি ওয়া সা-বেহি আজমাইন বে রাহ্মাতেকা ইয়া আর হামার রাহেমিন’’

সফরের কসর নামাযের প্রমাণ ঃ-

হাদীস ঃ- "আন্ ইবনে উমার রাদি আল্লাহো আনহো কালা সাফারতো মান নাবিয়ে সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আবি বাক্‌রিন ওয়া ওমর ওয়া ওসমান রাদিআল্লাহো আনহুম ফাকানু ইউসাল্লুন্নাস জোহরা ওয়াল আসরা রাকআতাইনে রাকআতাইনে লা ইয়ুসাল্লুনা কাবলাহা ওয়ালা বাদাহা"।

অর্থ ঃ- ইবনে ওমর রাদিআল্লাহো আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর, ওমর এবং ওসমান রাদি আল্লাহো তায়ালা আনহুম সঙ্গে ছিলেন, উনারা যোহর এবং আসরের ফরয নামায দুই দুই রাকআত করে আদায় করলেন, সেই নামাযের পূর্বে এবং পরে নামায পড়লেন না।

বিঃদ্রঃ- হানাফী মাযহাবের নিকট সফরের নামাযের মধ্যে কসর করা অর্থাৎ চার রাকআত ফরয নামাযকে দুই রাকআত করা কিন্তু মাগরিব এবং ফযরের মধ্যে কসর নেই। উক্ত হাদিস থেকে বোঝা যায় নামাযের পূর্বে এবং পরে সাহাবাগণ কোন নামায পড়েন নাই। কিন্তু আমাদের আহলে সুন্নাত ও জামাআতের ইমামে আহলে সুন্নাত মোযাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আলা হাযরাত আহমাদ রেজা খাঁন রাহিমাউল্লাহ নিজের ফোতোয়ায়ে রিজবিয়ার মধ্যে বলেন, যদি সফরে সময় থাকে তাহলে সুন্নাত এবং নফল পড়া উত্তম। কেননা ঐ যুগে সফর খুব কঠিন ছিলো এই যুগে ঐ রকম কষ্ট নেই। (ওয়াল্লাহো আলাম ওয়া রাসুলেহি আলাম)

মুসাফিরের বিবরণ

শরীয়তের পরিভাষায় মুসাফির হচ্ছে ,যে তিন দিনের পথ পর্যন্ত যাবার উদ্দেশ্যে নিজ এলাকা থেকে বের হয়।[১]

ব্যখ্যা:—এখানে দিন বলতে বছরের সবচেয়ে ছোট দিনটাই উদ্দেশ্য। আর তিন দিনের পথ বলতে এটা নয় যে,সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকা। বরং এর দ্বারা দিনের অধিকাংশকে বোঝানো হয়েছে । সাধারণত যতটুকু আরাম করা প্রয়োজন,ততটুকু পরিমাণ আরাম করা বৈধ। আর চলন বলতে স্বাভাবিক চলন বোঝাবে বেশী দ্রুতও নয় কিংবা অতি ধীরও নয়।[২]

মুসাফির হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন কত দুরুত্ব হওয়া প্রয়োজন:
কোন ব্যক্তি নিজ গন্তব্যস্থল হতে আনুমানিক সাড়ে সাতান্ন মাইল দুরুত্ব অতিক্রমের উদ্দেশ্যে বের হলে,সে মুসাফির বলে বিবেচিত হবে। সাড়ে সাতান্ন মাইল হল ৯২.৫০ কিলোমিটার সমতূল্য। (১মাইল =১.৬০৯৩৪কি.মি. প্রায়)

বি:দ্র:- সফরের ক্ষেত্রে মাইল বিবেচ্য নয়,কারন মাইল ছোট বড় হয়ে থাকে। যে কারনে তিন মানযিলই বিবেচ্য।[৩]

মাসআলা:- সফরের জন্য এটা শর্ত যে,তিনদিন লাগাতার সফরের উদ্দেশ্য হতে হবে। যদি এরকম উদ্দেশ্য করে যে,দুদিন সমপরিমান দূরুত্ব অতিক্রম করার পর কিছু কাজকর্ম সেরে পুণরায় একদিনের দুরুত্ব অতিক্রম করবে, তাহলে তা তিনদিনের রাস্তা লাগাতার অতিক্রমের উদ্দেশ্য হল না। অনুরূপ যদি দুইদিনের রাস্তার উদ্দেশ্যে বের হয় এবং সেখান থেকে পুণরায় অন্যস্থানে গমনের ইচ্ছা করে আর সেটাও তিনদিনের কম পথ ,এভাবে যদি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় তাহলে মুসাফির বলে বিবেচিত হবে না।

মাসআলা:-ষ্টেশন যদি লোকালয়ের বাইরে হয়ে থাকে এবং সফরের দুরত্ব পর্যন্ত যাবার উদ্দেশ্য থাকে ,তাহলে ষ্টেশন পৌঁছালে মুসাফির বলে গণ্য হবে।[১]

মাসআলা:-তিন দিনের পথকে যদি দ্রুতগামী বাহনের সাহায্যে দুদিন বা এর কম সময়ে অতিক্রম করা হয়, তাহলে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবো আর যদি তিন দিনের কম পথকে অধিক দিনে অতিক্রম করে,তাহলে মুসাফিব হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহিয়াতুল ওজু:-ওজু করার পর ধৌত অঙ্গ গুলো শুকাবার আগে যে নামায পড়া হয়,তাকে সালাতে তাহিয়াতুল ওজু বলা হয়।এটা মাত্র দুরাকায়াত । এর ফযিলতের ব্যাপারে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে -হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বেলাল রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে জিজ্ঞাসা করেন,হে বেলাল ইসলাম গ্রহন করার পর তোমার ঐ আমলটির ব্যাপারে আমাকে বল,যা নিয়ে তুমি আশাবাদী । কেননা জান্নাতে আমি আমার আগে আগে তোমার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছি। জবাবে তিনি বলেন,দৃশ্যত বলার মত আমার কোন আমল নাই। কিন্তু আমার অভ্যাস ছিল যে,ওজু করার পর দই রাকায়াত নামায পড়ে নিতাম।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِيَّةِ الْوَضُوْءِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ ঃ- নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাকআ'তে সালাতিল তাহি-ইয়্যাতিল্ ওজুয়ে সুন্নাতে রাসুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কা'বাতিস শারিফাতে আল্লাহো আকবার।

বাংলা নিয়াত ঃ- আমি দুই রাকআত তাহি-ইয়্যাতিল অজুর সুন্নাত নামাযের আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে নিয়ত করছি কেবলামখী হয়ে। আল্লাহো আকবার।

নফল নামাযের নিয়তসমূহ

ঃ তাহি-ইয়্যাতুল মাসজিদ ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ ঃ- নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাকআ'তে সালাতিল তাহি-ইয়্যাতিল্ মাসজিদে সুন্নাতে রাসুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কা'বাতিস শারিফাতে আল্লাহো আকবার।

বাংলা নিয়াত ঃ- আমি দুই রাকআত তাহি-ইয়্যাতিল মাসজিদের সুন্নাত নামাযের আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে নিয়ত করছি কেবলামখী হয়ে। আল্লাহো আকবার।

তাহি-ইয়্যাতিল মাসজিদের ফজিলত ঃ- যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে তার জন্য দুই রাকআত নামায পড়া সুন্নাত বরং চার রাকআত পড়া উত্তম। হযরত আবু কাতাদা রাদি আল্লাহো তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে সে দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়ে নেবে। (বোখারী শারীফ)

ঃ ইশরাক নামাযের নিয়ত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاِشْرَاقِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ ঃ- নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাকআ'তে সালাতিল ইশরাকে সুন্নাতা রাসুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কা'বাতিস শারিফাতে আল্লাহো আকবার।

বাংলা নিয়াত ঃ- আমি দুই রাকআত ইশ্রাক নামাযের সুন্নাত আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে নিয়ত করছি কেবলামখী হয়ে। আল্লাহো আকবার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইশরাকের নামায কখন পড়তে হবে এবং তার ফজিলতঃ-

সূর্য উদয়ের পর এক বা দুই বাঁশ পর্যন্ত সূর্য উঁচু হলে যে নামায পড়া হয় তাকে এশরাকের নামায বলা হয়। সূর্য উদয়ের আনুমানিক ২০ মিনিট পর পড়া চলে। হযরত আনাস রাদি আল্লাহো তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি জামআত সহকারে ফজরের নামায পড়ে সূর্য উদয় পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরে রত থাকে অতপর দুই রাকআত নামায পড়ে সে পূর্ণ হজ্ব ও ওমরার সওয়াব লাভ করবে। (সুনানে তিরমিযি)

: চাশতের নামায:

সুর্য ভালোভাবে উদয় হওয়ার পর যে নামায পড়া হয় তাকে 'চাশত'বা 'দুহার'নামায বলে। এই নামাযের সময় সূর্য খুব ভালভাবে আলোকিত হওয়ার পর হতে শুরু হয়ে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত থাকে। হাদিস শরীফে এই নামাযের অশেষ ফযিলতের কথা বলা হয়েছে।
তিরমীযি ও ইবনে মাজাতে বর্ণিত,হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে,রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি চাশতের বার রাকায়াত নামায পড়বে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতে ঘুমানোর জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।'[১]

চাশতের রাকায়াত সংখ্যাঃ- চাশতের নামায কমপক্ষে দু রাকায়াত ও সর্বাধিক হল ১২ রাকায়াত। মক্কা বিজয়ের দিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাশতের নামায ৮ রাকায়াত পড়েছিলেন।[২]
মাসয়ালাঃ- চাশতের নামাযের সময় সূর্য উদিত হবার পর থেকে অর্ধদিবস পর্যন্ত তবে উত্তম হল এক চতুরাংশো পড়া।[৩]

ঃ চাশ্‌ত নামাযের নিয়ত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الضُّحٰى سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ ঃ- নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাকআ'তে সালাতিত দোহা সুন্নাতে রাসুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কা'বাতিস শারিফাতে আল্লাহো আকবার।

বাংলা নিয়াত ঃ- আমি দুই রাকআত সালাতিত দোহার সুন্নাত নামাযের আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে নিয়ত করছি কেবলামখী হয়ে। আল্লাহো আকবার।

ঃ সালাতুত তাসবীহ নামাযের নিয়ত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ التَّسْبِيْحِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ ঃ- নাওয়াইতু আন উসালল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা আর-বাআ" রাকআতিস সালাতিত তাশবিহি সুন্নাতে রাসুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কা'বাতিস শারিফাতে আল্লাহো আকবার।

বাংলা নিয়াত ঃ- আমি চার রাকআত সালাতিত তাশবিহের সুন্নাত নামাযের আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে নিয়ত করছি কেবলামখী হয়ে। আল্লাহো আকবার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ সালাতুত তাসবীহ ঃ

ফযীলতঃ-হাদিস শরীফে সলাতুত তাসবীহর অশেষ সাওয়াবের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কিছু মুহাক্কীকিন মন্তব্য করেছেন ,এই নামাযের ফযীলত শ্রবন করে কেও ছেড়ে দেয় না,কেবল মাত্র অলস প্রকৃতির লোকেরা ছাড়া। হাদিস শরীফে বর্ণিত হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় চাচা হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ঈরশাদ করেন,হে চাচা ঃতোমার পক্ষে যদি সম্ভব হয় , তাহলে প্রত্যেকদিন একবার,যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে প্রতি জুমআতে একবার ,যদি তাও সম্ভব না হয়,তাহলে মাসে একবার, আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে বছরে একবার এবং এটাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে জীবনে একবার আদায় করবে।

সালাতুত তাসবীহ আদায়ের নিয়ম: 'তিরমীযি শরীফে হযরত আব্দুল্লা বিন মুবারক হতে সালাতুত তাসবীহ পড়ার নিয়ম এ রূপ ভাবে বর্ণিত হয়েছে, চার রাকায়াত সালাতুত তাসবীহর নিয়াত বাঁধার পর সানা পড়ার পর ১৫ বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার পাঠ করতে হবে। অত:পর আউজু বিল্লাহ ,সুরা ফাতিহা ও কোন একটি সুরা পড়ার পর ১০ বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে। রুকুতে গিয়ে তাসবীহ পড়ার পর ১০ বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করতে হবে।রুকু থেকে উঠে সামী আল্লাহু লিমান হামিদা ওয়া রাব্বানা লাকাল হামদ বলে সোজাভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় উক্ত তাসবীহটি ১০ বার পাঠ করবে। এরপর সিজদায় গিয়ে তিনবার সুবহানা রাব্বিইল আলা বলে তাসবীহটি ১০ বার পড়তে হবে , দুই সিজদার মাঝখানে বসে১০ বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে, দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে তাসবীহ পড়ে উক্ত তাসবীহ ১০বার পড়বে। ২য় , ৩য়,৪র্থ রাকাতে দাঁড়িয়ে এভাবে প্রথমে পনের বার কলেমায়ে তামজীদ পড়তে হবে। অত:পর বর্ণিত নিয়মে সে কলেমা দশবার পড়বে এভাবে চার রাকাতে পঁচাত্তর বার পড়লে মোট তিনশত বার হয়ে যায়।[১]

মাসআলা:-প্রত্যেক বৈধ সময়ে এই নামায আদায় করা যায়,তবে জোহরের পূর্বে পড়া উত্তম।[১]

ঃ আউওয়াবিনের নামাযের নিয়ত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاَوَّابِيْنَ
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ ঃ- নাওয়াইতু আন উসালল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাকআতায় সালাতিল আউওয়াবিন মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কা'বাতিস শারিফাতে আল্লাহো আকবার।

বাংলা নিয়াত ঃ- আমি দুই রাকআত আউওয়াবিন নামাযের আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে নিয়ত করছি কেবলামখী হয়ে। আল্লাহো আকবার।

আউওয়াবিন নামাযের নিয়ম ও ফজিলতঃ-

আউওয়াবিন–এর নামায মাগরিবের নামাযের পর পড়তে হয়। কমপক্ষে ৬ রাকআত অত্যাধিক ২০ রাকআত। এই নামায এক সালাম সহকারে বা দুই সালাম সহকারে অথবা তিন সালাম সহকারে পড়া যায়। প্রত্যেক দুই রাকাতের পর সালাম ফেরানো উত্তম। ফজিলত- হযরত আবু হোরাইরা রাদি আল্লাহো আনহু বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকআত নামায পড়বে এবং এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন কথাবার্তা বলবে না। সে বারো বছরের এবাদতের সওয়াব পাবেন। (সুনানে তিরমিযী)

ঃ সালাতুল হাযাত নামাযের নিয়ত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْحَاجَةِ
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ☆

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ- নাওয়াইতু আন উসালল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাকআতায় সালাতিল হাযাতে মাতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কা'বাতিস শারিফাতে আল্লাহো আকবার।

বাংলা নিয়াত ঃ- আমি দুই রাকআত সালাতিল হাযাতের নামাযের আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে নিয়ত করছি কেবলামখী হয়ে। আল্লাহো আকবার।

সালাতুল হাজাত

শরীয়ত অনুমোদিত চাহিদা ও প্রয়োজন বাস্ত বায়ন হওয়ার জন্য দুই কিংবা চার রাকায়াত নফল নামায পড়ে আবেদন পেশ করাকে সালাতুল হাজাত বলা হয়। আবু দাউদ শরীফে হযরত হুজায়ফা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে যখন কোন সমস্যা আসত, তখন তিনি দুই বা চার রাকায়াত এই নামায পড়তেন।

নামায আদায়ের নিয়ম :- খুব ভালভাবে ওজু করতে হবে,গোসল করলে অধিক উত্তম হবে। অত:পর নির্জন অবস্থায় সালাতুল হাজাতএরূপ নিয়মে আদায় করতে হবে,প্রথম রাকায়াতে সূরা ফতিহার পর তিনবার আয়াতুল কুরসী এবং পরবর্তী তিন রাকায়াতে সুরা ইখলাস , সুরা ফালাক এবং সুরা নাস একবার করে পড়তে হবে। অত:পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ শরীফ প্রেরণ করবে। অত:পর এ দুআ পাঠ করতে হবে:

لَا اِلٰهَ اَلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّ سَلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَ لَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ:-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহুল্ হালীমুল্ কারীম। সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আরশিল্ আযীম। আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল্ আ-লামীন। আসআলুকা

মু-জিবাতি রাহমাতিকা ওয়া আযাইমা মাগফিরাতিকা ওয়াল গনীমাতা মিন কুল্লি বিররিন্ ওয়াস সালামাতা মিন কুল্লি ইসমিন, লা তাদা লী জামবান , ইল্লা গাফারতাহু,ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফাররাজতাহু,ওয়ালা হাজাতান হিয়া লাকা রিজান ইল্লা কাজায় তাহা, ইয়া আর হামার রাহিমীন।

হযরত ওসমান ইবনে হুযাইফা রাদিআল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন যে,একদা একজন অন্ধ সাহাবী রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন ,হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার অন্ধত্বের জন্য দোয়া করুন। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন-তুমি চাইলে দোয়া করব, নতুবা তুমি ধৈর্য্য ধর। কেননা এটা তোমার জন্য উত্তম হবে। সাহাবী আরজ করলেন, হুযুর আমার জন্য দোয়া করুন। হুযুর পাক ইরশাদ করলেন , তুমি গিয়ে ভালভাবে ওজু করে দুরাকাআত নামায পড় এবং এ দোআ করো ,হে আল্লাহ . আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি ,ওসীলা ধারণ করছি। তোমার নবীর ওসীলায় তোমার প্রতি মনোনিবেশ করছি যিনি রহমতের নবী। ইয়া রাসুলুল্লাহ , আমি আপনার মাধ্যমে আমার এ প্রয়োজন পূরনার্থে আমার রবের দিকে মনোনিবেশ করছি। যেন আমার উদ্দেশ্য পূরণ হয়। হে আল্লাহ , আমার অনুকুলে তাঁর সুপারিশ কবুল কর। হযরত ওসমান বিন হানিফ বলেন. আল্লাহর শপথ আমরা এখনো উঠিনি , আলোচনায় রত আছি. তখনঐ সাহাবী আমাদের নিকট এলেন,মনে হলো যেন তাঁর অন্ধত্বই ছিল না।'

ঃ ইস্তিখারা নামাযের নিয়ত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْاِسْتِخَارَةِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ ঃ- নাওয়াইতু আন উসালল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাকআতায় সালাতিল ইশ্তিখারাতে মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কা'বাতিস শারিফাতে আল্লাহো আকবার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাংলা নিয়াত ঃ- আমি দুই রাকআত ইশ্‌তিখারের নামাযের আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে নিয়ত করছি কেবলামখী হয়ে। আল্লাহো আকবার।

সালাতুল ইস্তিখারা

কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে দুই রাকাআত নফল নামায পড়ে ইস্তিখারার দুআ করতে হবে। ইনশাআল্লাহ সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়ে যাবে। এইনামায যে কোনো সময় পড়া যায়। হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে এ নামায শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কে এমনভাবে ইস্তিখারা শেখাতেন যেভাবে কুরআনের অন্য কোন সুরা শেখাতেন।

ইস্তিখারের দোওয়া ঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নি আশতাখিরোকা বে ইলমেকা ওয়া আসতাখ দেরোকা বেকুদরাতিকা ওয়া আসআলোকা মিন ফাদ্বলিকাল আজিম। ফা ইন্নাকা তাকদিরু অলা আকদ্বিরো ওয়া তা'লামো ওয়ালা আ'লামো ওয়া আনতা আল্লামুল গোয়ূব। আল্লাহুম্মা ইন কুন্তা আন্না হাযাল আমরে খায়রুল্লি ফিদ্বিনী ওয়ামা আশি ওয়া আকেবাতে আমরি। (বোখারী শারীফ)

ঃ তাওবার নামাযের নিয়ত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ التَّوْبَةِ
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ☆

উচ্চারণ ঃ- নাওয়াইতু আন উসালল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাকআতায় সালাতিত তাওবাতি মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কা'বাতিস শারিফাতে আল্লাহো আকবার।

বাংলা নিয়াত ঃ- আমি দুই রাকআত তাওবা নামাযের আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে নিয়ত করছি কেবলামুখী হয়ে। আল্লাহো আকবার।

তাওবা নামাযের ফজিলত ও বর্ণনা ঃ- অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বিশেষভাবে যে নফল নামায পড়া হয়, সেই নামাযকে তাওবার নামায বলা হয়। এই ব্যাপারে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন কোন ব্যক্তি যদি গোনাহ করে তার পর দাঁড়ায় অতঃপর সে ওজু করে নামায পড়ে। এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। তাহলে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেন। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, মেশকাত)

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে,হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলেন ,আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সত্যইবলেছেন যে, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে শুনেছি তিনি ইরশাদ করেন,যদি কোন মানুষ কোন অপরাধ করে ফেলে,তাহলে তার উচিত হবে যে, ওজু করে নামায পড়ে নেওয়া এবং আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা। তখন তাকে ক্ষমা করা হয়। তারপর এই আয়াত পাঠ করেন-আর সে যখন কোন বেহায়াপনা কিংবা নিজের উপর জুলুম করে বসে,অত:পর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের অপরাধের মার্জনা প্রার্থনা করে তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[১]

(সুনানে তিরমিযী)

ঃ শবে বরাতের নামাযের নিয়ত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ الْبَرَآئَةِ
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ☆

উচ্চারণ ঃ- নাওয়াইতু আন উসালল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাকআতায় সালাতিল লায়লাতিল বারাতে মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কা'বাতিস শারিফাতে আল্লাহো আকবার।

বাংলা নিয়াত ঃ- আমি দুই রাকআত শবে বারাতের নামাযের আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে নিয়ত করছি কেবলামুখী হয়ে। আল্লাহো আকবার।

শবেবরাতের নামাযের নিয়ম ও ফজিলতঃ-

নামায আদায়ের পদ্ধতিঃ-

৮ রাকায়াত নামায(দুই রাকায়াত করে) ঃ-প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর ১৫ বার সুরা এখলাস পড়তে হবে।

উপকারিতা ঃ- এই পদ্ধতিতে নামায পড়লে গুনাহ থেকে পবিএ হবে, দুআ কবুল হবে এবং অশেষ সওয়াবের অধিকারি হবে।

১২ রাকায়াত নামায(দুই রাকায়াত করে)ঃ-প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর ১০ বার সুরা এখলাস পড়তে হবে। নামায শেষ করে ১০ বার কলমা তৌহিদ, ১০ বার কলমা তামজিদ, ১০ বার দরুদ শরীফ পড়বে।

১৪ রাকায়াত নফল(দুই রাকায়াত করে) ঃ- প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর যে কোন সুরা পড়তে পারা যায়।

ঃ শবে মেরাযের নামাযের নিয়ত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ ঃ- নাওয়াইতু আন উসাললিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাকআতায় সালাতিল লায়লাতিল মেরাযি মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কা'বাতিস শারিফাতে আল্লাহো আকবার।

বাংলা নিয়াত ঃ- আমি দুই রাকআত শবে মেরাযের নামাযের আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে নিয়ত করছি কেবলামখী হয়ে। আল্লাহো আকবার।

শাবে ক্বদরের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকাআতাই সালাতি লাইলাতিল ক্বাদরি মুতাওয়া জ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়াত ঃ- আমি দুই রাকআত শবে ক্বদরের নামাযের আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে নিয়ত করছি কেবলামখী হয়ে। আল্লাহো আকবার।

নামায আদায়ের পদ্ধতি ঃ-

১২ রাকায়াত নামাযঃ-(দুই রাকায়াত করে) প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর ৫ বার সুরা এখলাস। ১২ রাকায়াত শেষে ১০০ বার কলমা তামজিদ ও ১০০ দরুদ শরীফ পাঠ করবে। এর পর যে কোনো বৈধ দোয়া চাওয়া হবে, ইনশা আল্লাহ তা কবুল হবে।

৬ রাকায়াত নামাযঃ- (দুই রাকায়াত করে) প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর ৭ বার সুরা এখলাস। ৬ রাকায়াত পড়ার পর ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে দুআ করতে হবে।এর ফলে সকল প্রকার দ্বিনী ও দুনিয়াবী জরুরাত পূরণ হবে এবং ৮০ হাজার গুনাহ মাফ হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২ রাকায়াত নামাযঃ-প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর ২৭ বার সুরা এখলাস পড়বে। আওাহিয়াতুর পর বার দরুদ ও ইব্রাহিম পড়বে সালামের পর এর সাওয়াব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বারগাহে পৌঁছানোর সৌভাগ্য অর্জন করবে।

২ রাকায়াত নামাযঃ- প্রথম রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর সুরা আলাম নাশরাহ এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর সুরা কোরায়েশ পড়বে। এই নামায পড়লে আউলিয়ায়ে কেরামদের সাথে নামায পড়ার সাওয়াব পাওয়া যায়।

শাবে ক্বদর খুবই বরকতমন্ডিত রজনী। এটা রমযান মাসের শেষ দশকে হয়ে থাকে । এই রাতের ইবাদত এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এই রাত সম্পর্কে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে ,হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা ইরশাদ করেন যে,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ,শাবে ক্বদরকে রমযানের শেষ দশকে তালাশ কর।[২]

অন্য হাদিসে এসেছে, বিজোড় রাত গুলিতে শাবে ক্বদর তালাশ করো। অধিকাংশ মুফাস্সির ও বুযর্গরা বলেছেন, রমযানের ২৭ তারিখের রাতই শাবে ক্বদর রাত।

শাবে ক্বদরের নফল ইবাদত:-হযরত সাইয়েদিনা ইসমাইল হাক্বী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহিতে বর্ণিত,শাবে কদরের রাত্রীতে যে ইখলাসে নিয়াতের সহিত নফল আদায় করবে তার পূর্বে ও পরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।[৩]

আশুরার নামাযের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعَاشُوْرَةِ

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণঃ- নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই সলাতিল আশুরা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল বা কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়াতঃ-আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত আশুরার নামাযের কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

আশুরার নামায

ইসলামি বছরের প্রথম মাস হল মুহাররাম । এই মাসের দশম রজনীকে লাইলাতুল আশুরা বলা হয় ।

আশুরার রাত্রীর নামায পদ্ধতি ঃ-এই রাত্রীর নামায আদায় পদধতির বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে কয়েকটি হল -

২ রাকায়াত নামাযঃ-প্রতি রাকায়াতে আলহামদু বা সুরা ফাতিহার পর একবার আয়তাল কুরসী, তিনবার সুরা এখলাস পড়বে এবং সালামের পর ১০০ শত বার সুরা এখলাস পড়বে।

২ রাকায়াত নামাযঃ- প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর তিনবার সুরা

৪ রাকায়াতঃ- প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর তিন বার সুরা এখলাস। এছাড়াও এক সালামে চার রাকায়াতে নামায পড়তে হয়। যার প্রতেক রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর পঞ্চাশ বার সুরা এখলাস পড়তে হবে । এই নামাযের ফজিলাত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে -যে ব্যক্তি এই নামায পড়িবে তার অগ্র-পশচাতে পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

“কতিপয় গুরুত্বপুর্ন কথা”

pdf By Syed Mostafa Sakib

১) নামাজে পুরুষদের নাভির নীচে হাত বাঁধা সুন্নাত। বুকের উপরে হাত বাঁধা সুন্নাতের বিরুদ্ধে (খেলাপ)।-(মারেফুস সুনান পৃষ্ঠা-৩৪, ২য় খন্ড,আসারুসসুনান পৃষ্ঠা ৭০)

২) ইমামের পিছনে নামাজ আদায় করার সময় মুক্তাদিগনের কোরান পাক পড়া নিষেধ আছে।

৩) আযান মসজিদের বাইরে দিতে হবে। মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া মাকরুহ আছে। পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ এবং জুমার খোতবার আযান দুটির একই হুকুম (ফাতওয়া আলামগিরী, ফতহুল কদীর বাহরুর রাকায়েক)।

৪) আজানের সময় হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের নাম শ্রবন করে বৃদ্ধ আঙ্গুল্লে চুমা খেয়ে বুলান মস্তাহাব। (রদ্দুল মোহতাব ১ম খন্ড পাতা ২৭৯)

৫) একামত (তাকবীর) চলাকালীন কোন নামাজী মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে বসে তাকবীর শুনতে হবে,দাঁড়িয়ে শুনা মাকরুহ মোয়াজ্জেন যখন হাইয়াআলাস সালাহ হাইয়াআলাল ফালাহ বলবে তখন দাঁড়াতে হবে। (ফাতওয়া আলামগিরী ১ম খন্ড পাতা ৫৩)

৬) আযান ও একামাতের মধ্যবর্তি সময়ে সালাত পাঠ করা। যথা-আস্বালাতো ওয়াস্বালামো আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ.....ইত্যাদি বলা যায়েয ও মুসতাহাসান। এই সালাতের নাম তাসবীহ। অলমায়ে কেরামগন ইহা মাগরিবের নামাজ ছাড়া বাকি সব নামাজে মোস্তাহাব বলেছেন। (ফাতওয়া আলামগিরী ১ম খন্ড পাতা ৫৩)।

৭) ৭৮১হিজরী রাবিউল আখের মাসে আজানের পর সালাত দেওয়া শুরু হয়ে ছিল, এবং এটি উত্তম কাজ। (রদ্দুল মোখতার,রুদ্দুল মোহতার১ম খন্ড পাতা ২৭৩)

৮) ওলি আল্লাহা গনের মাজারে জিয়ারতের জন্য ভ্রমন করা যায়েয। যেমন- আজমির শারিফ, সরহিন্দ (পাঞ্জাব) শারিফ, বাগদাদ শারিফ ইত্যাদি (বাহারে শারিয়াত)

৯) মাজারে হাত ফেরানো, যথা ঝুকে যাওয়া, জমিনের উপর

চেহেরা লাগানো (সিজদা করা) ইত্যাদি নিষেধ আছে। ইহা নাসারাদের অভ্যাস। (ফাতওয়ায়ে রেজবীয় ৪র্থ খন্ড পাতা ৮)

১০) নামাজের মধ্যে তিন ধরনের নিয়্যেত হওয়া বাঞ্ছনীয়ঃ-
(অ) যে সময়ে নামাজ আদায় করতে হবে সে সময়ের নাম উল্লেখ করতে হবে। যেমন-ফযর, যোহর, আসার, মাগরিব, এশা ইত্যাদি।
(আ) নিজেকে মনে করতে হবে আল্লাহার দরবারে দাঁড়িয়েছি আল্লাহ পাক আমাকে দেখতে পাচ্ছেন, ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে দাঁড়াতে হবে।
(ই) আল্লাহ আমার অর্ন্তনিহিত সব জানেন, দুনিয়ার সব মায়া ত্যাগ করে (স্মরন থেকে বিরত থাকতে হবে) দাঁড়াতে হবে।

১১) নামাজে মেয়েরা বাম পাছা মাটির উপর স্পর্শ করে বসবে এবং পদদ্বয়ের আঙ্গুল সোজা এবং বাহির হয়ে থাকবে । (মুসান্নাফ ইবনে সায়বা ১ম খন্ড পাতা ২৫২, মুসনাদে ইমাম আযাম পাতা ৯৯)

১২) পুরুষদের ক্ষেত্রে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসিবে। ডানপা দন্ডায়মান রাখিতে হবে। (মুসান্নাফ ইবনে আবু সায়বা ১ম খন্ড পাতা ২১৬) এবং দুই হাত উরুর পৃষ্টে রাখতে হবে।

১৩) মেয়েদের জন্য ইদের জামাত নিষেধ।

১৪) হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম কবরে আনোয়ারের মধ্যে এমন ভাবে আছেন উনার উপর আর কোনদিন মত্তত আসবেনা, এই কথার প্রতি পুর্ন ইমান আনতে হবে,যেহেতু উনি সর্বদায় জিবীত আছেন। (ফতহুলবার ১৭তম খন্ড পাতা ২২)

১৫) জিবীত অথবা মৃত প্রত্যেককে অসিলা বানানো যায়েজ (হাদিয়াতুল মাহেদি পাতা ৪৭)

১৬) দোয়ার মধ্যে বাহাক্কে ফালা ইয়া বাহুর মতে ফালা বলা যায়েজ (হাদিয়াতুল মাহেদি পাতা ৪৯)

১৭) নবী, ওলিগনকে দুর থেকে ইয়া বলে সম্বোধন করা যয়েজ কোন অবস্থায় শিরক নয়। (হাদি মেহেদি ২৫)

১৪ হতে ১৭নং পর্যন্ত দেওবন্দীদের বইয়ের মধ্যে থেকে তুলে ধরা হইল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

লা-মাজহাবিদের ভ্রান্ত আকিদা

১। জুম্মার খুৎবার মধ্যে খালিফায়ে রাশিদিনের নাম উচ্চারন বিদআত। (হাদি আতুল মেহেদি, পাতা-১১০)

২। হযরত আবুবক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দ্বিতীয় খলিফা মনোনিতো করা মূল ইসলামের বিরোধী ছিল। (তারিকে মহম্মদি, পাতা-৮৩)

৩। ফারুকী আজাম রাদিয়াল্লাহু আনহু পরিস্কার বড়ো মাসলার মধ্যে ভুল করছেন। (তারিকে মহম্মদি, পাতা-৫৪)

৪। প্রতিদিনের মাসলা হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে লুকিয়া থাকলো। (তারিকে মহম্মদি, পাতা - ৫৫)

৫। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফাতোয়া রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীস এর বিরোধী ছিল। (তাহেসিরুলবাড়ি অষ্টম খন্ড, পাতা - ১৬৯)

৬। আমরা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কলমা পরিলামনা উনার কথা মানব কেন ? (ফাতোয়া সানাইয়া দ্বিতীয় খন্ড, পাতা -২৫)

৭। হযরত উমরের কর্তব্য- না প্রমানের যোগ্য, না আমলের যোগ্য। (ফাতোয়া সানাইয়া দ্বিতীয় খন্ড, পাতা -২৫২)

৮। মোতা বিবাহ হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি নিষেধ না করতেন তাহলে কোনো ব্যক্তি ব্যাভিচারী (জিনাকারী) হতো না। (লায়াতুল হাদীস চতুর্থ খন্ড, পাতা - ১৮৬)

৯। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফাতোয়া হুজ্জাতের (প্রমান) নেই। (ফাতোয়া সাত্তারিয়া দ্বিতীয় খন্ড, পাতা - ১৬৫)

১০। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইজতিহাদ রসুলুল্লাহর হাদিসের বিরুদ্ধে ছিল। (তায়েসিরুলবাড়ি সপ্তম খন্ড, পাতা - ১৭০)

১১। হযরত উসমান গনির আজানে সানি (দ্বিতীয় আজান) বিদাত রয়েছে। এবং কোনো ভাবে যায়েজ নয়। (ফাতোয়া সাত্তারিয়া তৃতীয় খন্ড, পাতা - ৮৭)

শীয়া অঙ্গ সংগঠন কথিত আহ্‌লে হাদীস ও লা-মাযহাবীদের প্রমাণসহ কিছু ভ্রান্ত আকিদা ঃ-

১) আহ্‌লে হাদিসের রচিত **'হাদ্‌য়িতুন মাহ্‌দি'** পুস্তকের ১১০ পৃষ্ঠায় লেখা আছে "জুমার খুতবায় খোলাফায়ে রাশেদার নাম নেয়া বিদ'আত"। (নাউযুবিল্লাহ্‌)

২) আহ্‌লে হাদিসের রচিত **'তানবীরুল আফা-ক'** পুস্তকের ১০৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে " খোলাফায়ে রাশেদা অর্থাৎ হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান এবং হযরত আলী (রাদিআল্লাহো তায়ালা আনহুম) উনারা শরীয়তের খেলাফ হুকুম জারি করতেন। (নাউযুবিল্লাহ্‌)

৩) আহ্‌লে হাদিসের রচিত **'কাশফুল হিজাব'** পুস্তকের ২১ নং পৃষ্ঠায় লেখা আছে "হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহো তায়ালা আনহা হযরত আলী রাদিআল্লাহো তায়ালা আনহুর সাথে যুদ্ধ করে মুরতাদ হয়ে গেছেন"। (নাউযুবিল্লাহ্‌)

৪) আহ্‌লে হাদিসের রচিত **'হাদয়িতুল মাহ্‌দি'** পুস্তকের ১০৩ নং পৃষ্ঠায় লেখা আছে " আয়িম্মায়ে ইছনা আশারা যারা শীয়াদের ইমাম, আমরা তাদের অনুসারী"

উল্লেখ্য, এ কথা দ্বারা পুরোপুরিভাবে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মাযহাবের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডাকারী ও আহ্‌লে হক্কের সাথে আলোচনার টেবিলে যোগদানে অস্বীকারকারী ক্রমাগত পালিয়ে বেড়ানো আহ্‌লে হাদিস নামধারী কথিত সহি হাদীসের অনুসারীরা মুসত শীয়াদেরই একটি অঙ্গ সংগঠন। যাদের কাজই হলো আহ্‌লুল সুন্নাহ'র অনুসারী মুসলিমের বিভ্রান্ত করে মাযহাবে বন্ধন থেকে সরিয়ে দেওয়া ও ধীরে ধীরে সাহাবী বিদ্বেষী করে তোলা। পর্যায়ক্রমে শিয়াদের পাল্লাই ভারি করা। যা দেরীতে হলেও আজ দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার।

৫) আহ্‌লে হাদিসের রচিত **'তানবীরুল আফা-ক'** পুস্তকের ৪৯৮-৪৯৯ নং পৃষ্ঠায় লেখা আছে "হযরত উমর রাদিআল্লাহো তায়ালা আনহু কুর'আনের হুকুম পরিবর্তন করে ফেলেছেন"। (নাউযুবিল্লাহ্‌)

৬) আহ্‌লে হাদিসের রচিত **'দলীলুত ত্বালিব'** পুস্তকের ৫২ নং পৃষ্ঠায় লেখা আছে "অপবিত্র অবস্থায় কুর'আন স্পর্শ করা জায়েজ"। (নাউযুবিল্লাহ্‌)

৭) আহ্‌লে হাদিসের রচিত **'দলীলুত ত্বালিব'** পুস্তকের ৫২ নং পৃষ্ঠায় লেখা আছে "সমস্ত জানোয়ার তথা জন্তুর পেসাব পবিত্র।" (নাউযুবিল্লাহ্‌)

৯) আহ্‌লে হাদিসের রচিত **'হাদয়িতুল মাহ্‌দি'** পুস্তকের ২৩ নং পৃষ্ঠায় লেখা আছে " মহিলাও মুয়াজ্জিন হতে পারবে।" (নাউযুবিল্লাহ্‌)

১০) আহ্‌লে হাদিসের রচিত **'বদুরুল আহিল্লাহ্‌'** পুস্তকের ৩৯১ নং পৃষ্ঠায় লেখা আছে "এক বকরীতে ১০০ মানুষের পক্ষ থেকে কুরবানি হতে পারে।" (নাউযুবিল্লাহ্‌)

১১) আহ্‌লে হাদিসের রচিত **'যফরুল কাযী'** পুস্তকের ১১৫ নং পৃষ্ঠায় লেখা আছে "পুরুষ একই সময় যত ইচ্ছে বিয়ে করতে পারবে।" (নাউযুবিল্লাহ্‌)

সুধী পাঠক-পাঠিকা! সহিহ্‌ হাসিসের মোড়কে শীয়া এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী কথিত আহ্‌লে হাদিসের এরকম হাজারো উল্টা পাল্টা ফোতুয়াবাজীর ডকুমেন্ট আমাদের নিকট রয়েছে, যা সুস্পষ্টভাবে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ও বাতিল ফেরকা শীয়া কুফ্‌ফারদের সাথে মিল। এখন প্রশ্ন হলো, মাযহাব বিদ্বেষী এ নতুন ফেরকার অনুসারীরা এবং যারা এদের দলে যোগ দেবে তাদের সকলের ঈমান আকিদার কী হাশর হবে? আল্লাহো তায়ালা এ আখেরী যামানায় এ জাতীয় ফেরকাগুলো হতে রক্ষা করুন। **আমীন- সম্মা আমীন।**

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই পুস্তকটি
মুদ্রণের জন্য অর্থ সহায়তা
করেছেন, আমার স্নেহধন্য প্রিয় মুরীদ-
মোহাম্মাদ মোতাহারুল হক্ আসবী সাহেব।
গ্রাম- হুকুমত টোলা, পোঃ - সহবত টোলা,
থানা- মানিকচক, জেলা - মালদা।

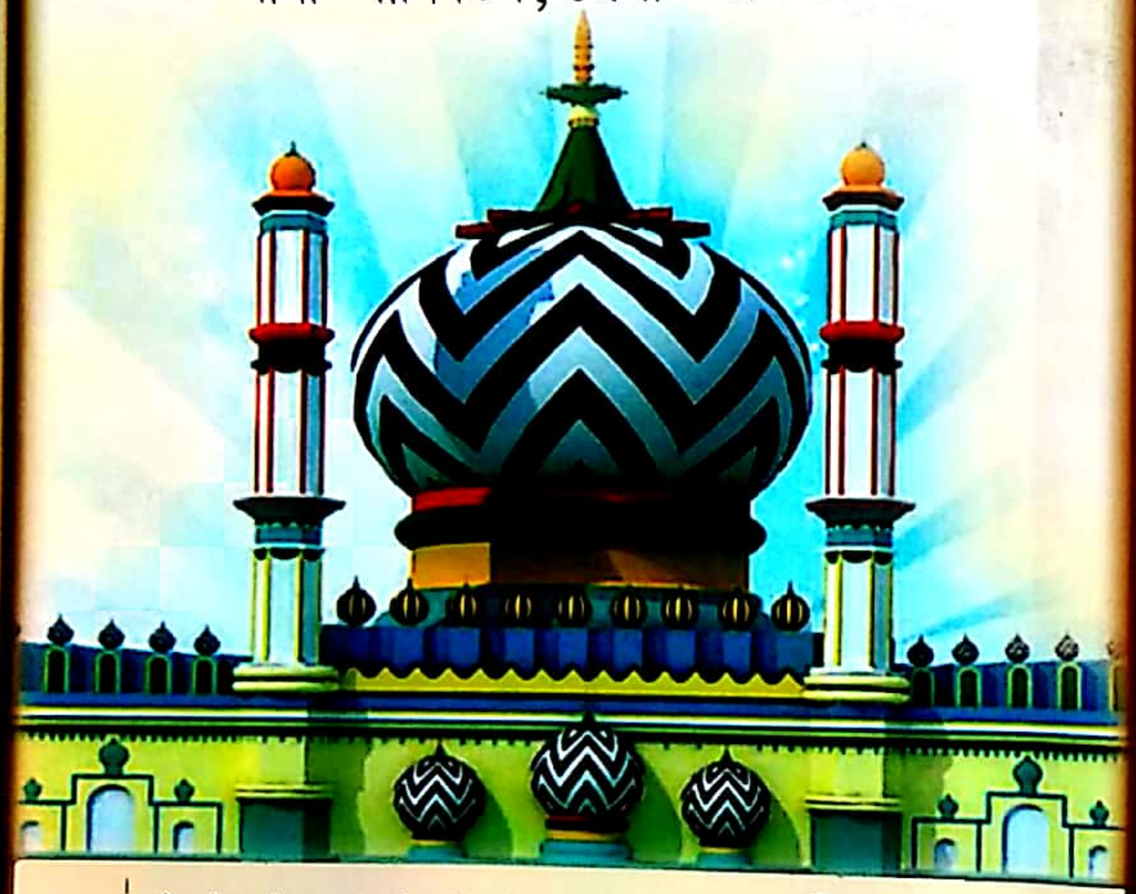

মোহাম্মাদ মোতাহারুল হক্ আসবী সাহেব
তার নিজের দাদু মাজেদ আলি বিশ্বাস ও দাদি লালমন বিবির
ইশালে সোয়াবের জন্য উৎসর্গ করেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দুর-রাতুল মোসাল্লিন (নামাযীদের মুক্তো মণি)

দুর-রাতুল মোসাল্লিন
(নামাযীদের মুক্তো মণি)

-ঃ লেখক ঃ-
পীর মোফাস্-সিরে কোরআন, মুফতি,
ডঃ শাকিল আহমাদ আসবি

pdf By Syed Mostafa Sakib